CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৭ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 13 August 2021 ■ আগরতলা ১৩ আগস্ট, ২০২১ ইং ■ ২৭ শ্রাবণ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা যুবকের

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ আগস্ট।। তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার দুস্কিতে পারিবারিক কলহের জেরে এক যুবক আত্মহত্যার চেষ্টা করেছে। তাকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তেলিয়ামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় তেলিয়ামুড়া হাসপাতাল থেকে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

পারিবারিক কলহের জেরে নিজ ঘরে এসিড খেয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করে এক উপজাতি যুবক। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানাধীন দুস্কি এলাকায় বৃহস্পতিবার দুপুর ১২ টা নাগাদ ঘটনাটি ঘটে।

ঘটনার বিবরণে জানা যায় ,দুস্কি এলাকার বাসিন্দা অখিল দেববর্মার স্ত্রীর সাথে কোন এক বিষয় নিয়ে বাকবিতণ্ডা হয়। এর জের ধরেই অখিল দেববর্মা নিজ ঘরে অ্যাসিড খেয়ে ফেলে। এই ঘটনা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নদীর জলে ডুবে শিশুর মর্মান্তিক মৃত্যু গন্ডাছড়ায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, গন্ডাছড়া, ১২ আগস্ট।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়ার হরিপুর এলাকায় জলে ডুবে মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে এক শিশুর। মায়ের সঙ্গে নদীতে স্নান করতে গিয়ে এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে। জলে পড়ে চার বছরের এক শিশুর মৃত্যু। মৃত শিশুর নাম আদর চাকমা। বাবার নাম তরুন চাকমা।

বাড়ি গন্ডাছড়ার হরিপুর টিলাবাড়ি এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে বৃহস্পতিবার সকাল ১০টায়। এই সময় শিশুটি তার মায়ের সঙ্গে সরমা নদীতে অপর দুটি শিশুর সাথে স্নান করতে চায়। মা যখন কাপড় পরিস্কার করছিল তখন শিশুটি খেলতে খেলতে নদীর জলে তলিয়ে যায়। খবর দেওয়া হয় গন্ডাছড়া অগ্নি নির্বাপক দপ্তরে।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা এলাকাবাসীদের সহযোগীতায় দীর্ঘ তিন ঘন্টা পর সরমা নদী থেকে শিশুর মৃতদেহটি উদ্ধার করে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব, উপস্থিত ছিলেন বিনোদ সোনকর।

বিরোধী শক্তিকে একজোট করতে বৈঠক ডাকলেন সোনিয়া গান্ধী

।। **অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লী, ১২ আগস্ট।।** বিরোধী শক্তিকে একজোট করতে বৈঠক ডাকলেন কংগ্রেস সভানেত্রী সনিয়া গান্ধী। ২০ অগস্ট ভার্চুয়ালি এই আলোচনার আয়োজন করা হয়েছে। সূত্রের খবর, সেখানে উপস্থিত থাকতে পারেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মমতার পাশাপাশি আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী উদ্ধব ঠাকরে, তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকেও। উপস্থিত থাকতে পারেন এনসিপি প্রধান শরদ পওয়ারও। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই বিরোধীদের নিয়ে একটি নৈশভোজের আয়োজন করতে পারেন সনিয়া গাঁধী। তার আগে এই ভার্চুয়াল বৈঠকের মাধ্যমে বিরোধী ঐক্যের শক্তি মেপে নিতে চাইছেন তিনি।

বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই বিরোধীরা এককাট্টা হয়ে সংসদের দুই কক্ষে সরকার বিরোধিতায় নেমেছিল। সেই ঐক্যের ছবি দেখা গিয়েছে বৃহস্পতিবারও। একাধিক ইস্যুতে মিছিল করেছে ১৫টি বিজেপি বিরোধী দল। মিছিলের আগে কংগ্রেস সাংসদ মল্লিকার্জুন খড়্গের সঙ্গে আলোচনায় বসতে দেখা যায় আম আদমি পার্টির সঞ্জয় সিংহকেও। পরে শিবসেনার তরফ থেকে সঞ্জয় রাউত জানান, "বিরোধীরা একজোট হয়েছে। ২০ অগস্ট কংগ্রেস সভাপতি সনিয়া গাঁধী কংগ্রেস শাসিত রাজ্যগুলির মুখ্যমন্ত্রীদের সঙ্গে কথা বলবেন। সেই আলোচনায় আমন্ত্রিত রয়েছেন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রীও।"

বুধবার সংসদের উভয় কক্ষেই অধিবেশন সময়ের আগেই শেষ হয়। সরকার তার দায় বিরোধীদের ঘাড়ে চাপালেও, বিরোধী দলগুলির দাবি, সংসদে মার্শাল আইন চালাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার। বৃহস্পতিবার সকালে সেই বিষয়টি ফের উল্লেখ করে রাহুল গাঁধী বলেন, "গণতন্ত্রকে হত্যা করা হচ্ছে সংসদে। পেগাসাস নিয়ে আলোচনা করতে দেওয়া হয়নি, তুলতে দেওয়া হয়নি কৃষি আইন নিলে আলোচনাও।"এর আগে কংগ্রেস নেতা কপিল সিব্বলের বাড়িতে একটি নৈশভোজে যোগ দিয়েছিলেন বিরোধী দলের প্রতিনিধিরা। ছিলেন তৃণমূলের ডেরেক ও'ব্রায়েন, সমাজবাদী পার্টি প্রধান অখিলেশ যাদব, শিবসেনার সঞ্জয় রাউত, ন্যাশনাল কনফারেন্সের ওমর আবদুল্লারা।

চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের উপর হামলা মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে ১৬ আগস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। চাকরিচ্যুত শিক্ষকদের দায়ের করা মামলার শুনানি শুরু হচ্ছে আগামী ১৬ আগস্ট। এই মামলার শুনানিতে শিক্ষকদের একটা বড় অংশ উপস্থিত থাকবেন।

২০২১ জানুয়ারি সিটি সেন্টারের সামনে ১০৩২৩ চাকরীচ্যুত শিক্ষকরা আন্দোলনে বসেছিল। দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পুলিশ তাদের ওপর আক্রমণ চালায়। আন্দোলন স্থল থেকে আন্দোলনকারীদের তুলে নিয়ে যায়। সে আক্রমণের বিরুদ্ধে পশ্চিম ত্রিপুরা চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে একটি অভিযোগ দাখিল করেন ১০৩২৩ এর পক্ষ থেকে। আগামী ১৬ আগস্ট থেকে এই মামলার সাক্ষী গ্রহণ শুরু হবে বলে জানিয়েছেন সিনিয়র আইনজীবী পুরুষোত্তম রায় বর্মন।

মামলার শুনানি কালে উপস্থিত থাকবেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার, পশ্চিম থানার ওসি, এসডিপিও সদর, এসডিপিও জিরানিয়া ও ডিসিএম সদর।

সেরা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদক, ত্রিপুরা থেকে পেলেন রিতা দেবনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। সেরা তদন্তের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদক পেয়েছেন ত্রিপুরা পুলিশের মহিলা সাব ইন্সপেক্টর রিতা দেবনাথ। তিনি ধর্মনগর থানায় কর্মরত রয়েছেন। এছাড়া, অন্যান্য রাজ্য থেকে আরো ১৫১ জনকে ওই পদক দেওয়া হবে।

প্রসঙ্গত, ২০২১ সালে সেরা তদন্তের জন্য ১৫২ জন পুলিশ আধিকারিককে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর পদক দেওয়া হয়েছে। এদের মধ্যে ২৮ জন মহিলা আধিকারিক রয়েছেন। অপরাধের তদন্ত করার ক্ষেত্রে উচ্চ মানের পেশাদারিত্ব বজায় রেখে কাজে উৎসাহিত করার জন্য এবং শ্রেষ্ঠ তদন্তকারী আধিকারিকদের স্বীকৃতি দিতে ২০১৮ সালে এই পুরস্কার দেওয়া শুরু ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

নাড্ডার সাথে বৈঠক করলেন বিপ্লব দেব ত্রিপুরার জন্য বিজেপির নতুন রোডম্যাপ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। রাজ্য মন্ত্রিসভার সম্ভাব্য সম্প্রসারণ ও সংগঠনের পরিবর্তনের জল্পনা-কল্পনার মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব এবং প্রদেশ সভাপতি ডাঃ মানিক সাহা আজ বিজেপি সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডা এবং দলের শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন।

দেড় ঘণ্টারও বেশি সময় ধরে চলা এই বৈঠকে বিজেপি সভাপতি জে পি নাড্ডার সাথে জাতীয় সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) বিএল সন্তোষ এবং ত্রিপুরার ইনচার্জ বিনোদ সোনকার উপস্থিত ছিলেন।দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রাজ্যের রাজনৈতিক পরিস্থিতির পর কৌশলের পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়েছে। ফলস্বরূপ, বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব নতুন কৌশল প্রণয়নে বিলম্ব করছে না। এক্ষেত্রে সাংগঠনিক সম্প্রসারণে বিশেষ জোর দেওয়া হবে।

এর আগে আজ, মুখ্যমন্ত্রী বিজেপির জাতীয় সম্পাদক এবং ত্রিপুরার প্রাক্তন ইনচার্জ সুনীল দেওধরের সঙ্গে তাঁর বাসভবনে দেখা করেন এবং বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।২০১৮ সালের বিধানসভা নির্বাচনে বামফ্রন্ট সরকারকে পরাজিত করতে এবং বিজেপি-আইপিএফটি সরকার গঠনে দেওধর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

দলের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক পাপিয়া দত্ত এবং টিঙ্কু রায় উভয়েই জাতীয় রাজধানী দিল্লীতে জাতীয় সভাপতি, সাধারণ সম্পাদকের সাথে বৈঠকে যোগ দিতে গত দুই দিন অবস্থান করছেন। মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ যা তিন বছরেরও বেশি সময় ধরে রয়েছে তাও বৈঠকে আলোচনা করা হয়েছিল। দলের একটি সূত্র জানিয়েছে যে মুখ্যমন্ত্রী শূন্য মন্ত্রীর পদগুলি পূরণের প্রস্তাব দিয়েছেন।

এটাও জানা গেছে যে একজন অসন্তুষ্ট বিধায়ক বর্তমানে রাজধানীতে অবস্থান করছেন দলের নেতাদের সাথে দেখা করার জন্য। যাইহোক, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব এখন ত্রিপুরায় তৃণমূল কংগ্রেসের প্রবেশের পর যে সাম্প্রতিক রাজনৈতিক মাত্রা দেখা দিয়েছে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।

রাজনৈতিক পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে সিপিআইএম টিএমসি ইস্যুতে সুর নরম করেছে। ফলে ক্ষমতাসীন বিজেপিকে তাদের অবস্থান নিয়ে দুবার ভাবতে হবে। কারণ, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজনৈতিক সংঘর্ষ ঃ ধৃত তৃণমূল কর্মী সহ গাড়ির চালক জেল হেফাজতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। রাজনৈতিক সংঘর্ষের ঘটনায় আরও দুই জনকে আমবাসা থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। আজ তাঁদের ধলাই জেলা আদালতে সোপর্দ করেছে পুলিশ। আদালত দুজনকেই ১৬ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে।

প্রসঙ্গত, গত শনিবার আমবাসা বেতবাগান এলাকায় তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছিল। ওই ঘটনায় আমবাসা থানার পুলিশ বুধবার গভীর রাতে আগরতলায় গাড়ি চালক কমল ভৌমিক এবং তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী সুরজিত সূত্রধরকে গ্রেফতার করেছে। তাদের দুজনকেই বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। এই ঘটনায় গাড়ি চালক কমল ভৌমিকের স্ত্রী অভিযোগ করেন, কোন কারণ উল্লেখ না করে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাঁর স্বামীকে তুলে নিয়ে গেছে পুলিশ। অথচ, তাঁর স্বামীর কোন সংঘর্ষের ঘটনায় যুক্ত ছিলেন না।

আজ তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডা: শান্তনু সেন ওই দুইজনের বাড়িতে গিয়েছেন। তাঁদের পরিবারের সাথে তিনি কথা বলেছেন। তিনি বলেন, ত্রিপুরায় গণতন্ত্রের নামে জুলুম হচ্ছে। মিথ্যা মামলায় পুলিশ ফাসিয়ে দিচ্ছে। কিন্তু, এইভাবে দমন-পীড়নের মাধ্যমে তৃণমূলকে দমানো যাবেনা, হুশিয়ারী দেন তিনি।

এদিকে, বৃহস্পতিবার পুলিশ ধৃত দুইজনকে আদালতে রিমান্ডের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গাড়ি দুর্ঘটনায় অল্পেতে প্রাণে বাঁচলেন বিধায়ক ভগবান দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। অল্পেতে প্রাণে বেঁচে গেছেন পাবিয়াছড়া কেন্দ্রের বিজেপি বিধায়ক ভগবান দাস। কিন্তু, তাঁর গাড়ির চালক গুরুতর আহত হয়েছেন। তাঁকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় কুমারঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই ঘটনায় ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, পরিকল্পনা করেই তাঁর গাড়িতে হামলা হয়েছে। তিনি প্রাণনাশের আশঙ্কায় পুলিশের দ্বারস্থ হবেন বলে জানিয়েছেন। এদিকে, পুলিশ ঘাতক গাড়ির চালককে গ্রেফতার করেছে। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

ঘটনা সম্পর্কে বিধায়ক ভগবান দাস বলেন, কৈলাসহরে ওবিসি মোর্চার বৈঠক শেষে কুমারঘাট ফিরছিলাম। পথে চন্ডিপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীন বিলাসপুর এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েছি। তিনি বলেন, একটি বুলেরু পিক-আপ ভ্যান উল্টো দিক থেকে প্রচন্ড গতিতে এসে সজোরে আমার গাড়িতে ধাক্কা দিয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আশীর্বাদ যাত্রায় গা ভাসাবেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ত্রিপুরার প্রথম ভূমিকন্যা প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সদস্য হওয়ায় গর্বিত রাজ্যবাসী। তাই, মন্ত্রী হওয়ার পর তাঁর প্রথম ত্রিপুরা সফরে আশীর্বাদ যাত্রার প্রস্তুতি নিয়েছে বিজেপি। ১৬ আগস্ট থেকে ১৯ আগস্ট পর্যন্ত সারা ত্রিপুরায় তিনি যাবেন এবং সকলের আশীর্বাদ ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করবেন। এ-বিষয়ে আজ বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে চূড়ান্ত প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বিজেপি প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক কিশোর বর্মণ বলেন, স্বাধীন ভারতে এই প্রথম ত্রিপুরা থেকে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছেন। ত্রিপুরার ভূমিকন্যা প্রতিমা ভৌমিক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ায় সমগ্র রাজ্যবাসী ভীষণ আনন্দিত এবং গর্বিত। তাই, তাঁকে ঘিরে উতাহের সীমা নেই। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হওয়ার পর প্রতিমা ভৌমিককে সবাই কাছে পেতে চাইছেন এবং তাঁকে শুভেচ্ছা জানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন। তাই, তাঁকে ঘিরে আশীর্বাদ যাত্রার প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, আগামী ১৬ আগস্ট প্রতিমা ভৌমিক ত্রিপুরায় ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

আজ রাজ্যে আসছেন ব্রাত্য বসু সহ দশজন তৃণমূল নেতা-নেত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। আগামীকাল রাজ্যে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের দশ জন নেতা নেত্রী। ব্রাত্য বসু, দোলা সেন সহ এই দশজন নেতা নেত্রীর রাজ্য সফর ঘিরে রাজনৈতিক মহলে জোর আলোচনা চলছে।

আগামীকাল যারা পশ্চিমবঙ্গ থেকে রাজ্যে আসছেন তারা হলেন, ব্রাত্য বসু, দোলা সেন, কাকলী ঘোষ দোস্তিদার, অর্পিতা ঘোষ, প্রসূণ ব্যানার্জী, আবীর বিশ্বাস, আবু তাহের খান, অপরূপা পোদ্দার, প্রতীমা মন্ডল এবং বাসুদেব গোস্বামী।

নাবালিকার বিয়ে আটকে দিল চাইল্ড লাইন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১২ আগস্ট।। শান্তিরবাজার মহকুমার বগাফা ক্ষেমানন্দ টিলা এলাকায় নাবালিকা মেয়ের বিয়ে বন্ধ করে দিলো চাইল্ড লাইন ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার শান্তিরবাজার থানার ক্ষেমানন্দ টিলায় নাবালিকা কন্যার বিয়ের প্রয়াস ব্যর্থ করে দিয়েছে পুলিশ ও চাইল্ড লাইন।

ঘটনার বিবরনে জানা যায়, বুধবার সন্ধ্যাবেলায় বিলোনিয়া চাইল্ড লাইনের কাছে খবর আসে বগাফা ক্ষেমানন্দ টিলা এলাকার বাসিন্দা হিরালাল দাসের ছেলে বিজয় দাস বিলোনিয়ার মাইছড়া এলাকা থেকে ১৪ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে বাড়িতে এনে বিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাজ্যে রপ্তানি বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনা গুরুত্ব বাড়ল আগরতলা আইসিপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্টকে ঘিরে ত্রিপুরায় বাণিজ্যের অপার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। বাংলাদেশ ভারত থেকে পণ্য আমদানীর জন্য ত্রিপুরাকে মাধ্যম হিসেবে প্রাধান্য দিচ্ছে। তাতে, ত্রিপুরা থেকে রপ্তানি বাড়বে। সাথে বহুমুখী আয়ের পথও খুলে যাবে। স্বাভাবিকভাবেই অর্থনৈতিক দিক দিয়ে উপকৃত হবে ত্রিপুরা।

বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ডাকে ভারত থেকে ৪০০ বিলিয়ন ডলার রপ্তানির মাধ্যমে আয়ে ত্রিপুরাও বিরাট অংশিদারিত্ব নেবে বলেই মনে করা হচ্ছে। এক্ষেত্রে আগরতলা আইসিপির গুরুত্ব বাড়ল, তা অস্বীকার করার কোন সুযোগ নেই। কারণ, ইতিমধ্যে আরো রপ্তানিকারক যোগাযোগ শুরু করেছেন।আগরতলা ল্যান্ড পোর্ট-র ম্যানেজার দেবাশীষ নন্দী বলেন, ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির সাথে এ-রাজ্যের শ্রমিক, ট্রাক চালক সহ এজেন্সিগুলির আয় বৃদ্ধি হবে। শুধু তাই নয়, রপ্তানি বাণিজ্যের যুক্ত সমান্তরাল অর্থনীতির শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

তাঁর কথায়, ১৭ নভেম্বর ২০১৩ সালে আগরতলা ইন্টিগ্রেটেড চেক পোস্ট যাত্রা শুরু করেছিল। এরপর থেকে বাংলাদেশে প্রচুর পণ্য ত্রিপুরা থেকে রপ্তানি হয়েছে। কিন্তু, গত ৮ আগস্ট সবচেয়ে বড় চালান ত্রিপুরা থেকে বাংলাদেশে গেছে। তিনি বলেন, ওইদিন ৬৮টি ট্রাকে ১৩২০ মেট্রিক টন গম আগরতলা আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে রপ্তানি হয়েছে। এ সপ্তাহে দুইটি ট্রেনে আরও গম আসছে। সমস্ত গম বাংলাদেশে রপ্তানির জন্যই ত্রিপুরায় আনা হচ্ছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৭ ◻ সংখ্যা ২৯৪ ◻ ১৩ আগস্ট
২০২১ ইং ◻ ২৭ শ্রাবণ ◻ শুক্রবার ◻ ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

বলিষ্ঠ পদক্ষেপ

স্বাধীন সার্বভৌম ভারতবর্ষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হইল সকলের সমান অধিকার নিশ্চিত করা। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীরাও সেই স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। অগণিত শহীদের রক্তের বিনিময়ে সার্বভৌম গণতান্ত্রিক ভারত বর্ষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার ৭৪ বছর পরও দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠিতেছে। বিচ্ছিন্নতাবাদী সবচেয়ে অন্যদিকে রাজনৈতিক মতাদর্শ বিরোধের কারণে দেশের অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্ব নানা সময়ে প্রশ্নচিহ্নের সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের রাজনীতির মূল লক্ষ্য মানুষ। মানুষের কল্যাণ। কোন সমাজব্যবস্থায় মানুষের সর্বাধিক কল্যাণ হইবে, তাহা নিয়া মতভেদ রহিয়াছে। মতের বিভিন্নতা হেতু কোনও দেশ গণতন্ত্রে আস্থা
রাখিয়াছে, কোনও দেশ গ্রহণ করিয়াছে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ কিংবা কমিউনিজম। রাজতন্ত্রও বহাল রহিয়াছে কিছু দেশে। তবে বেশিরভাগ রাজতন্ত্র আজ নিয়মতান্ত্রিক মাত্র, মানুষের দাবি মানিয়া সেসব দেশ আগেই উত্তীর্ণ হইয়াছে গণতন্ত্রে। রাষ্ট্রব্যবস্থা যেমনই হোক, সব দেশ পরিচালিত হয় সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র কর্তৃক গৃহীত সংবিধান অনুসারে। সংবিধান অনুসারে ভারত হইল একটি সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। গণতন্ত্র ও সাধারণতন্ত্র যাহার অলঙ্কার। রাষ্ট্র অঙ্গীকার করিয়াছে এদেশের প্রতিটি নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার প্রদানের। রাষ্ট্র মানিয়া নিয়াছে সব নাগরিকের চিন্তা ও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা; ব্যক্তিগত বিশ্বাস, ধর্ম ও উপাসনার স্বাধীনতা। নাগরিকদের জন্য মর্যাদা ও সুযোগ-সুবিধার সমতা সৃষ্টি করিবারও অঙ্গীকার রহিয়াছে সংবিধানের প্রস্তাবনায়। সংবিধান বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছে সৌভ্রাতৃত্বের উপর। প্রস্তাবনায় পরিষ্কার করা হইয়াছে সৌভ্রাত্ব এমনভাবে গড়িয়া তুলিতে হইবে যে তাহাতে একদিকে যেমন ব্যক্তির মর্যাদা অক্ষুণ্ণ থাকিবে অন্যদিকে সুনিশ্চয় হইবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। সংবিধান নির্দেশিত পথে রাষ্ট্রপরিচালনার জন্য ভারত গ্রহণ করিয়াছে সংসদীয় গণতন্ত্রকে। আমাদের দেশ শুধু আয়তনে বিশাল নয়, আঞ্চলিক বৈচিত্রেও অনন্য। আঞ্চলিক বিচিত্রতার সঙ্গে সংগত করিয়াছে বহু ভাষা, ধর্ম ও সংস্কৃতি। এই বৈচিত্রেরই ফসল বহু রাজনৈতিক দল। ভারতের ঐক্য, সার্বভৌমত্ব পূর্ণমাত্রায় স্বীকার করিয়াও দলগুলি নিজ নিজ আদর্শে লালিত। বৈচিত্রের মধ্যে ঐক্যের এমন নিদর্শন বিরল। এইভাবেই ভারত বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্র হিসাবে উজ্জ্বল।
গণতন্ত্র হইল একটি সংস্কৃতির নাম। নিরন্তর অনুশীলনের ভিতর দিয়া গণতন্ত্র সাবালক ও সাফল্যের পথে এগোয়। এই উপলব্ধির ভিতরেই রহিয়াছে আর-একটি সত্যভারতীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা অনেক, রহিয়াছে অনেক ঘাটতি, ত্রুটি-বিচ্যুতি। নাগরিকদের মধ্যে গণতন্ত্রের স্বাদ আরও বেশি পরিমাণে পৌঁছাইয়া দেওয়ার সুযোগ রহিয়ছে। তাহার জন্যে প্রয়োজন ইতিবাচক সংস্কার। অধিক গণতন্ত্রের পথে ওই কাঙ্ক্ষিত সংস্কারের হাতিয়ার হইল মুক্ত মন। শুধুমাত্র রাজনীতির জন্য রাজনীতি না করিয়া জনগণের কল্যাণে রাজনীতি করা প্রতিটি রাজনৈতিক দলের দায়িত্ব ও কর্তব্য হওয়া উচিত। দেশের বিভিন্ন রাজ্যে বর্তমানে যে রাজনৈতিক পরিস্থিতি বিরাজমান তাহা দেশের কল্যাণে অহিতকর। রাজনীতির নামে ভেদাভেদ, হিংসা বিদ্বেষ, হানাহানি মারামারি কোনভাবে মানিয়া নেওয়া যাইতে পারে না। দেশের গণতন্ত্রকে আরো সমৃদ্ধ করেছে এবং দেশবাসীর সার্বিক স্বার্থ রক্ষা করিতে রাজনৈতিক দলগুলিকে আরো সাবলীল ভূমিকা পালন করিতে হইবে। কেননা দেশের জনগণ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিকেই ভোটাধিকার পরিবার মধ্য দিয়া দেশ শাসনের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহাদের কাছে প্রত্যেক জনগণের প্রত্যাশা থাকে দেশ ও জনগণের কল্যাণে তাহারা কাজ করিবেন। কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হইতেছে রাজনৈতিক দলগুলি পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ প্রতিপক্ষকে ঘায়েল পরিবার চেষ্টা চালাইতেছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে তাহা কোনভাবেই কাম্য হইতে পারে না।
দেশের গণতন্ত্রকে সম্বৃদ্ধ করিতে এবং দেশের সার্বিক কল্যাণে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলের নেতাদের আরো গভীর মনোনিবেশ করা প্রয়োজন।

তদন্তে শ্রেষ্ঠ অবদান, অসমের চার সহ উত্তরপূর্বের ৯ পুলিশ আধিকারিক পাচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : অসম সহ উত্তরপূর্ব ভারতের জন্য অবশ্যই খুশির খবর। দেশের এই অঞ্চলের ৯ (নয়) জন পুলিশ আধিকারিককে '২০২১-এর তদন্তে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক'-এর জন্য মনোনীত করা হয়েছে। এর মধ্যে অসমের রয়েছেন চারজন পুলিশ আধিকারিক। এই বিরল সম্মানপ্রাপ্ত অসমের চার পুলিশ আধিকারিক যথাক্রমে, স্পেশাল সুপারিনটেনডেন্ট অব পুলিশ (এসএসপি) বিবেকানন্দ দাস, ডিএসপি ড় রশ্মিরেখা শর্মা, ইন্সপেক্টর সুকুমার সিনহা এবং উপ-পরিদর্শক (সাব-ইনস্পেক্টর) দীপঙ্কর গগৈ। এসএসপি বিবেকানন্দ দাস এক সময় হাইলাকান্দি জেলার পুলিশ সুপার হিসেবে দক্ষতার সঙ্গে কাজ করে গিয়েছেন। সমগ্র দেশের মোট ১৫২ জন পুলিশ আধিকারিককে '"২০২১-এর তদন্তে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদক' সম্মানের জন্য মনোনীত করা হয়েছে। সমগ্র দেশে এই সম্মান অর্জনকারী ১৫২ পুলিশ আধিকারিকের মধ্যে ২৮ জন রয়েছেন মহিলা। তবে অবশ্যই খুশি তথা গৌরবের বিষয়, এই ১৫২ জন পুলিশ আধিকারিকের মধ্যে অসমের চার শীর্ষ পুলিশ কর্তা রয়েছেন। এছাড়া, মণিপুর, মিজোরাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড এবং ত্রিপুরা থেকে একজন করে পুলিশ আধিকারিক রয়েছেন এই সম্মানলাভে। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বাকি পুলিশ আধিকারিকরা হচ্ছেন, মণিপুরের মহিলা উপ-পরিদর্শক এম প্রিয়দর্শিনী দেবী, মেঘালয়ের ডিএসপি বনরাপলাং জিরওয়া, মিজোরামের উপ-পরিদর্শক ভিএল সামারাল্টে, নাগাল্যান্ডের উপ-পরিদর্শক টেমসুয়াংবা আও এবং পাহাড়ি রাজ্য ত্রিপুরার মহিলা উপ-পরিদর্শক রিতা দেবনাথ। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে অপরাধ অনুসন্ধানের বৃত্তিগত মানদণ্ডকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে তথা তদন্তকারী আধিকারিক কর্তৃক এ ধরনের তদন্তে শ্রেষ্ঠ অবদানের স্বীকৃতি দিতেই এই পদক প্রবর্তন করেছিল কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদী সরকার।

অসমের নিখোঁজ শিশুকন্যা উদ্ধার অরুণাচল প্রদেশের জঙ্গলে, ধৃত এক

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : ধেমাজি থেকে নিখোঁজ অসমের শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। অরুণাচল প্রদেশের পাসিঘাট থেকে অক্ষত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করেছে দুই রাজ্য পুলিশের যৌথ দল। খুশির এই খবর শুনিয়েছেন অসমের পুলিশ-প্রধান (ডিজিপি) ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। আজ বৃহস্পতিবার ভোরে যৌথ পুলিশ দল শিশু কন্যাটিকে অরুণাচল প্রদেশের পূর্ব সিয়াং জেলার পাসিঘাটের ঘন জঙ্গল থেকে উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে। অসম পুলিশের সঞ্চালক-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত বৃহস্পতিবার নিজেই এ কথা নিশ্চিত করেছেন। শিশু অপহরণকারী বলে কুখ্যাত নেশাসক্ত তথা ড্রাগস কারবারি অর্জুন পেগুকে শনাক্ত করা হয়েছে। ডিজিপি ভাস্করজ্যোতি মহন্ত জানিয়েছেন, ড্রাগস মানুষকে রাক্ষসে পরিণত করেছে। সেই রাক্ষসরা শিশুদেরও রেহাই দিচ্ছে না। ধেমাজিতে গতকাল সেটাই দেখা গেছে। ধেমাজি জেলা পুলিশ পাসিঘাট পুলিশের সহযোগিতায় যৌথ অভিযান চালিয়েছিল। আর এই অভিযানে অক্ষত অবস্থায় শিশুকন্যাকে উদ্ধার করেছে পুলিশ। ধেমাজি জেলার জোনাই মহকুমা পুলিশ আধিকারিকের (এসডিপিও) নেতৃত্বে পুলিশের দল বৃহস্পতিবার ভোরে কন্যাশিশুটিকে উদ্ধার করে। এক্ষেত্রে পাসিঘাটের পুলিশ সুপার ও পাসিঘাটের সহৃদয় জনতা আমাদের প্রভূত সহায় করেছেন, টুইট করে জানিয়েছেন অসম পুলিশের সঞ্চালক-প্রধান ভাস্করজ্যোতি মহন্ত। অবশ্য উদ্ধার হওয়ার পর শিশুকন্যাটিকে তার অভিভাবকের কাছে সমঝে দেওয়া হয়েছে। আর ধৃত অভিযুক্ত ড্রাগস কারবারি অর্জুন পেগু রয়েছে পুলিশের হেফাজতে।

দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মহাকবির মহানির্বাণ

সুতীর্থ চক্রবর্তী

প্রথম দিনের সূর্য / প্রশ্ন করেছিল / সম্ভার নূতন আবির্ভাবে / কে তুমি-/ মেলেনি উত্তর। বৎসরের পর বৎসর চলে গেল / দিবসের শেষ সূর্য / শেষ প্রশ্ন উচ্চারিল পশ্চিম সাগর তীরে / নিস্তব্ধসন্ধ্যায় / কে তুমি- / পেল না উত্তর' এ সৃজন রোগশয্যার সেই মহাকবিরনি এর ঠিক একাদশ দিবসে অমৃতলোকে যাত্রা করবেন বিশ্বসংসারকে অশ্রুসাগরে ভাসিয়ে।
আজও এক বাইশে শ্রাবণ। আজ থেকে আশি বছর আগের এরকমই এক শ্রাবণ দিনের উষাকিরণে কলকাতা যখন ক্রমশ জাগরিত হচ্ছিল তখন এ শহরেরই জোড়াসাঁকোর চিৎপুর রোডের ঠাকুরবাড়িতে কিন্তু ক্রমশ যেন নেমে আসছিল রাত্রির তমসা, বিষণ্ণ আবহকে গ্রাস করছিল গভীর বিষাদের করাল ছায়া। রোগ যন্ত্রণায় কাতর প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের গোত্র, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের কনিষ্ঠতম সন্তান অশীতিপর রবীন্দ্রনাথ।
অথচ অটুট স্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। ছ'ফুট দু'ইঞ্চি দেহ, চওড়া বুক, সবল পেশী, আজানুলম্বিত মহাভুজ, বৃষস্কন্ধ সিংগ গ্রিবা। সংগীত সাহিত্যচর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলত স্বাস্থ্যচর্চাও। রবীন্দ্রনাথের নিজের ভাষায়ত্ত "ছেলেবেলা থেকে আমার শরীরে ব্যামো হবার গেট বন্ধ।"
জানা গেছে, বিলেতে তিনি প্রতিদিন ভোরে সঙ্গে হিমালয় ভ্রমণেও ভোরে ঠান্ডা জলে স্নান চলত। পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী বলছেন- ক্লান্তি শব্দটা বাবামশায়ের অভিধানে ছিল না, তার ঘুম ছিল খুব কম। সাধারণত অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার ধারেকাছে যেতেন না। সামান্য কিছু হলে নিজেই নিজের চিকিৎসা করতেন বায়োকেমিক ওষুধে। কবিরাজি পাচনও খেতেন নিমপাতার রসও প্রতিদিন। অপঘাতে মৃত্যুকে তিনি ভয় করতেন। শল্য চিকিৎসা অর্থাৎ অস্ত্রঘাত তো এক ধরনের অপঘাত। কিন্তু দ্বিধাগ্রস্ত পুত্র রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত অপারেশন করার পক্ষেই সম্মতি দেন। এক সপ্তাহ আগে লোক্যাল অ্যানাস্থেশিয়া সেই মূত্রনালী অপারেশনের পর থেকেই অবস্থা ক্রমেই খারাপ হয়ে আসছিল, আগের অবনতি হয়েছে।
এই অপারেশন করানোর জন্যই প্রিয় শান্তিনিকেতন থেকে কবিকে চলে আসতে হয়েছিল ৯ই শ্রাবণ অর্থাৎ ২৫শে জুলাই। কবির চোখে কালো চশমা, হয়ত আশ্রম থেকে বিদায়ের ক্ষণে চোখের জল আড়াল করতে, কবিকে আশ্রমের বাসে তুলে বসানো হল উঁচু এক আসনে। উত্তরায়ণের চত্বরে সার বেঁধে তার যাত্রাপথের দু'পাশে

আশ্রমবাসীরা সমবেত। বাস চলতে আরম্ভ করল, গানও চলতে লাগল-- "আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন। চীনাভবন, হিন্দীভবন ছাড়িয়ে বোলপুরের পথে ভাষ- পিছনে পড়ে রইল ভূবনডাঙা, দপ্রহরের শান্তিকেতন। পৌঁছলেন জোড়াষাকোয় প্রাকবিকেলে। অপারেশনের জন্য গঠিত মেডিকেল বোর্ডে ছিলেন ডা. ললিত বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধান রায়, অমিয় যেন, সত্যসখা মৈত্র ও ডা. নীলরতন সরকারের পুত্র জ্যোতিপ্রকাশ ষরকার। কবি কিন্তু অপারেশন নিয়ে একটু উদগ্ন। মাঝে মাঝেই জিজ্ঞেষ করছেন ডা. জ্যোতিপ্রকাশ সরকারকেত্ত "আচ্ছা জ্যোতি প্রস্তুত অস্থায়ী অপারেশন থিয়েটারে। অপারেশন করেছিলেন সে সময়ের প্রথিতযশা শল্যচিকিৎসক ডা. ললিত ত বন্যোপাধ্যায়। কিন্তু তখন পেনিসিলিনের ব্যবহার না থাকায় অপারেশন পরবর্তী সেপটিক ও ইউরেমিয়ায় প্রবলভাবে আক্রান্ত হলেন। বাবামশায়ের অবস্থা সুবিধের নয় খবর পেয়ে ওরা আগস্ট রাতে শান্তিনিকেতন থেকে পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী চলে এসেছেন জোড়াসীকো। ২৫ তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে চলে আসার দিন তার এত ভুর ছিল যে, একবার উঠে বাবামশায়কে প্রণাম করতে যাবার শক্তিও ছিল না। ৪ তারিখ সকালে বাবামশায়ের খারাপ, শেষ চেষ্টা হয়েছিল একবার কবিরাত বিমলানন্দ তর্কতীর্থকে নিয়ে এযে দেখানোর, কিন্তু সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। পূর্ণিমায় প্লাবিত জোড়াসাঁকোর বাড়িতে যেন কালরাত্রির নৈঃশব্দত্ত অজ্ঞান অচৈতন্য কবির কাছে যেন অমৃতধামে যাত্রার ডাক আসছে।
এল ২২শে শ্রাবণের উষা। বাইরে রাতের আধার কেটে ক্রমে ভোরের আলো ফুটতে আরম্ভ হয়েছে। কিন্তু ঠাকুরবাড়ির পরিবেশকে এক এক অদ্ভুত আঁধার যেন ক্রমশ গ্রাস করে নিচ্ছে। এ কোন সকাল, রাত্রির চেয়েও আঁধার যেন অধিক। চারদিকের পরিবেশ জানান দিচ্ছিল এক কানের কাছে মুখ নিয়ে প্রতিমা দেবী বলেন, "আমি, এসেছি, আপনার মামনি।" আচ্ছন্ন রবীন্দ্রনাথ একবার চোখ খুললেন, দেখে চিনতে পারলেন। ৫ তারিখে অবস্থা আরও খারাপ, বিধান রায়ের সঙ্গে ডা. সরকার এসেছিলেন গিরিডি থেকে কবিকে দেখতে। কিন্তু অষাঢ় আচ্ছন্ন কবিকে দেখেও তিনিও কোনো আশা দিতে পারলেন না। ৬ই আগস্ট অর্থাৎ ২১শে শ্রাবণ ছিল রাখীপূর্ণিমা। অবস্থা খুবই এলেন কিন্তু তাঁর কিছু করার ছিল না তিনি ও ডা. নীলরতন সরকার কবির স্বাস্থ্য বিবেচনা করে এ অপারেশনে সম্মত ছিলেন না। বেলার দিকে এলেন পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী এবং মাটিতে বযেই মন্ত্র পাঠ করতে লাগলেন। এলেন চীনা অধ্যাপক তান উন শান। পাশে বসে মালা জপছেন। সন্ন্যাসিনী বেশে এলেন হেমন্তবালা দেবী; মাথায় কপালে তুলসীর মালা গঙ্গামাটি ছুইয়ে চলে গেলেন। কবির কানের কাছে গডা হচ্ছে মন্ত্র শান্তম, শিবম, অদ্বৈতম। বাইরে কে যেন গাইছেনত্ত কে যায় অমৃতধামযাত্রী। ডা. অমিয় সেন এসে নাড়ি দেখলেন। হাতের কজতে নাড়ি পাওয়া গেল না; অতি কষ্টরে পাওয়া মহাজীবনের মহনিস্কমণ আসন্ন। আত্মীয়স্বজনরা অনেকেই আগে থেকেই এসে পড়েছেন। আগেরদিন হাত থেকেই আছেন সজনীকান্ত দাস। খবর পেয়ে এসে বাড়ির টেলিফোনের দায়িত্ব নিয়েছেন। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় ভোর হবার পরপরই এসে পড়েছেন এবং অচৈতন্য কবির খাটের পাশে দাঁড়িয়ে উপাসনা করতে লাগলেন। অক্সিজেন দেওয়া হল বেলা নটা নাগাদ শেষ চেষ্টা হিসেবে। ডা. বিধান রায় ও ডা. ললিত বন্দ্যোপাধ্যায় দেখলেন পায়ের তলা ক্রমশ ঠাণ্ডা হয়ে আসছে। তবিরাজ বিমলান্দও গেল কনুইয়ে। চলে গেলেন। এক সময়ে থেমে গেল হৃদস্পন্দন। কবির ডান হাতখানা কাপতে কাপতে যেন একবার কপাল স্পর্শ করল। ঠাকুরবাড়ির ঘড়িতে তখন বেলা বারোটা বেজে দশ মিনিট। মেঘাচ্ছন্ন এমন দিপ্রহরে এই মহানির্বাণে যমস্ত ধরিত্রী যেন বাষ্পরুদ্ধ। বাইরে যকাল থেকে অপেক্ষমান অধৈর্য জনতার ভিড়। কবি আজ তাদের একবার একটু দর্শন, একটু স্পর্শ পদযুগলে শেষ প্রণাম জানাতে আকুল শোকার্ত সাধারণ অধীর সবার গন্তব্য আজ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি যেখানে যেন সব পথ আজ এসে মিশেছে। মাঝে মাঝে কোলাহল ও গান চলছে। শ্রাবণের বারিধারার সঙ্গে মিলেমিশে একাকার সব অশ্রুধারা। এরপরের ঘটনাক্রম প্রতিমা দেবীর লেখনীতে বিবৃত হয়েছে। এইভাবে। সেবিকারা তাঁর পবিত্র দেহ সাজিয়ে দিল শুভ্র ধুতি উত্তরীয়ে, ললাটে আঁকা হল শ্বেত চন্দনের তিলক। গলায় রজনীগান্ধার গোড়ে—তাঁর যে বেশ কত উৎসবের কত অনুষ্ঠানকে সুন্দর করে তুলত, সার্থক করে তুলত আজ সেই বেশে তাঁর বিচ্ছিন্ন চৈতন্যের দেহেও আধ্যাত্মিক রূপ দীপ্ত হয়ে উঠল। এদিকে বৃহৎ সমুদ্রের কলবর শুনছি বাইরে। জানালা দরজার উপর চাপ পড়ছে—ভীষণ করাঘাত, যেন মনে হচ্ছে সমুদ্রের তরঙ্গ আঘাতে সমস্ত বাড়িটা ভেঙে পড়বে ভূমিকম্পের কাঁপন উঠেছে চারিদিকে। কে যেন এসে বললে---এইবার ওকে নিয়ে যাচ্ছে, শেকাযাত্রা শুরু হবে। দৌড়ে দেখতে গেলাম জানালা দিয়ে শেষ দর্শন হল না। একটা প্রকান্ত মানবসমুদ্রের ঢেউ তাঁর দেহ গ্রাস করে নিল চকিতে। যে মহামানব তাঁর ধ্যানের উপলব্ধি, সেই বিরাট মানবহৃদয়ের সাগর থেকে আজ বান ডেকে উঠেছে। তারাই উত্তাল তরঙ্গ তাঁর দেহকে পার্তিক জগত থেকে লুণ্ঠন করে নিয়ে গেল আর তাঁর মহান আত্মা ব্যপ্ত হল ভূমার নিরবচ্ছিন্ন স্তব্ধতায়।
নির্মলকুমারী (রানী) মহলনাবিশ লিখছেন, বেলা তিনটের সময় একদল অচেনা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে নিমেষে আমাদের সামনে থেকে বরবেশে সজ্জিত দেহ তুলে নিয়ে চলে গেল। যেখানে বসেছিলাম সেখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। শুধু কানে আসতে লাগল—জয় বিশ্বকবির জয় জয় রবীন্দ্রনাথের জয়, বন্দে মাতরম। রানী চন্দ্র লিখছেন তিনটে সময় একদল অচেনা লোক ঘরের মধ্যে ঢুকে নিমেষে আমাদের সামনে থেকে বরবেশে সজ্জিত দেহ তুলে নিয়ে চলে গেল। যেখানে বসেছিলাম সেখানেই স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম। শুধু কানে আসতে লাগল—জয় বিশ্বকবির জয়, জয় রবীন্দ্রনাথের জয় বন্দে মাতরম। রানী চন্দ্র লিখছেন তিনটে বাজাতে হঠাৎ একসময়ে গুরুদেবকে সবাই মিলে নীচে নিয়ে গেল। দোতলার পাথরের ঘরের পশ্চিম বারান্দ হতে দেখলাম। জনসমুদ্রের উপর দিয়ে যেন একখানি ফুলের নৌকা নিমেষে দৃষ্টির বাইরে ভেসে চলে গেল। মরদেহ নিয়ে শোভাযাত্রা এগিয়ে চলে নিমতলা ঘাটের দিকে পিছনে অসংখ্য অগণিত মানুষ জনস্রোত। সমস্ত কলকাতা যেন পথে নেমেছে কবিকে শেষ বিদায় জানাতে। নশ্বর দেহ অগ্নিতে প্রবেশের মহাযাত্রার বেতার ধারাবিবরণী দিচ্ছিলেন কবি নজরুল ও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র। গভীর শোকাহত নজরুল তাৎক্ষণিক রচিত কবিতা রবিহারা (ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে) থেকে থেকে আবৃত্তি করে যাচ্ছিনেল। অমিতাভ চৌধুরী কথনে এ যেন দীপ্ত দ্বিপ্রহরে মহাকরির মহনির্বাশ। বাইশে শ্রাবণ হয়ে গেল ইতিহাস।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

শুধু কথায় বলা রবীন্দ্রনাথ প্রেরণা, কিন্তু কাজে?

নরেন্দ্রনাথ কুলে

বিশ্বকবির বিশ্বভারতী নিয়ে সাম্প্রতিক নানা ঘটনা কবির ভাবনার পরিপন্থী বলে বিশেষজ্ঞরা মন্তব্য করেছেন। তবু কবি মানুষের প্রেরণা। সেই প্রেরণা মানুষের আশ্রয়। কিন্তু তার শরয়ে থেকেও তার ছায়াকে অনুসরণ করার আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠে আসে কখনও কখনও।
"বিপদে মোরে রক্ষা কর এ নহে মোর প্রার্থনা, বিপদে আমি না যেন করি ভয়' রবীন্দ্রনাথ মানুষকে শুধু বিপদে রসা দেয়নি, প্রেমে অপ্রেমে আনন্দে সবার আশ্রয় এখনও নই রবীন্দ্রনাথ মানুষের হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ শুধু ধারণ মানুষের ভরসা নয়, রাজনীতির মানুষজনও আজকে রবি ঠাকুরের আশ্রয় নিয়ে এগিয়ে যেতে চান। সেই আশ্রয়ে দয়ঙ্গম নিয়ে প্রশ্ন থাকতে পারে। কারণ, রবীন্দ্রনাথের কথা তে সচরাচর চোখে পড়ে না। যদি চোখে পড়ত, তাহলে ন্যায় যে করে অন্যায় যে সহে তব ঘৃণা তারে তৃণসম হে' কথাটির মর্মার্থ তাদের মর্মে যে প্রবেশ করেছে তা হজেই বোঝা যেত। চারপাশে তাকালে যা সহজেই বোঝা যায়। বিশেষ করে ভোটকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশ বাংলার বুকে দেখা গেছে তা রবীন্দ্রনাথের আদর্শ ত দূরের কথা তার সানার বাংলার চেহারা হয়ে পড়ছে দীর্ণ শীর্ণ, এ যেন বন্দিরে উঠলেই আর দেবতাকে প্রণাম করলেই যা কিছু পাপের অনুভূতি যেন আর থাকে না। তাই রবীন্দ্রনাথের নাম উচ্চারণ করলেই এক আলাদা সংস্কৃতির পরিচিতি দিয়ে সেই অ-সংস্কৃতির পাপ মুছে ফেলার প্রয়াস। কিন্তু তার স্তাভাবনার কণামাত্র নিজেদের কাজেকর্মে প্রতিফলন থাকে বরং নিজেদের প্রয়োজনে রবীন্দ্রনাথকে ব্যবহার করতে হয় তাদের। এই বাংলায়ৈ বামপন্থী নামধারী দলের সংস্কৃতি রবীন্দরনাথের কথা বলেও তীর চিন্তাধারা নিয়ে চিন্তা করেনি।
থমিক স্তর থেকে ইংরেজি ভাষা তুলে দিতে রবীন্দ্রনাথকে জের মতো করে ব্যবহার করেছিল। এ রাজ্যের তৃণমূল সরকার রবীন্দ্রনাথের গানকে পথের মোড়ে মোড়ে পৌঁছে দিয়েছেন। তার অনুপ্রেরণায় তার অনুগামী ও সমর্থকরা অতি সহজে রবীন্দ্রসংগীতে রবীন্দ্র অনুরাগী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু সেই চর্চায় বাংলার বুকে ভোট পরবতী হিংসা বন্ধ করতে উদ্যোগী হতে সহজে দেখা যায়নি। যেটুকু দেখা যায় তা অন্য এক রাজনীতি যেখানে ভীত ও ঘরছাড়া মানুষজনের কথা থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায়। জাতীয় শিক্ষানীতির সপক্ষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন এই শিক্ষানীতি রবীন্দ্রনাথের ভাবনায় অনুপ্রাণিত। রবীন্দ্রনাথ দেওয়া নহে, মনের মধ্যে যা দেওয়া। তাই তিনি চেয়েছেন প্রকৃতির পরিচয়ের শিক্ষায় বেড়ে উঠবে ছাত্র। কবি বলেছিলেন, খাঁচার মধ্য পাখিকে বাঁধা খোরাক খাওয়ানো যায়, কিন্তু তাকে সম্পূর্ণ পাখি হতে শেখানো যায় না। বনের পাখি ওড়ার সঙ্গে খাওয়ার মিল করে আনন্দিত হয় প্রকৃতির অভিপ্রায় ছিল চলার সঙ্গে পাওয়ার মিল করে মানুষকে শেখানো। কিন্তু, হতভাগ্য মানব সন্তানের পক্ষে চলা বন্ধ করে দিয়ে শেখানোই শিক্ষা প্রণালী বলে গণ্য হয়েছে। তাই নিয়ে শুধু দেশে কেন, বাংলায় আর কটা শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে। আমরা শান্তিনিকেতনকে শুধু রবীন্দ্রনাথের বলে গর্ব করেছি। সেই গর্বকেও আজ আমরা কেউই ধরে রাখতে পারছি বলে গর্ব করতে পারছি কি? কবির ভাবনায় গুরুত্বে শিক্ষাপ্রণালী এখনো দেশজুড়ে করা যায়নি। কিন্তু মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলেছেন আজকের নতুন শিক্ষানীতি কবির ভাবনার অনুসারী। আজকের জাতীয় শিক্ষানীতি জাতীয়তার নামে একটা আলাদা মেরুকরণের বার্তা দিচ্ছে বলে বিরোধী থেকে বিভিন্ন শিক্ষাবিদগণ মনে করেছেন। এ সম্পর্কে রবি ঠাকুরের কথা যদি একবার স্মরণ করা যায় তাহলে বোঝা যাবে তিনি জাতীয়তার নামে শিক্ষা সম্বন্ধে কি বলেছেন। কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধিকে উদ্ভাবিত করিয়া তুলিতে পারি না। যে শিক্ষা স্বজাতির নানা লোকের নানা চেষ্টার ছারা নানা ভাবে চালিত হইতেছে তাহাকেই জাতীয় বলিতে পারি। স্বজাতীয়ের শাসনেই হউক আর বিজাতীয়ের শাসনে হউক, যখন কোনো একটা বিশেষ শিক্ষাবিধি সমস্ত দেশকে একটা কোনো ধ্রুব আদর্শে বীধিয়া ফেলিতে চায় তখন তাহাকে জাতীয় বলিতে পারিব নাত্তত তাহা সাম্প্রদায়িক অতএব জাতির পক্ষে তাহা সাংঘাতিক। কবির এই ভাবনা থকে আজকের কোনো শাসক শিক্ষা নিয়েছে বলে তা একবাক্যে বলা যায় না। এই দেশে আমাদের শিলা ব্যবস্থা সকল মানুষের জন্য গড়ে না উঠলে তা কেমন চেহারা নেবে তিনি সে কথাও বলে গেছেন। বলেছেন, মানুষের পক্ষে অনেরও দরকার থালারও দরকার এ কথা মানি কিন্তু গরিবের ভাগ্যে অন্ন যেখানে যথেষ্ট মিলিতেছে না সেখানে থালা সম্বন্ধে একটু কষাকষি করাই দরকার। যখন দেখিব ভারত জুড়িয়া বিদ্যার অন্নসত্র খোলা হইয়াছে তখন অন্নপূর্ণার কাছে সোনার থালা দাবি করিবার দিন আসবে। আমাদের জীবনযাত্রা গরিবের অথচ আমাদের শিক্ষার বাহম্বরটা যদি ধনীর চালে হয় তবে টাকা ফুঁকিয়া দিয়া টাকার থলি তৈরি করার মতো হইবে কথার প্রসঙ্গিকতা আজ এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বরং তার কথার উদ্যমকে সফলতার পথে প্রবাহিত করিয়া স্বাধীনভাবে দেশকে শিক্ষাদানের ভার আমদের নিজেকে লইতে হইবে। দেশের কাজে যাঁরা আত্মসমর্পণ করিতে চান এইটেই তাহাদের প্রধান কাজ।" কিন্তু দেশের কাজে আত্মসমর্পণ করা আজকের যে সমস্ত আমরা দেখছি তাদের মধ্যে শিক্ষা নিয় কবির ভাবনার গুরুত্ব আদৌ আছে কিনা তা যতটা-না বোঝা যায়, তবেবথায় কথায় রবি ঠাকুরের নাম তাদের মুখে ততটাই বেশি শোনা যায়।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে কামান রং করা হয়। ছবি ঃ নিজস্ব

২৪ ঘন্টায় ৪৪.১৯-লক্ষাধিক, ভারতে ৫২.৩৬-কোটি ছাড়াল টিকাদান

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ৫২.৩৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড টিকাকরণের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে ৪৪.১৯-লক্ষের বেশি দেশবাসীকে টিকা দেওয়া হয়েছে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫২,৩৬,৭১,০১৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৪৪,১৯,৬২৭ জনকে। ভারতে ৪৮.৭৩-কোটির ঊর্ধ্বে পৌঁছে গেল করোনা-পরীক্ষার সংখ্যা। বৃহস্পতিবার সকালে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) জানিয়েছে, ১১ আগস্ট সারা দিনে ভারতে ২১,২৪, ৯৫৩ জনের শরীর থেকে নমুনা সংগ্রহ করে করোনা-স্যাম্পেল টেস্ট করা হয়েছে। সবমিলিয়ে ভারতে করোনা-টেস্টের সংখ্যা ৪৮,৭৩,৭০, ১৯৬-এ পৌঁছে গিয়েছে। পরীক্ষিত ২১,২৪,৯৫৩ জনের মধ্যে বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ১৯৫ জন। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

দৈনিক সংক্রমণ বেড়ে ৩৫,৭৮৮, ব্রাজিলে করোনায় ১,১২৩ জনের মৃত্যু

রিও ডি জেনেইরো, ১২ আগস্ট (হি.স.): ব্রাজিলে দৈনিক করোনা-সংক্রমণের সংখ্যা বেড়েই চলেছে, ফের বাড়ল মৃত্যুর সংখ্যাও। বিগত ২৪ ঘন্টায় ব্রাজিলে করোনা-সংক্রমিত ১,১২৩ জন রোগীর মৃত্যু হয়েছে, ফলে ব্রাজিলে ৫ লক্ষ ৬৬ হাজার ০১৩ জন করোনাভাইরাসে-সংক্রমিত রোগীর মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৩৫ হাজার ৭৮৮ জন, সবমিলিয়ে ব্রাজিলে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ২০,২৪৯,১৭৬ জন।

আগের দিনের তুলনায় ব্রাজিলে দৈনিক সংক্রমণ কিছুটা বেড়েছে। ব্রাজিলে ইতিমধ্যেই করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ১৯,০৯২,৮৩২ জন। ব্রাজিলে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৫,৯০,৩৩১ জন। তাঁদের মধ্যে ৫,৮২, ০১৩ জনের শারীরিক অবস্থা খুব খারাপ নয় এবং ৮,৩১৮ জনের অবস্থা গুরুতর। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

১.৪৪-লক্ষাধিক দৈনিক সংক্রমণ, আমেরিকায় করোনায় ৬১৪ জনের মৃত্যু

ওয়াশিংটন, ১২ আগস্ট (হি.স.): কোভিড-১৯ ভাইরাসে দৈনিক আক্রান্তের সংখ্যা লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়েই চলেছে আমেরিকায়, বিগত ২৪ ঘন্টায় ১.৪৪-লক্ষের বেশি মানুষ কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন। আগের দিনের তুলনায় অনেকটাই বেড়েছে আক্রান্তের সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় আমেরিকায় করোনা কেড়ে নিয়েছে ৬১৪ জনের প্রাণ। এই সময়ে নতুন করে সংক্রমিত হয়েছেন ১,৪৪,৬৩৫ জন। আমেরিকায় সময় অনুযায়ী, বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত নতুন করে ৬১৪ জনের মৃত্যুর পর আমেরিকায় মোট মৃত্যু হয়েছে ৬ লক্ষ ৩৫ হাজার ২১৯ জনের।

আমেরিকায় বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সন্ধ্যা পর্যন্ত) নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ১,৪৪,৬৩৫ জন। এই সময়ে মৃত্যু হয়েছে ৬১৪ জনের। ফলে আমেরিকায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৩৭,০৬০,৪৫৪-এ পৌঁছেছে, মার্কিন মুলুকে ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৩০,০৫০,০৬৪ জন। চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা বেড়ে ৬,৩৭৫, ১৭১-তে পৌঁছেছে।

মহারাষ্ট্রের থানে-তে ফার্ণিচারের গোডাউনে আগুন, নিরাপদে উদ্ধার ৫ জন

থানে, ১২ আগস্ট (হি.স.): ফের আগুন-আতঙ্ক মহারাষ্ট্রের থানে জেলায়। এবার আগুন লাগল থানে জেলার উলহাসনগর শহরের একটি ফার্ণিচারের গোডাউনে। এই অগ্নিকাণ্ডে হতাহতের কোনও খবর নেই। গোডাউনের ভিতরে আটকে পড়েছিলেন ৫ জন, তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। থানে পৌর নিগমের আঞ্চলিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা সেলের প্রধান সন্তোষ কদম জানিয়েছেন, বৃহস্পতিবার ভোররাত ১.৪০ মিনিট নাগাদ উলহাসনগর ক্যাম্প নম্বর ৩-এ অবস্থিত ফার্ণিচারের গোডাউনে আগুন লাগে।

অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের দু''টি ইঞ্জিন। দমকল কর্মীদের তৎপরতায় ভোররাত তিনটের মধ্যেই আগুন নিয়ন্ত্রণে এসেছে। গোডাউনের ভিতরে আটকে ছিলেন ৫ জন, তাঁদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের কারণেই আগুনের সূত্রপাত। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

ঠিকভাবে অধিবেশন চালাতে চাইছে না কেন্দ্র, আলোচনা থেকে পালাচ্ছে : শশী থারুর

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্র সঠিকভাবে অধিবেশন চালাতে চাইছে না। সরকার আসলে আলোচনা থেকে পালিয়ে যেতে চাইছে। কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এমনই গুরুতর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর। বৃহস্পতিবার বিজয় চকে কংগ্রেস সাংসদ শশী থারুর বলেছেন, 'সঠিকভাবে সংসদের অধিবেশন চালাতে চাইছে না কেন্দ্র। আলোচনা না করেই আইন পাশ করছে সরকার। কোভিড-১৯ টিকাকরণ, বর্তমান অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, বেকারত্ব, কৃষি আইন নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার, কিন্তু সরকার আলোচনা থেকে পালিয়ে যাচ্ছে।'

কৃষি আইন ও পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে নিজেদের অবস্থান স্থির করতে বৃহস্পতিবার সকালে বৈঠকে বসেছিল বিরোধী দলগুলি। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলে সংসদ থেকে বিজয়চক পর্যন্ত মিছিল করে কংগ্রেস, শিবসেনা-সহ বিরোধী দলগুলি। মিছিল করে বিজয় চক পর্যন্ত যান রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, শশী থারুর, সঞ্জয় রাউতরা। কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধী বলেন, "পেগাসাস, কৃষি আইন-সহ একাধিক বিষয় সংসদে উত্থাপন করেছি। কিন্তু আমাদের সংসদে কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। তাই এই প্রতিবাদ।"

লক্ষ্য সফল হল না, কাঙ্খিত কক্ষপথে পৌঁছতে পারল না ইসরো-র উপগ্রহ

বেঙ্গালুরু, ১২ আগস্ট (হি.স.): কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছিল অনেক আগে থেকেই। সেই মতো প্রস্তুতিও নিচ্ছিল ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ইসরো)। যদিও, কাঙ্খিত লক্ষ্য সফল হল না, কক্ষপথে পৌঁছতে পারল না ইসরো-র উপগ্রহ। বৃহস্পতিবার ভোর ৫.৪৩ মিনিটে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধ্বনি মহাকাশ কেন্দ্র থেকে উৎক্ষেপন করা হয় ইওএস-০৩ নামের একটি উপগ্রহ। জিএসএলভি-এফ১০ রকেটের মাধ্যমে এই উপগ্রহকে পৃথিবীর কক্ষপথে স্থাপন করার লক্ষ্য ছিল ইসরো-র। সেই মতো সতীশ ধ্বনি স্পেস সেন্টার থেকে সফলভাবেই উৎক্ষেপিত হয়েছিল এই 'আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট'।

কিন্তু, আশানুরূপ হল না। ইসরো টুইট করে জানিয়েছে, প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের পারফরম্যান্স ছিল স্বাভাবিক। যদিও, প্রযুক্তিগত অসঙ্গতির কারণে ক্রায়োজেনিক পর্যায়ে পৌঁছতে পারেনি এই উপগ্রহ। তাই এই অভিযান সম্পূর্ণ হল না।' অর্থাৎ ইসরো-র পরিকল্পনা মতো কাঙ্খিত জিওসিনক্রোনাস ট্রান্সফার কক্ষপথে পৌঁছতে পারল না এই উপগ্রহ।

কিন্নরে ভূমিধসে মৃত্যু বেড়ে ১৩, একই সংখ্যক মানুষ উদ্ধার

কিন্নর, ১২ আগস্ট (হি.স.): হিমাচল প্রদেশের কিন্নর জেলায় ভূমিধসের ঘটনায় প্রাণ হারালেন ১৩ জন। বৃহস্পতিবার সকাল পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছে ১৩টি মৃতদেহ, পাশাপাশি একই সংখ্যক মানুষকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বুধবার দুপুরে ভয়াবহ ভূমিধসের ঘটনা ঘটে কিন্নর জেলার রেকংপেও-শিমলা হাইওয়েতে নুগুলসারির কাছে। পাহাড় থেকে গড়িয়ে আসা পাথরের নীচে চাপা পড়ে যায় একটি বাস ও কয়েকটি গাড়ি। বুধবার রাত পর্যন্ত উদ্ধার হয়েছিল ১১টি দেহ। বৃহস্পতিবার সকালে আরও দু''টি দেহ উদ্ধার হওয়ার পর ভূমিধসের ঘটনায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ১৩।

হিমাচল প্রদেশ-রাজ্য জরুরি অপারেশন সেন্টারের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, কিন্নরে ভূমিধসের ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১৩টি দেহ উদ্ধার হয়েছে। ১৩ জনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ৫ নম্বর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল এখনও শুরু হয়নি। বৃহস্পতিবার সকালে আইটিবিপি-র ডেপুটি কমান্ড্যান্ট ধর্মেন্দ্র ঠাকুর বলেছেন, 'আরও দু''টি দেহ উদ্ধার হওয়ার পর মৃতের সংখ্যা ১৩-তে পৌঁছেছে।' আইটিবিপি-র পাশাপাশি জাতীয় বিপত্য মোকাবিলা বাহিনীও উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে।

রাশিয়ায় ভেঙে পড়ল হেলিকপ্টার, ৮ জনের মৃত্যুর শঙ্কা

মস্কো, ১২ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ার সুদূর পূর্বে ভেঙে পড়ল একটি যাত্রীবাহী হেলিকপ্টার। ওই হেলিকপ্টারে কমপক্ষে ১৬ জন যাত্রী ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৮ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে, বাকি ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে বলে জানিয়েছে স্থানীয় প্রশাসন। মৃত ৮ জনের মধ্যে একটি শিশু রয়েছে। হেলিকপ্টারে থাকা অধিকাংশ যাত্রী পর্যটক ছিলেন। রাশিয়ার সুদূর পূর্বে আগ্নেয়গিরি দেখতে গিয়েছিলেন পর্যটকরা, স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার কামচাটকা পেনিনসুলায় হ্রদে ভেঙে পড়ে হেলিকপ্টারটি। কামচাটকা আঞ্চলিক সরকারি আধিকারিক আলেকজান্ডার জাবোলিচেঙ্কো জানিয়েছেন, এমআই-৮ হেলিকপ্টার ভেঙে ৮ জনের মৃত্যু হয়েছে। ৮ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের মধ্যে দু''জনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সঙ্কটজনক। হেলিকপ্টারে ১৩ জন পর্যটক ও ৩ জন ক্রু সদস্য ছিলেন। ভেঙে পড়ার পরই ডুবে যায় হেলিকপ্টারটি, কুরিল হ্রদের ১০০ মিটার গভীরে চলে যায়।

ট্রাকে ধাক্কা নিয়ন্ত্রণ হারানো গাড়ির, উত্তর প্রদেশে মৃত্যু ৫ জনের

বাস্তি (উত্তর প্রদেশ), ১২ আগস্ট (হি.স.): উত্তর প্রদেশের বাস্তি জেলায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে টর্রাকে ধাক্কা মারল যাত্রীবোঝাই একটি গাড়ি। দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে একই পরিবারের ৫ জন সদস্যের। আহত হয়েছেন আরও দু''জন। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটানটি ঘটেছে পুরাইনা ক্রসিংয়ে। লখনউ থেকে গাড়িতে চেপে ঝাড়খন্ড অভিমুখে যাচ্ছিল ওই পরিবার। গাড়ির চালক নিয়ন্ত্রণ হারানোর ফলে কন্টেনার ট্রাকের পিছনে ধাক্কা মারে গাড়িটি। দুর্ঘটনার পর গাড়ির ভিতরেই আটকে পড়েন সকলে। গাড়ির ভিতরেই মৃত্যু হয় ৫ জনের। গাড়ির চালক ও ওই পরিবারের একটি মেয়ে গুরুতর আহত হয়েছে। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এই দুর্ঘটনার খবর শোনার পর দুঃখপ্রকাশ করেছেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। আহতদের সম্ভাব্য সমস্ত ধরনের চিকিৎসা প্রদান করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

১৯ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে চালু হবে গণপরিবহণ, খুলবে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র

ঢাকা, ১২ আগস্ট (হি.স.): আগামী ১৯ আগস্ট থেকে বাংলাদেশে চালু হচ্ছে সমস্ত গণপরিবহণ। ওই দিন থেকেই খুলে দেওয়া হবে পর্যটন ও বিনোদন কেন্দ্র। তবে, কঠোরভাবে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে হবে সকলকে। বৃহস্পতিবার বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড সচল রাখা এবং সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে বিধিনিষেধ শিথিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, আগামী ১৯ আগস্ট থেকে স্বাস্থ্যবিধি মেনে সড়ক, রেল ও নৌপথে সমস্ত ধরনের গণপরিবহণ চলাচল করতে পারবে। পর্যটনকেন্দ্র, রিসোর্ট, কমিউনিটি সেন্টার ও বিনোদন কেন্দ্র আসন সংখ্যার ৫০ শতাংশ ব্যবহার করে চালু করা যাবে। সকলকে মাস্ক অবশ্যই পরতে হবে, মানতে হবে কোভিড-বিধি।

বাংলাদেশে হ্যালো দিলেই অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে হাজির লায়ন ইফসুফ আলী মাসুদ

মনির হোসেন,ঢাকা,১২ আগস্ট।। বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জে করোনা আক্রান্ত রোগীদের বিনামূল্যে অক্সিজেন চাহিদা মিটাতে এগিয়ে এসেছেন লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ডায়নামিক কিংস এর বোর্ড অব ডিরেক্টর, বিশিষ্ট সমাজসেবক ও ব্যবসায়ী লায়ন প্রকৌশলী ইফসুফ আলী মাসুদ। ফোন দিলে তিনি নিজেই পৌঁছে যাচ্ছেন অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে করোনা রোগীর বাড়িতে।

লায়ন প্রকৌশলী ইফসুফ আলী মাসুদ বলেন, করোনার আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষই হাসপাতালে চলে যায়। যারা বাড়িতে চিকিৎসা নেয় তারা আমাকে ফোন করলে অক্সিজেন সিলিন্ডার নিয়ে আমি তাদের বাড়িতে পৌঁছে যাই। প্রয়োজনে একজন ডাক্তারও থাকেন আমার সাথে, আমি নিজেই অক্সিজেন সিলিন্ডারটি সেটিং করে দেই। যদি পরবর্তীতে আবার প্রয়োজন হয় তখন আমাকে ফোন দিলে আবার আমি পৌঁছে যাবো। বিনামূল্যে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য অক্সিজেনের এই সেবা অব্যাহত থাকবে বলে তিনি জানান।

তিনি বলেন,'আপনার প্রয়োজনে পাশে আছি'-এই শ্লোগানকে আমি হৃদয়ে ধারন করে সম্পূর্ন নিজ খরচে করোনা আক্রান্ত রোগীদের জন্য অক্সিজেনের এই সেবা চালু করেছি। কারন আমি মনে করি মানুষের বিপদে কাঁদে না যার মন, মানুষ নয় পশু সেই জন। জীবন-মৃত্যুর মালিক মহান রাব্বুল আলামিন তবে করোনায় আক্রান্ত হয়ে সংকটাপন্ন হওয়ার সাথে সাথেই আমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী অক্সিজেন সিলিন্ডার সরবরাহ করে তাদের পাশে থাকা উচিত। কারন কেউ যেন অক্সিজেনের অভাবে কষ্ট না পায় এবং তাদের কষ্ট কিছুটা হলেও যেন লাঘব হয় সেই চেষ্টা করার জন্য সকলের প্রতি উদাত্ত আহবান জানান তিনি। তিনি বলেন, লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ডায়নামিক কিংস এর বোর্ড অব ডিরেক্টরসদের পরামর্শে এবং আমার হৃদয়ের গভীরতা থেকেই সম্পূর্ন নিজ অর্থায়নে নারায়ণগঞ্জ-ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় মুমুর্ষ করোনা আক্রান্ত রোগীদের সেবায় আমি এই কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছি। এদিকে,নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ফ্রি অক্সিজেন সেবা গ্রহনকারী জনৈক বলেন,লায়ন্স ক্লাব অব ঢাকা ডায়নামিক কিংস এর বোর্ড অব ডিরেক্টর,বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও প্রকৌশলী লায়ন ইউসুফ আলী করোনা ভাইরাস সংক্রমণের শুরু থেকে মোট ৪৫ জন সংকটাপন্ন মানুষের জীবন বাঁচিয়েছেন জরুরি অক্সিজেন সরবরাহের মাধ্যমে। তিনি বলেন,হঠাৎ ফোন নারায়ণগঞ্জ জেনারেল ভিক্টোরিয়া হাসপাতালের সিনিয়র নার্স এর বোনের জন্য অক্সিজেন লাগবে, তার ফোন পেয়ে সাথে সাথে অক্সিজেন সেবা নিয়ে ঐ সিনিয়র নার্স এর বোনের বাড়ীতে ছুটে গেছেন লায়ণ ইউসুফ আলী মাসুদ। অপরদিকে,দানবীর লায়ন ইউসুফ আলী একজন সমাজ সংস্কারক ও বিশিষ্ট ক্রীড়ানুরাগী হিসেবেও রয়েছে তার যথেষ্ট সুনাম। তিনি মসজিদ,মাদ্রাসা, এতিমখানাসহ অসহায় মানুষের সন্তানের বিয়ে-সাদীতেও সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেছেন। করোনাকালীন সময়ে অসহায় দুঃস্থ মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও নগদ অর্থ বিতরন করে তাদের পাশে এসে দাড়িঁয়েছেন। পাশাপাশি পবিত্র ঈদ উৎসবেও তিনি অসহায় গরীবদের মাঝে ঈদ সামগ্রী বিতরন করে মানবতার ফেরিওয়ালায় ভ‍ূষিত হয়েছেন।

লায়ন প্রকৌশলী ইফসুফ আলী মাসুদ ১৯৮৩ সালের ৭ই জানুয়ারী নারায়ণগঞ্জ জেলার সিদ্ধিরগঞ্জের গোদনাইল বাগপাড়া এলাকায় এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তার পিতা হাজী মোঃ ইয়াকুব আলী ও মাতা হাজী খোদেজা আক্তার এক ধনাঢ্য পরিবারে জন্ম গ্রহন করেন। তিনি ২০০৬ সালে কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ারিং এ সফলতার সাথে বিএসসি পাশ করেন। শিক্ষা জীবন শেষ করেই তিনি ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন এবং সফলতাও অর্জন করেন। দুই ভাই ও দুই বোনের মধ্যে তিনি সকলের বড়। ব্যাক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত এবং দুই সন্তানের জনক। তার স্ত্রী শারমীন আহমেদ একজন আদর্শ সু-গৃহিনী ও দুই পুত্র মোঃ তাসকিন আলী ৫ম এবং মোঃ তাহমিদ আলী শিশু শ্রেনীর ছাত্র। লায়ণ প্রকৌশলী ইউসুফ আলী মাসুদ সামাজিক সংগঠন আমরা নতুন প্রজন্মের সাধারণ সম্পাদক এবং নারায়ণগঞ্জ জেলা সমিতির ত্রান ও দুর্যোগ বিষয়ক সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করছেন।

বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতন বন্ধে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আল্টিমেটাম

মনির হোসেন,ঢাকা,১২ আগস্ট।। বাংলাদেশে হিন্দুদের ওপর নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে শতাধিক দেশে একযোগে কর্মসূচি ঘোষণা করবে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ (ভিএইচপি)। বৃহস্পতিবার (১২ আগস্ট) ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটির সাগর-রুনি মিলনায়তনে এক সংবাদ সম্মেলনে সংগঠনটির নেতারা এ আল্টিমেটাম দেন।

বাংলাদেশের খুলনা জেলার রূপসা উপজেলার শিয়ালী গ্রামে ৭ আগস্ট মৌলবাদী সন্ত্রাসী হামলায় মন্দির, ঘরবাড়ি ভাঙচুর ও লুটপাটের প্রতিবাদে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ভিএইচপি সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার শ্রী সহদেব চন্দ্র বৈদ্যর সভাপতিত্বে লিখিত বক্তব্য তুলে ধরেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী কপিল কৃষ্ণ মন্ডল। এ সময়ে তিনি বলেন, অতীতের কোনো ঘটনার বিচার না হওয়া, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানবাধিকার নিশ্চয়তার প্রতি সরকারের উদাসীনতা ও অপরাধীদের উৎসাহিত করার কারণে এসব ঘটনা বারবার সংঘটিত হচ্ছে।

লিখিত বক্তব্যে শ্রী কপিল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এসব মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাসমূহ ইতিমধ্যে জাতিসংঘ, ইউরোপিয়ান কমিশনে পাঠিয়েছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের কাছে এদেশের সংখ্যালঘুদের নির্যাতনের তথ্য পাঠানো হবে। তিনি আরও বলেন, সরকার, প্রশাসন ও বিচার ব্যবস্থার ব্যবস্থার কাছে আমরা দাবি জানাই, খুলনার শিয়ালী গ্রামের ঘটনাসমূহ তদন্তপূর্বক দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে এবং ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করতে হবে।

শ্রী কপিল কৃষ্ণ মন্ডল বলেন, আক্রান্তদের দ্রুত সহায়তা ও নিরাপত্তার পাশাপাশি সারাদেশের সংখ্যালঘু সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রণয়ন ও সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় গঠন করতে হবে। হিন্দু আইন, দেবোত্তর সম্পত্তি আইনসহ হিন্দুবিরোধী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। এসব দাবি পূরণ না করলে এবং হিন্দু নির্যাতনের পুনরাবৃত্তি ঘটলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ ১০০টিরও বেশি দেশে একযোগে কর্মসূচি ঘোষণা করবে।

সংবাদ সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন সহ-সভাপতি শ্রী সুবীর কান্তি সাহা, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শ্রী দেবব্রত নাথ জুয়েল, সেবা প্রমুখ শ্রী সমেন কুমার সাহা, কোষাধ্যক্ষ সাধন কুমার দাশ, দপ্তর সম্পাদক শ্রী বাদল সাহা, কার্যকরী সদস্য রবিন লাল, বিশিষ্ট সমাজসেবক শ্রী সোমনাথ দে, দৈনিক ভোরের ডাকের সিনিয়র রিপোর্টার ও হেড লাইন ত্রিপুরার ব্যুরো চীফ সুজন দে, পোস্তগোলা জাতীয় মহা শ্মশান কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক ডিকে সমীর, লিটন কৃষ্ণ দাশ অনেকে।

বিজেপি-র পোষ্টারে ভুল বানানের দায়ে 'মূর্খ' বলে তোপ খোদ তথাগত রায়ের

কলকাতা, ১২ আগস্ট (হি. স.) : বিজেপি-র পোষ্টারে ভুল বানানের জেরে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে বিভিন্ন মহলে। ছবি-সহ এ ব্যাপারে টুইট করলেন ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথাগত রায়।

হাওড়ার বাগনানে বিজেপি কর্মীর স্ত্রীকে গণধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে বুধবার রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ-সহ পশ্চিমবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা সংসদে গাঁধী মূর্তির পাদদেশে পোস্টার হাতে বিক্ষোভ দেখান। পোস্টারে রাজ্যে নারীদের সুরক্ষা নিয়ে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ করা হয়। কিন্তু সেই পোস্টারেই বানান বিভ্রাট নিয়ে কটাক্ষের মুখে রাজ্য বিজেপি সভাপতি। দিলীপবাবুর পোস্টারে লেখা ছিল, কন্যাশ্রী চাই না, নারী সম্মান চাই। কিন্তু সেখানে 'কন্যাশ্রী' হয়েছে 'কন্নাশ্রী'। এমনকি 'চাই'-এ 'ই'-এর মাত্রাও উল্টে গিয়েছে। এই ছবি সামনে আসতেই তুমুল রসিকতা শুরু হয়েছে রাজনৈতিক মহল থেকে শুরু করে নেটমাধ্যমে। বৃহস্পতিবার তথাগতবাবু টুইটে লিখেছেন, "এই জন্যেই বিদ্যাসাগর মশাই বলে গিয়েছেন, "মূর্খের অশেষ দোষ"। পোস্টারটা যে ছেপেছে তার কথা বলছি। বাংলা বর্ণমালার হ্রস্ব-ই বর্ণটা পর্যন্ত চেনা যাচ্ছে না !" হিন্দুস্থান সমাচার/ অশোক

শক্তিশালী নারীই দেশ ও সমাজকে ক্ষমতায়িত করে : প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): শক্তিশালী নারীই দেশ ও সমাজকে ক্ষমতায়িত করে। বৃহস্পতিবার 'আত্মনির্ভর নারীশক্তি সে সম্বাদ'''' অনুষ্ঠানে এই মন্তব্য করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এদিন ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'পূর্বতন সরকারের তুলনায় আমাদের সরকার মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে অনেক বেশি সহায়তা দিয়েছে। মহিলাদের জন্য আমরা ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট খুলেছি এবং স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে গ্যারান্টি ছাড়াই ঋণ প্রদান করা হয়েছে।' ভার্চুয়ালি এদিন 'আত্মনির্ভর নারীশক্তি সে সম্বাদ'''' অনুষ্ঠানে দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা-জাতীয় গ্রামীণ জীবিকা মিশন-এর অধীনে মহিলাদের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্য/কমিউনিটির সঙ্গে মিলিত হন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন শুরুতেই প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'করোনা-পরিস্থিতিতে যেভাবে আমাদের বোনেরা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মাধ্যমে দেশবাসীর সেবা করেছেন, তা অভূতপূর্ব। মাস্ক অথবা স্যানিটাইজার তৈরি করা হোক অথবা অভাবীদের কাছে খাবার পৌঁছে দেওয়া হোক, কিংবা সচেতনার প্রচার হোক স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অবদান সমস্ত দিক থেকে অতুলনীয়। বর্তমানে প্রায় ৪২ কোটি জনধন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট রয়েছে, তার মধ্যে ৫৫ শতাংশ মহিলাদের। যখন আমাদের সরকার ক্ষমতায় আসে, আমরা উপলব্ধি করি দেশের কোটি কোটি বোনেদের কাছে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেই, যাঁরা ব্যাঙ্কিং সিস্টেম থেকে অনেক দূরে। তাই আমরা সর্বপ্রথম জনধন অ্যাকাউন্ট খোলার অনেক বড় অভিযান শুরু করি।'

প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, 'বিগত ৭ বছরে, স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি নিজেদের ঋণ পরিশোধ করে প্রশংসনীয় কাজ করেছে।...স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলিকে আরও উৎসাহিত করার জন্য, তাঁরা এখন ২০ লক্ষ টাকার ঋণ পাবেন-যা ছিল তার দ্বিগুণ। নিয়ন্ত্রক কাঠামোও হ্রাস করা হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, 'বর্তমানে গোটা দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ স্বনির্ভর গোষ্ঠী রয়েছে, যার সঙ্গে প্রায় ৮ কোটি বোনেরা যুক্ত রয়েছেন। বিগত ৬-৭ বছরে স্বনির্ভর গোষ্ঠীগুলি তিনগুণেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে, বোনদের অংশগ্রহণ তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে।'

অযোধ্যায় শুরু ঝুলা মেলা, রামলালার জন্য তৈরি হয়েছে ২১ কেজির রুপো দোলনা

অযোধ্যা, ১২ আগস্ট (হি. স.): বুধবার থেকে রাম নাগরী অযোধ্যায় শুরু হয়েছে শ্রাবণ মাসের ঝুলা মেলা। এই মেলা চলবে রাখি বন্ধন উৎসব পর্যন্ত। করোনার কারণে এবারের অনুষ্ঠান সীমিত পরিসরে করা।তবে এই ঝুলা উৎসবে রামলালার জন্য ২১ কেজি রুপো দিয়ে তৈরি হয়েছে বিশেষ দোলনা। উৎসবের দিন রামলালাকে বসানো হবে ওই দোলনায়। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্রের তরফে বৃহস্পতিবার এ কথা জানানো হয়েছে। শ্রাবণ মাসে শুক্লপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে শুরু হয় ঝুলা উৎসব। এই উৎসব ঘিরে প্রতি বছরই সেজে ওঠে অযোধ্যা। সেখানকার মন্দিরগুলোতে প্রচুর মানুষ ভিড়ও করেন। ঝুলা উৎসবে পরিক্রমা আয়োজনও হয় সরযূ নদীর তীরের এই মন্দির শহরে। রামলালাকে যে অস্থায়ী মন্দিরে রাখা হয়েছে, সেখানেই হবে এ বছরের ঝুলা উৎসব। শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থ ক্ষেত্র রুপোর দোলনার ছবি দিয়ে একটি টুইট করা হয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে, 'অযোধ্যায় শ্রাবণ ঝুলা উৎসবের ঐতিহ্য রয়েছে। শ্রাবণের শুক্লপক্ষের তৃতীয় তিথি থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত ভগবান শ্রীরাম দোলনায় দর্শন দেবেন। ভগবানের সেবার জন্য ২১ কেজি রুপোর এই দোলনা তৈরি করা হয়েছে।'২১ কেজির রুপোর দোলনার উচ্চতা ৫ ফুট। ঝুলা উৎসবের সময় এই দোলনাতে বসানো হবে রামলালাকে। এই দোলনা আজ প্রভুকে উৎসর্গ করা হয়েছে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

করোনা থেকে বাঁচতে মুঠোমুঠো ভিটামিন-সি খাচ্ছেন ! সাবধান, নাহলে বিপদ

বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। নয়াদিল্লি: শুধুমাত্র করোনা থেকে নয় সমস্ত রকম ভাইরাস থেকে বাঁচতে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে আরো শক্তিশালীকরা দরকার। এর জন্য স্বাস্থ্যকর ডায়েট, যোগব্যায়াম এবং এক্সারসাইজ-এর পাশাপাশি সীমিত পরিমাণে ভিটামিন সি -ও নেওয়া যেতে পারে। তবে আজকাল করোনা থেকে বাঁচতে বেশিরভাগ মানুষ ডাক্তারের কোনও পরামর্শ ছাড়াই ভিটামিন-সি গ্রহণ করছেন। কিছু লোক কেবল সাইট্রাস জাতীয় ফলের মাধ্যমে দেহে ভিটামিন সি-র চাহিদা পূরণ করে। আবার কিছু লোক ফলের পাশাপাশি ভিটামিন-সি ট্যাবলেটও নিচ্ছেন। তবে আপনি কি জানেন যে অতিরিক্ত পরিমাণে

ভিটামিন-সি খাওয়া আপনার শরীরের অনেক সমস্যা বাড়িয়ে তুলতে পারে। চলুন জেনে নেওয়া যাক অতিরিক্ত ভিটামিন সি খেলে শরীরে কি ক্ষতি হতে পারে।

বুক জ্বালা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট খেলে বুক জ্বালা হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অ্যাসিডিটির সমস্যা হতে পারে।

তলপেটে ব্যথা: ভিটামিন সি ট্যাবলেট বেশি খেলে তলপেটে ব্যথা হতে পারে। ক্র্যাম্প ধরতে পারে। তাই বাজারে বিক্রি হওয়া ভিটামিন সি ট্যাবলেট চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই খাওয়া উচিত।

অনিদ্রা: বেশি পরিমাণ ভিটামিন সি ট্যাবলেট নিদ্রাহীনতার কারণ হতে পারে। রাতে ঘুম আসতে চায় না। শরীরে অস্বস্তি বোধ হতে পারে।

কিডনি সমস্যা: অতিরিক্ত পরিমাণে ভিটামিন সি সেবন করলে কিডনিতে খারাপ প্রভাব ফেলে। স্টোন তৈরি হয় ক্যালসিয়াম অক্সালেটস। ভিটামিন সি-তে কিন্তু অক্সালেটস রয়েছে। তা থেকে কিডনি স্টোন হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

মাথা ব্যাথা: ভিটামিন-সি ট্যাবলেট অতিরিক্ত গ্রহণের কারণে মাথা ব্যথাও হতে পারে। এর পাশাপাশি ঘুমের অভাবজনিত সমস্যাও হতে পারে। ডায়রিয়া: দিনে ২০০০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি পাকস্থলীর বাড়িয়ে তুলতে পারে নানা সমস্যা। এমনকী ডায়েরিয়াও পর্যন্ত হতে পারে। কতটা খাওয়া উচিত? চিকিৎসকরা বলছেন, বেশ কয়েকটি স্টাডি বলছে, প্রতিদিন ৬৫ থেকে ৯০ মিলিগ্রামের বেশি ভিটামিন সি নেওয়া ঠিক নয়। একদিনে ২ হাজার গ্রামের বেশি ভিটামিন সি মারাত্মক ক্ষতিকারক। যার নির্যাস, একদিনে ২টি লেবু নিশ্চিন্তে খেতে পারেন।

কোন সময়ে শরীরচর্চা করেন আপনিসঠিক সময়টা জেনে নিন

আপনি না জানলেও আসলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শরীরচর্চা করার জন্যে একটি সঠিক সময় রয়েছে শরীরচর্চা করতে ভালোবাসেন? ভালো কথা কিন্তু কোন সময় শরীর চর্চা করেন আপনি?

এই উত্তর লুকিয়ে আছে আপনার সুস্থ থাকার রহস্য। কারণ আপনি না জানলেও আসলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে শরীরচর্চা করার জন্যে একটি সঠিক সময় রয়েছে।

সেই সময় তা করতে পারলে সবথেকে কার্যকরী ফলটা আপনি পেতে পারেন। কারণ সেই সময়টায় নাকি সবথেকে বেশি ক্যালোরি ক্ষয় হয়। এই নিয়ে একটি বিশেষ গবেষণা সামনে এসেছে যেখানে বিশেষজ্ঞরা সঠিকভাবে শরীরচর্চা (ন্দ্রদ্রন্দ্ধদ্রন্ড্ঠ) করার সঠিক সময় এর উল্লেখ করেছেন।

আপনি কোন সময়ে খাবেন এবং কোন সময় শরীরচর্চা (ন্দ্রদ্রন্দ্ধদ্রন্ড্ঠ) করলে তার জন্যে সঠিক ফল পাবেন এই দুটোর সময় নিয়ে ব্যবধান লক্ষ্য করেই এ গবেষণাটি তৈরি করা হয়েছে।

আরো পোস্ট- শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম এর মাধ্যমে আপনি আপনার রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন, কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন এবং শারীরিকভাবে সুস্থ থাকতে পারেন। দেখা গেছে যে পুরুষরা ব্রেকফাস্ট করার আগে শরীর চর্চা করেন তাদের ক্যালরি বেশি পরিমাণে পোড়ে যারা ব্রেকফাস্ট করার পরে শরীর চর্চা করেন তাদের তুলনায়।

৬ সপ্তাহের জন্যে এই পরীক্ষা করা হয়েছিল। এই বিশেষ পরীক্ষায় ৩০ জন পুরুষকে নেওয়া হয়েছিল পরীক্ষাটি করার জন্য।

এদের মধ্যে একদল ছিলেন অতিরিক্ত ওজনের যাদেরকে ওবেসিটির শিকার বলে ধরা হয় এবং এরাই মূলত ব্রেকফাস্ট এর পরে শরীর চর্চা করতেন। দেখা গেছে যে যারা সারারাত না খেয়ে রয়েছেন এবং তার পরে শরীর চর্চা করেছেন তাদের মধ্যে ক্যালরি বেশি পরিমাণে ক্ষয় হয়েছে।

তবে এটির ফলে তাদের ওজনে কোন তারতম্য ঘটেনি।

৬ সপ্তাহের ওই পরীক্ষায় দেখা গেছে যে একদল ব্যক্তি যারা ব্রেকফাস্ট করার আগে শরীর চর্চা করেন তাদের মধ্যে ইনসুলিন এর প্রভাব এবং যারা ব্রেকফাস্ট এর পরে শরীর চর্চা করেন তাদের মধ্যে ইনসুলিন এর প্রভাবে বিপুল তারতম্য ঘটে যায়। প্রথম দলের ব্যক্তিদের মাংসপেশিগুলো যথেষ্ট সক্রিয় রয়েছে ইনসুলিন এর প্রভাবে। সুতরাং এবার ঘুম থেকে উঠেই লেগে পড়ুন শরীরচর্চায়।

গ্যাস্ট্রিক ও বদহজম দূর করে এই পেঁপে

পাকা পেঁপে খেতে যেমন সুস্বাধু তেমনি বিভিন্ন রেসিপিতেও বেশ কদর রয়েছে কাঁচা পেঁপের। এতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন। বিভিন্ন রকম রোগ সারাতে কাঁচা পেঁপে খুবই উপকারি। পেটের নানা রোগবালাই দূরীকরণে কাঁচা পেঁপে খুবই কার্যকরী। শুধু পেটের সমস্যাই নয়, আরও অনেক নানাবিধ স্বাস্থ্য সমস্যায় এই ফলের উপকারিতা অনেক। গ্যাস্ট্রিক ও বদহজম দূর করতে কাঁচা পেঁপের জুড়ি নেই। পেঁপের নানাবিধ পুষ্টিগুণের কথা তুলে ধরা হল আমাদের আজকের আয়োজনে- হৃদরোগের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয় কাঁচা পেঁপে ব্লাড প্রেসার ঠিক রাখার পাশাপাশি নিয়ন্ত্রণ করে রক্তের প্রবাহকে। এমনকি শরীরের ভেতরের ক্ষতিকর সোডিয়ামের পরিমাণকেও কমিয়ে দেয়। ফলে সহজেই মুক্তি পাওয়া যায় হৃদরোগের সমস্যা থেকে। একারণেই বেশির ভাগ সময় বিশেষজ্ঞরা হৃদরোগীদের সবসময় পেঁপে খাওয়ার কথা বলে থাকেন।

অন্ত্রের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে

পেঁপের বীজে আছে এন্টি-অ্যামোবিক ও এন্টি-প্যারাসিটিক বৈশিষ্ট্য যা অন্ত্রের চলাচলকে নিয়ন্ত্রণ করে। এমনকি এটি বদহজম, কোষ্ঠকাঠিন্য, এসিড রিফ্লাক্স, হৃদযন্ত্রের সমস্যা, অন্ত্রের সমস্যা, পেটের আলসার ও গ্যাস্ট্রিক সমস্যা থেকেও রক্ষা করে।

ব্যথা নিরাময় করে

পেঁপের পুষ্টিগুণ মেয়েদের জন্য সবচেয়ে বেশি দরকারী। কারণ এটি মহিলাদের যে কোনো ধরনের ব্যথা কমাতে কার্যকারী ভূমিকা রাখে। পেঁপের পাতা, তেঁতুল ও লবণ একসাথে মিশিয়ে জল দিয়ে খেলে ব্যথা একেবারে ভালো হয়ে যায়।

অতিরিক্ত ক্যালরি ও চর্বি কমিয়ে দেয়

প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন সি, ই ও এ আছে পেঁপেতে। এগুলো ১০০ গ্রামে মাত্র ৩৯ ক্যালোরি দেয়। এছাড়া এতে বিদ্যমান এন্টি-অক্সিডেন্ট অতিরিক্ত ক্যালরি ও চর্বির পরিমাণ কমিয়ে দেয়।

ত্বকের সমস্যা ও ক্ষত দূর করে

পেঁপেতে বিদ্যমান পুষ্টিগুণ ব্রণ ও ত্বকের যে কোন ধরনের সংক্রামক থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে। এমনকি এটি ত্বকের ছিদ্র মুখগুলো খুলে দেয়। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই এটি ফেসপ্যাক হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কাঁচা পেঁপে ত্বকের মরা কোষগুলোকে পুনর্জ্জীবিত করে তুলতে সাহায্য করে।

ব্লাড সুগার নিয়ন্ত্রণ করে

বেশকিছু গবেষনায় দেখা গেছে, দারুচিনি খুবই উপকারী রক্তের শর্করা নিয়ন্ত্রণে। প্রতিদিন আধা চা চামচ দারুচিনির গুঁড়ো রক্তে খারাপ কোলেস্টোরল এলডিএলের মাত্রা কমিয়ে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যা টাইপ-২ ডায়াবেটিস রোগীদের জন্য খুবই উপকারী। তাছাড়া এটি ইনসুলিন সংবেদনশীলতা ও রক্তচাপ কমিয়ে দেয়।

দাঁত ক্ষয় ও মাড়ির সমস্যা দূর করে

চুইংগাম, মিন্ট চকলেট, মাউথওয়াশ, টুথপেস্ট ইত্যাদি তৈরিতে বহুল প্রচলিত একটি উপাদান হল দারুচিনির তেল। এই উপাদান দাঁত ও মাড়ির ক্ষতি করে মুখের ভিতরে এমন ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি প্রতিরোধ করে।

শরীর ভালো রাখতে উপযোগী ব্রাউন রাইস, দেখে নিন গুণাগুণ

ভাত বাঙালির কাছে একটা আবেগের মতো। সেই দীর্ঘকাল ধরে দুপুরের বা রাতের খাওয়ার মেনুতে জায়গা করে নিয়েছে ভাত। কিন্তু বর্তমানে যারা হাই ডায়াবেটিসে ভোগেন বা হঠাৎ করেই বাড়িয়ে ফেলেছেন ওজন তাঁদের জন্য সাদা ভাত লাভের থেকে বেশি ক্ষতি করে। কারণ ভাতে থাকে কার্বোহাইড্রেট যা ওজন বৃদ্ধি করতে পারে বা, শরীরের ব্লাড সুগারের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তাই এখন অনেক চিকিৎসক ও ডায়েটিশিয়ানের মতে ভাত যত দূর সম্ভব কম খাওয়া বা না খেলেই ভালো।

কিন্তু ভাত বর্জন করা যে অত সহজ নয়। তাই ভাতের বিকল্প হিসেবে উঠে আসছে ব্রাউন রাইস বা ঢেঁকি ছাঁটা চাল। ব্রাউন রাইস আমাদের স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব উপকারী। শরীরের পুষ্টিগত চাহিদা বজায় রাখার পাশাপাশি স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে ব্রাউন রাইসের জুড়ি মেলা ভার। আসুন জেনে নেওয়া যাক ব্রাউন রাইস কীভাবে আমাদের স্বাস্থ্য রক্ষায় সাহায্য করে।

১. ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ: ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্রণ করে ব্রাউন রাইস। সাদা ভাতের পরিবর্তে ব্রাউন রাইস খেলে খাবার পর ব্লাড সুগার লেভেল তুলনামুলক ভাবে ধীরে বাড়ে। এছাড়াও ব্রাউন রাইসের মধ্যে থাকে ফাইবার, পলিফেনল। যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে।

২. পুষ্টিগুণ সম্বৃদ্ধ: ব্রাউন রাইস পুষ্টিগুণ সম্বৃদ্ধ। এতে ম্যাগনেসিয়াম, ফসফরাস, জিঙ্ক, কপার, ম্যাঙ্গানিজ, সেলেনিয়াম, আইরন ইত্যাদি খনিজ পদার্থ থাকে। এছাড়াও ব্রাউন রাইস থাকে প্রোটিন। এই সমস্ত খনিজ পদার্থ ও প্রোটিন শরীরের জন্য কতটা উপকারী সেটা তো আমরা সকলেই জানি। এছাড়াও ব্রাউন রাইস থাকে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি শরীরের যাবতীয় টক্সিন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে এবং শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করতেও সাহায্য করে।

৩. ওজন কমায়: ওজন কমাতে ব্রাউন রাইসের বহুল ব্যবহার লক্ষ করা যায়। যাঁরা ওজন নিয়ন্ত্রণের জন্য ডায়েটে আছেন কিন্তু তার পাশাপাশি ভাতের স্বাদ ও নিতে চান তাদের জন্য আশার আলো ব্রাউন রাইস। ব্রাউন রাইস শরীরে জমে থাকা ফ্যাট গলিয়ে শরীরকে নির্মেদ করতে সাহায্য করে।

৪. হার্টকে ভালো রাখে: ব্রাউন রাইস হার্টের জন্য উপকারী। এতে ভালো কোলেস্টেরল বেশি থাকে যা হার্টকে ভালো রাখতে সাহায্য করে। এছাড়া ব্রাউন রাইস হার্টের আর্টারির দেওয়ালে জমে থাকা বজ্য পদার্থ দূর করে। যার ফলে রক্ত সঞ্চালনের উন্নতি হয়। রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করতেও ব্রাউন রাইস উপকারী।

করোনাক্রান্ত হয়ে টেনশনে টুকটাক খেয়েই যাচ্ছেন ! কীভাবে বন্ধ করবেন

মহিমার মাথায় আকাশ ভেঙ্গে পড়লো যখন সে হাতে রিপোর্ট পেলো। সে যে মহামারীতে আক্রান্ত হয়েছে সেই খবর তার বাড়ি ছাড়িয়েও প্রতিবেশীদের বাড়ির কোনায় কোনায় ছড়িয়ে পড়তেই একেবারে একা হয়ে গেল সে। যেন যেন মুহূর্তে গোটা পৃথিবীতে সে একাই বাস করা এক প্রাণী হয়ে উঠল। এরপরে হাজারো দুঃশ্চিন্তা মাথায় ভর করতে লাগলো তার। অফিসের পাশাপাশি বাড়ির সব কাজ তাকে একাই করতে হয়। এমন অবস্থায় মানসিক অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়তে শুরু করল মহিমা। মানসিক অবসাদের ফল হিসেবে সে অতিরিক্ত পরিমাণে খেতে শুরু করল। এই অতিরিক্ত খাওয়া অবসাদেরই অন্যতম লক্ষণ। আরো পোস্ট- গরম আর করোনার দাওয়াই "বিটের স্মুদি" যখনই কোনো চিন্তা মাথায় আসতো সে কিছু না কিছু খেয়ে ফেলত। এমনিতে ফিগার কনশাস হলেও এই কটা দিন যেন তার খিদে আর মিটছে না। আপনারও কি এমনই অবস্থা? চিন্তা নেই, রয়েছে সমাধান। ১. সবার প্রথমে নিজের দুশ্চিন্তার উপরে নিয়ন্ত্রণ আনতে হবে। অতিরিক্ত খেয়ে ফেলার যে অসুবিধাগুলো রয়েছে সেগুলি আপনাকে মাথায় রাখতে হবে খাবার সময়। কারণ এই চক্রটি শেষ হবার নয়। ২. প্রতিদিন অন্তত কুড়ি মিনিট শারীরিক পরিশ্রম বা শরীরচর্চা (ন্দ্রদ্রন্দ্ধদ্রন্ড্ঠ) করতে হবে। এর ফলে শরীরের রক্ত চলাচল স্বাভাবিক হয় এবং স্ট্রেস হরমোন কম পরিমাণে ক্ষরিত হয়। যার ফলে আপনার মস্তিষ্ক ঠান্ডা থাকে। ৩. অন্তত সাত ঘন্টা ঘুম প্রতি রাতে দরকার। তাই ঘুমানোর আগে কোন রকম দুশ্চিন্তা নয়। এমনকি ঘুমানোর এক ঘণ্টা আগে সমস্ত গ্যাজেট থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে ফেলুন। ৪. ধূমপান বা মদ্যপান একেবারেই না। কারণ এর ফলে আপনার ফুসফুস ক্ষতিগ্রস্ত হবার পাশাপাশি আপনার রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যেতে পারে। যে কারণে আপনি শারীরিকভাবে আরো ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন এই সময়। ৫. আপনার ডায়েটে প্রতিদিন সবুজ সবজি এবং তাজা ফল রাখতেই হবে। আপনি সেগুলি স্মুদি বা জ্যুস বানিয়েও বা সেদ্ধ করেও খেতে পারেন।

৬. মাঝরাতে কোন কারণে ঘুম ভেঙে গেলে কোন রকম খাবারের প্রতি ঝুঁকবেন না। শুধু জল পান করুন এবং চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকুন।

শরীরচর্চাই নেশাহতে পারে খাবারে অনিয়ম

এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে

এই শিরোনামটা পড়ে মনে হচ্ছে হয়তো যে ব্যাপারটি অস্বাভাবিক। এখন সুস্থ থাকার জন্য শরীরচর্চা একে অপরের যেন পরিপূরক হয়ে উঠেছে।

তবে এর মাঝেই শরীরচর্চা অনেকেই প্রয়োজনের তুলনায় অধিক পরিমাণে করে ফেলেন যার

খারাপ তাদেরকেই ফল ভোগ করতে হয় পরবর্তীকালে।

শরীরচর্চা অতিরিক্ত পরিমাণে করে ফেললে তার ফলে খাবারে অনিয়ম সৃষ্টি হয়, এমনটাই দেখেছেন বিশেষজ্ঞরা।

এই গবেষণার মাধ্যমে জানা গেছে যে যারা অধিক পরিমাণে শরীর চর্চা করেন তারা শুধুমাত্র সারাদিন সেটার পেছনে ব্যয় করেন এবং সেটা নিয়ে ভাবতে থাকেন। এর ফলে তার সার্বিক মানসিক স্বাস্থ্য এবং শারীরিক স্বাস্থ্য বিঘ্নিত হয়। পাশাপাশি তার সামাজিক জীবনে প্রভাব পড়ে এর।

আরো পোস্ট- রক্ত চলাচল বাড়বে এই খাবারগুলি খেলে

বিশেষ পরীক্ষায় দেখা হয়েছে যে যারা খাবার নিয়ে অনিয়মের সমস্যায় ভোগেন তাদের মধ্যে কোন কিছুর প্রতি অত্যাধিক আকর্ষণ জন্মায় যেমন শরীরচর্চা। তবে আমরা এও জানি যে যদি আমরা শারীরিকভাবে কোন সমস্যায় ভুগি তখন ডাক্তারেরা নিজেরাও পরামর্শ দেন আমাদের শরীরকে সক্রিয় রাখার জন্যে। তার জন্য শরীর চর্চা বা যোগা বা অন্য যেকোনো ধরনের চর্চা করা যেতে পারে।

তবে এর মধ্যেও একটি সমস্যা রয়েছে যেটা খুঁজে পেয়েছেন বিশেষজ্ঞরা। ২১৪০ জন মানুষের উপরে পরীক্ষাটি করা হয়েছিল যাঁদের গড় বয়স ২৫ বছর।

দেখা গেছে যাদের মধ্যে খাবারের অনিয়ম নিয়ে সমস্যা রয়েছে তারা ৩.৭ গুণ বেশি শরীরচর্চার প্রতি আকৃষ্ট যাদের মধ্যে খাবার সংক্রান্ত কোনো অনিয়ম সমস্যা নেই তাদের থেকে। তবে জীবনের মান উন্নত করতে এবং স্বাভাবিক জীবন-যাপন করার উদ্দেশ্য নিয়ে যদি শরীর চর্চা করেন তাহলে সেটা কখনো ভুল নয়। তবে সেই শরীরচর্চা আমাদের নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে। কারণ এই শরীরচর্চা করতে গিয়ে অনেকেই ক্র্যাশ ডায়েটের পক্ষপাতিত্ব করেন যার ফলে তারা বিশেষ পুষ্টি সমৃদ্ধ খাবার গুলো ডায়েট থেকে বাদ দেন এবং এর থেকে খাবার সংক্রান্ত শারীরিক সমস্যার শুরু হয়।

রক্ত চলাচল বাড়বে এই খাবারগুলি খেলে

রক্তে মাংস দিয়ে তৈরি আমাদের শরীর। সাধারণতঃ রক্ত আমাদের শরীরের কোষগুলিতে পুষ্টি ও অক্সিজেন বহন করে নিয়ে যায় আর বিপাকীয় বর্জ্য পদার্থগুলি শরীর থেকে বের করে দেয়।

তরল এবং কঠিন দুই উপাদান মিলেই রক্তে তৈরি হয়েছে। রক্তে একটি তরল উপাদান থাকে যার নাম হলো প্লাজমা। অন্যদিকে সলিড উপাদান হিসেবে লোহিত রক্ত কণিকা, শ্বেত রক্ত কণিকা ও প্লাটিলেট থাকে। নানা কারণেই আমাদের শরীর থেকে রক্ত বেরিয়ে যায় এবং ওই রক্ত আবার তৈরি হওয়ার ক্ষমতাও আমাদের শরীরের মধ্যে রয়েছে।

তবে কিছু খাবার রয়েছে যা শরীরে রক্ত চলাচলের পরিমাণ বাড়ায় ও স্বাভাবিক রাখে।

১. রসুন : রসুনের নানা প্রকার স্বাস্থ্য উপকারিতা রয়েছে। রসুন বদ হজমের সমস্যা দূর করার পাশাপাশি ব্লাড প্রেসার কমায়, রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষমতা বাড়ায়, হার্টের নানা রোগের বিরুদ্ধে কাজ করে।

তবে এগুলি বাদেও রসুনের একটি আশ্চর্য গুণ রয়েছে যা হলো এটি রক্ত চলাচল বাড়ায়।

২. বিটরুট : এই সব্জিটি অ্যান্টি অক্সিডেন্টের অন্যতম প্রধান উৎস। কাঁচা বিটরুট খেতে পারলে তা আমাদের শরীরে রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখে, রক্তকে বিশুদ্ধ করে এবং লিভার সুস্থ রাখে।

আয়রন ও অ্যান্টি অক্সিডেন্টের সমন্বয় রক্ত চলাচল থাকে স্বাভাবিক এবং রক্ত বিশুদ্ধ করে তোলে।

৩. বেদানা : এটি একটি রসালো, মিষ্টি ফল। এই ফলটি পলিফেনল অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং নাইট্রেটে সমৃদ্ধ যা দেহে রক্ত প্রবাহের জন্য রক্তনালীর পথকে অনেকটা প্রসারিত করতে পারে।

এটিকে জুস বানিয়ে বা স্যালাড হিসেবেও বেদানার দানা খেতে পারেন।

৪. দারুচিনি : দারুচিনির রয়েছে বিপুল উপকারিতা। এই কথা অনেক গবেষণায় বারবার উঠে এসেছে।

দারুচিনি আমাদের রক্তনালীকে প্রসারিত করে দিয়ে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে দেয়। সেই সাথে দারুচিনি রক্ত চলাচলে কোন প্রকার বাধা দেয় না।

৫. বেরি : অনেক ধরণের বেরি হয়। স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, রাসবেরি, মালবেরি সবই শরীরের জন্য ভালো ও এগুলি খেতে পারেন আপনি।

বেরি রক্ত চলাচল স্বাভাবিক রাখতে পারে। আবার সেই সঙ্গে হার্ট সুস্থ রাখে।

এসএফআই-এর প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করা হয় বৃহস্পতিবার। ছবি ঃ নিজস্ব

ভারতীয় যুব নেতাদের অভিমত: শেখ মুজিব শুধু বঙ্গের নন, ভারতেরও বন্ধু

মনির হোসেন,ঢাকা,১২ আগষ্ট।। বাংলাদেশের জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল মৃত্যু না হলে এই উপমহাদেশে রাজনীতির ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো বলে মনে করেন ভারতের যুব নেতারা। ওয়েবিনারে অংশ নিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলেন, 'শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বঙ্গের বন্ধু নন, তিনি ভারতেরও বন্ধু ছিলেন। এই উপমহাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক নেতারা বঙ্গবন্ধুর আদর্শ লালন করেন।'

বঙ্গবন্ধুর শাহাদাত বার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্ক কেন্দ্র (সিবিআইআর) বুধবার (১১ আগস্ট) রাতে এ আলোচনা সভার আয়োজন করে। ওয়েবিনারে মূল প্রবন্ধ পাঠ করেন সিবিআইআর গবেষক আশরাফুল ইসলাম।

সিবিআইআরের পরিচালক ও সাংবাদিক শাহিদুল হাসান খোকনের সঞ্চালনায় অনলাইন আলোচনায় অংশ নেন ভারতের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বর্তমান প্রজন্মের যুব নেতারা। আলোচনায় অংশ নিয়ে ভারতের শাসক দল ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) যুব মোর্চার প্রাক্তন জাতীয় সম্পাদক ও বর্তমান মুখপাত্র সৌরভ শিকদার বলেন, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানই স্বতঃস্ফূর্ত জননেতা হতে পেরেছিলেন এবং সর্বসাধারণ একাগ্রচিত্তে তাকে নেতা হিসাবে মেনে নিয়েছিল। তিনি বলেন, ইদানিং দেখছি, বাংলাদেশে একটা গোষ্ঠী কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে উপেক্ষা করার প্রবণতা শুরু হয়েছে, কিন্তু জন্ম পরিচয় ছাড়া যেমন কারো পরিচয় হয় না; তেমনি বঙ্গবন্ধুকে ছাড়া বাংলাদেশকে নিয়ে আন্তর্জাতিক মানচিত্রে আলোচনার কোনো মানে হয় না। বঙ্গবন্ধু এবং বাংলাদেশ সমার্থক শব্দ।

সৌরভ সিকদার আরও বলেন, '১৯৭১ সালে বাংলাদেশে স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি তিনি ১৯৬৯ সালে পেয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধুকেই মানুষ আগে থেকেই নেতা হিসেবে মেনে নিয়েছিল। শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম না হলে বাংলাদেশ হতো না। বঙ্গবন্ধুর অকাল প্রয়াণে বাঙালি জাতির অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর উপর কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও কবি নজরুল ইসলামের একটা বিরাট প্রভাব ছিল। তাই কবিগুরুর লেখা 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গানটি তিনি বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্গবন্ধুর কাছ থেকে আজকের বাঙালিদের অনেক কিছু শেখার আছে।'

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের রাজ্য সম্পাদক শ্রেয়া হালদার বলেন, বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ কথা বলতে হয় যে, বঙ্গবন্ধুর অসাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা ছিল, ধর্ম নিরপেক্ষতা, তার সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা-ভাবনা, এবং তার মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদ যেটাকে মুজিববাদ বলে আমরা জানি। সেই জায়গাটা বাঙালি জাতিকে উৎসাহিত করে। তার যে চিন্তা-ভাবনা ছিল সেগুলো আমাদের বর্তমান প্রজন্মকে লালন ও অনুসরণ করা উচিত।

তৃণমূল কংগ্রেস সমর্থিত পেশাজীবী যুবনেতা বিজন সরকার বলেন, একটা তর্জনী উঠিয়ে বাঙালি জাতিকে যিনি জাগ্রত করেছিলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ তার ডাকে সাড়া দিত, তিনি সবার প্রিয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বঙ্গবন্ধু শুধু নেতৃত্ব দেননি, স্বাধীনতা এনে দিয়েছিলেন। আর এই স্বাধীনতায় বন্ধু দেশ হিসেবে পাশে ছিল ভারত ও তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তাই ভারত আর বাংলাদেশের বন্ধুত্বের সম্পর্ক সারা জীবন অটুট থাকবে।

ভারতের তফশিল ফেডারেশনের জেনারেল সেক্রেটারি মৃত্যুঞ্জয় মল্লিক বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালি জাতি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র পেয়েছে এটা গোটা পৃথিবীতে জাতি হিসেবে আমাদের গর্বের বিষয়। ভারতবর্ষের সঙ্গে বাংলাদেশের যে সাংবিধানিক কাঠামো এবং সেখানকার যে নীতিমালা, তার সঙ্গে অনেকাংশে মিল আছে। ভারতের আদলে বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের সাংবিধানিক নামকরণও 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ' করেছেন। সংবিধানে সব ধর্মের, বর্ণের, লিঙ্গের মানুষের অধিকার সমানভাবে দেওয়া হয়েছে এবং ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে তিনি তুলে ধরেছিলেন।

ত্রিপুরা থেকে ওয়েবিনারে যুক্ত হয়ে রাজ্য বিজেপির যুবনেতা চন্দন দেবনাথ বলেন, যদিও বঙ্গবন্ধুর নামের আগে বঙ্গ কথাটি যুক্ত তবুও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শুধু বাংলাদেশের নয়, ভারতেরও বন্ধু। দুই দেশে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আরও বেশি চর্চা হওয়া উচিত। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাষণ প্রতিটা রাজনৈতিক নেতাদের কাছে শিক্ষণীয়।

কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব থাকছেন অজয় ভাল্লা, এক-বছরের জন্য বাড়ল মেয়াদ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): আগামী এক বছরের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব থাকছেন অজয় কুমার ভাল্লা। এক-বছরের জন্য অজয় কুমার ভাল্লার সার্ভিসের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে। আগামী ২২ আগস্ট অবসর নেওয়ার কথা ছিল ভাল্লার। বৃহস্পতিবার পার্সোনাল মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, আগামী এক-বছরের জন্য আইএএস অজয় কুমার ভাল্লার সার্ভিসের মেয়াদ বাড়ানো হয়েছে।

অজয় কুমার ভাল্লার সার্ভিসের মেয়াদ বৃদ্ধির সিদ্ধান্তে অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার নিয়োগ কমিটি। উল্লেখ্য, চলতি মাসের ২২ তারিখ অবসর নেওয়ার কথা ছিল আইএএস অফিসার অজয় কুমার ভাল্লার। আপাতত আগামী এক-বছরের জন্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব থাকছেন অজয় কুমার ভাল্লাই। হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

বিরোধীদের আচরণে গণতন্ত্রও কেঁদেছে : সম্বিত পাত্র

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কৃষি আইন ও পেগাসাস-সহ অন্যান্য ইস্যুতে বৃহস্পতিবার সংসদ থেকে বিজয়চক পর্যন্ত মিছিল করেছে কংগ্রেস, শিবসেনা-সহ বিরোধী দলগুলি। প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান তুলতে থাকেন বিরোধীরা। রাস্তায় নেমে বিরোধীদের এই বিক্ষোভ প্রদর্শনকে "দুর্ভাগ্যজনক" আখ্যা দিলেন বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্র। বৃহস্পতিবার সম্বিত বলেছেন, কংগ্রেস ও অন্যান্য বিরোধীরা যেভাবে রাস্তায় বিক্ষোভ করছে, তা দুর্ভাগ্যজনক। গণতন্ত্র লজ্জিত হয়েছে।'

নজিরবিহীন হইহট্টগোলের সাক্ষী থেকেছে এবারের বাদল অধিবেশন। বাদল অধিবেশনের শুরু থেকেই পেগাসাস, কৃষি আইন-সহ বিভিন্ন ইস্যুতে উত্তাল হয়েছে সংসদের উভয়কক্ষ। প্রতিদিনই একাধিকবার মুলতুবি করতে হয়েছে লোকসভা ও রাজ্যসভার অধিবেশন। গত মঙ্গলবারই অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থেকেছে সংসদের উচ্চকক্ষ। মঙ্গলবারের হইহট্টগোল নিয়ে বলতে গিয়ে বুধবার কেঁদেই ফেলেন রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু। বিরোধীদের আচরণে ক্ষুণ হয়েই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন নাইডু। বৃহস্পতিবার সম্বিত পাত্র বলেছেন, 'আমি বলতে চাই শুধুমাত্র বেঙ্কাইয়া নাইডুজি কাঁদেননি, গণতন্ত্রও কেঁদেছে বিরোধীদের আচরণে। সমগ্র অধিবেশন অকেজো করতে চেয়েছিল বিরোধীরা, এটা চরম নৈরাজ্য।' হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

পাকিস্তানে করোনায় মৃত্যু বেড়ে ২৪,১৮৭, মোট সংক্রমণ ১.০৮-লক্ষাধিক

ইসলামাবাদ, ১২ আগস্ট (হি.স.): পাকিস্তানে একধাক্কায় অনেকটাই বাড়ল করোনা-আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা, পাকিস্তানে দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ৫ হাজার ছুঁইছুঁই। বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৩৪ জন। বুধবার সারাদিনে পাকিস্তানে মৃত্যু হয়েছে ১০২ জনের, বিগত ৩ মাস পর পাকিস্তানে একদিনে ১০০-র বেশি মৃত্যু হল। পাকিস্তানে এযাবত করোনা কেড়ে নিয়েছে ২৪,১৮৭ জনের প্রাণ এবং মোট আক্রান্তের সংখ্যা ১,০৮৫,২৯৪ জন। ইতিমধ্যেই সুস্থ হয়েছেন ৯ লক্ষ ৭৫ হাজার ৪৭৪ জন। বৃহস্পতিবার পাকিস্তানের স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় পাকিস্তানে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪,৯৩৪ জন এবং মৃত্যু হয়েছে ১০২ জনের। সবমিলিয়ে পাকিস্তানে এখনও পর্যন্ত আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ১,০৮৫,২৯৪। পাকিস্তানে এই মুহূর্তে সক্রিয় রোগীর সংখ্যা ৮৫,৬৩৩। পাকিস্তানে পজিটিভিটি রেট ৮.৩ শতাংশে পৌঁছেছে।হিন্দুস্থান সমাচার। রাকেশ।

কুপওয়ারাতে জঙ্গিদের গোপন ডেরার হদিশ, গ্রেনেড ও পিস্তল উদ্ধার

শ্রীনগর, ১২ আগস্ট (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলায় নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে জঙ্গিদের গোপন ডেরার সন্ধান পেল সুরক্ষা বাহিনী। বৃহস্পতিবার উত্তর কাশ্মীরের কুপওয়ারা জেলার কার্নাহ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে হাজিত্রা, টাড্ড গ্রামে অভিযান চালিয়ে জঙ্গিদের গোপন ডেরার সন্ধান পেয়েছে সুরক্ষা বাহিনী। ওই গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে গ্রেনেড, ডিটোনেটর, পিস্তল ও গোলাবারুদ। উদ্ধার হয়েছে এক প্যাকেট হেরোইন।

জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিশ্বস্ত সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে কুপওয়ারা জেলার কার্নাহ সেক্টরে নিয়ন্ত্রণরেখার কাছে হাজিত্রা, টাড্ড গ্রামে অভিযান চালায় সুরক্ষা বাহিনী। ওই গ্রামে জঙ্গিদের গোপন ডেরার সন্ধান মিলেছে। ওই গোপন আস্তানা থেকে উদ্ধার করা হয়েছে ১৫টি গ্রেনেড, ৩টি ডিটোনেটর, ৫টি পিস্তল ও গোলাবারুদ এবং এক প্যাকেট হেরোইন।

বঙ্গবন্ধুর খুনি নূর চৌধুরীকে ফেরত চেয়ে কানাডাকে অনুরোধ বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর

মনির হোসেন,ঢাকা,১২ আগষ্ট।। বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হত্যা মামলায় মৃত্যুদণ্ডের আদেশ পাওয়া আত্মস্বীকৃত পলাতক খুনি নূর চৌধুরীকে ফেরত চেয়ে কানাডাকে অনুরোধ জানিয়েছেন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড় এ কে আব্দুল মোমেন।

বৃহস্পতিবার কানাডার আন্তর্জাতিক উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী ক্যারিনা গোল্ডের সঙ্গে ভার্চুয়াল এক বৈঠকে এ অনুরোধ জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী। বৈঠকে রোহিঙ্গাদের সহায়তার জন্য কানাডাকে ধন্যবাদ জানান তিনি। একই সঙ্গে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে আন্তর্জাতিক আদালতে গাম্বিয়া যে লড়াই চালিয়ে যাচ্ছে, সেখানে গাম্বিয়াকে সহায়তার জন্য অনুরোধ জানান মন্ত্রী।

১০ আগস্ট থেকে তিন দিনব্যাপী ভার্চুয়ালি ঢাকা সফর করছেন ক্যারিনা গোল্ড। তিনি বাংলাদেশের সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করছেন। বাংলাদেশে কানাডার উন্নয়ন প্রকল্প ও দুই দেশের দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক নিয়ে আলাপ করছেন। বৈঠকে রোহিঙ্গাদের টিকা দেওয়ার বিষয়ে অবহিত করেন ড় এ কে আব্দুল মোমেন। রোহিঙ্গাদের নিজ দেশে ফেরাতে কানাডার সহায়তা চান তিনি।

ভারতের ১৮৬ টন মেডিকেল অক্সিজেন বাংলাদেশে পৌঁছেছে

মনির হোসেন,ঢাকা,১২ আগষ্ট।। ভারত থেকে সপ্তম চালানে ১৮৬ টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন বেনাপোল বন্দর হয়ে বাংলাদেশে পৌঁছেছে। এগুলো বঙ্গবন্ধু সেতুর পশ্চিম স্টেশন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন হাসপাতালে পাঠানো হচ্ছে।

বুধবার (১১ আগস্ট) ভারতের সাউথইস্টার্ন রেলওয়ের বরাত দিয়ে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে ঢাকার ভারতীয় হাইকমিশন। ভারতীয় রেলওয়ের 'অক্সিজেন এক্সপ্রেস' ট্রেনে দেশে এল আরও ১৮৬ টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন (এলএমও)। অক্সিজেন এক্সপ্রেস ট্রেনের মাধ্যমে দেশে সপ্তম চালান এটি। হাইকমিশন জানায়, অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ভারত থেকে সাত চালানে মোট এক হাজার ৩৮৬ টন তরল অক্সিজেন বাংলাদেশে এসেছে। এরআগে গত ২৫ জুলাই ভারতীয় রেলওয়ের অক্সিজেন এক্সপ্রেস ১০টি কনটেইনারে ২০০ টন তরল মেডিকেল অক্সিজেন নিয়ে বাংলাদেশে পৌঁছায়। গত ২৮ জুলাই এবং ৩০ জুলাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় চালানে আরও ২০০ টন করে তরল মেডিকেল অক্সিজেন দেশে আসে। এরপর চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ চালানে ১, ৫ এবং ৯ আগস্ট দেশে প্রতি চালানে আসে আরও ২০০ টন করে তরল অক্সিজেন। সর্বশেষ সপ্তম চালানে ১৮৬ টন অক্সিজেন এলো।

ফের বাড়ছে চিন্তা! রাশিয়ায় কোভিডে দৈনিক ৮০৮ জনের মৃত্যু

মস্কো, ১২ আগস্ট (হি.স.): রাশিয়ায় এক ধাক্কায় প্রাণ হারালেন করোনা-আক্রান্ত ৮০৮ জন রোগী। মহামারীর শুরু থেকে এযাবৎ রাশিয়ায় এই প্রথম এই সংখ্যক মানুষের মৃত্যু হল করোনা-আক্রান্ত হয়ে, এক দিনে। বিগত ২৪ ঘন্টায় রাশিয়ায় মৃত্যু হয়েছে ৮০৮ জনের, এই সংখ্যা যুক্ত হওয়ার পর রাশিয়ায় এখনও করোনার বলি হয়েছেন ১৬৮,০৪৯ জন। এই সংখ্যা ইউরোপের মধ্যে সবথেকে বেশি।

মৃত্যুর পাশাপাশি নতুন আক্রান্তের সংখ্যাও অনেকটাই বেড়েছে রাশিয়ায়। বিগত ২৪ ঘন্টায় আক্রান্ত হয়েছেন ২১,৯৩২ জন। ফলে রাশিয়ায় মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৬,৬৩৪,৭৯১। ইতিমধ্যেই রাশিয়ায় করোনার থেকে সেরে উঠেছেন ৫,৮২৮,৯৭২ জন।

মায়ানমারের ৬০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করবে চিন

নে পি দ, ১২ আগস্ট (হি. স.): মায়ানমারবাসীর পাশাপাশি আন্তর্জাতিক মহলের চিন্তা বাড়িয়ে মায়ানমারের সেনার হাতে বিপুল অঙ্কের অর্থ তুলে দিতে চলেছে বেজিং। বৃহস্পতিবারই মায়ানমারে নিযুক্ত চিনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে জুন্টার একটি মউ স্বাক্ষরিত হয়। চিনা দূতাবাসের ফেসবুক পেজে সেই মউ স্বাক্ষরের কথা স্বীকার করা হয়েছে। যেখানে বলা হয়েছে মায়ানমারে ৬০ লক্ষ ডলার বিনিয়োগ করবে চিন। এই অর্থ মায়ানমারে পশুদের টিকা, কৃষি, বিজ্ঞান, পর্যটন, বিপর্যয় মোকাবিলা ও নানা ধরনের সাংস্কৃতিক লেনদেনের মত বিষয় ব্যবহার করা হবে। খুব তাড়াতাড়ি এই অর্থ জুন্টার অ্যাকাউন্টে চলে যাবে বলে খবর।

এই মউ স্বাক্ষরের পর থেকেই চিন্তা বেড়েছে মায়ানমারবাসীর। জুন্টার নির্মম অত্যাচারের জন্য অন্যান্য রাষ্ট্রগুলি তাদের নিন্দা করেছে। এমনকী, মায়ানমারে গণতন্ত্র ফেরানোর পরামর্শ দিয়েছে রাষ্ট্রসংঘ। এমন পরিস্থিতিতে তাদের সঙ্গে আর্থিক সাহায্যের মউ স্বাক্ষর করা যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। পাশাপাশি সেনার হাতে অর্থের জোগান আসায় তাদের পক্ষে সুবিধাই হবে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল।

এদিকে, এই ঘটনায় চিন্তা বাড়ছে ভারতেরও। কারন মায়ানমারে জুন্টার উত্থানের পিছনে চিনের হাত রয়েছে বলে বারবার অভিযোগ উঠেছে। আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিশেষজ্ঞদের কথায়, ভারতের সঙ্গে সু কি সরকারের ঘনিষ্ঠতা ছিল। দুদেশের মধ্যে সুসম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। সেই সময় মায়ানমারে বিনিয়োগ বন্ধ করে দিয়েছিল চিন। গত কয়েক মাসে পরিস্থিতি বদল হয়েছে। সু কি সরকারের পতনের পর ক্ষমতা দখল করেছে জুন্টা। তার পর থেকেই ফের মায়ানমারে বিনিয়োগ শুরু করল বেজিং। তা চিন্তা বাড়াবে ভারতেরও।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

শর্ত মেনে ফের খুলল পুরীর জগন্নাথ মন্দির

পুরী, ১২ আগস্ট (হি. স.): আগামী ২৩ আগস্ট থেকে সর্বসাধারণের জন্য খুলবে পুরীর জগন্নাথ মন্দির। মন্দিরে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু বিধিনিষেধ জারি করেছে কর্তৃপক্ষ। শর্ত মেনে বৃহস্পতিবার থেকে ফের খুলে গেল পুরীর মন্দির। শুধুমাত্র সেবাইতদের পরিজনেরাই বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার মন্দিরে ঢুকতে পারবেন। আর আগামী সোমবার থেকে পুরীর বাসিন্দারা মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন। জানা গেছে বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সেবাইতদের পরিজনেরা যেকোনও দরজা দিয়ে মন্দিরে প্রবেশ করতে পারবেন। সেবাইতদের পরিজনদের সঙ্গে সেবাইত নন এমন পরিবারের সদস্যরা অনেক সময় মন্দিরে আসেন। তবে তাঁদের এই দু'দিন মন্দিরে ঢুকতে দেওয়া হবে না। সেবাইতদের পরিচয়পত্র দেখিয়ে মন্দিরে ঢুকতে হবে। এরপর আগামী ১৬ থেকে ২০ আগস্ট মন্দিরে ঢুকতে পারবেন শুধুমাত্র পুরীর বাসিন্দারা। তাঁদের ওই এলাকায় বসবাসকারী হিসাবে প্রমাণপত্র দেখাতে হবে। আর আগামী ২৩ আগস্ট থেকে সর্বসাধারণের জন্য পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের দরজা খুলে দেওয়া হবে। সকাল ৭টা থেকে সন্ধে ৭টা পর্যন্ত ১২ ঘণ্টা খোলা থাকবে মন্দির। তবে প্রবেশের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত রয়েছে। যেমন, ভ্যাকসিনেশন সার্টিফিকেট অথবা করোনা পরীক্ষার নেগেটিভ রিপোর্ট দেখাতে হবে। পরতে হবে মাস্ক। ব্যবহার করতে হবে স্যানিটাইজার। এছাড়াও শারীরিক দূরত্ববিধি মানতে হবে। ফুল, ভোগ, ধূপ, মোমবাতি জ্বালানোর ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা জারি রয়েছে। মন্দির চত্বরে তামাক, পান এবং থুতু ফেলাও নিষেধ। নিষেধাজ্ঞা অমান্য করলে হতে পারে ৫০০ টাকা জরিমানা। প্লাস্টিক ব্যাগের ব্যবহারও করা যাবে না।

আমেরিকায় সাড়ম্বরে পালিত হবে ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস, টাইমস স্কোয়্যারে উড়বে সবচেয়ে বড় তেরঙ্গা

নিউ ইয়র্ক, ১২ আগস্ট (হি. স.): আসন্ন ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে দেশ জুড়ে শুরু হয়েছে তৎপরতা। শুধু দেশে নয় বিশ্বের যে প্রান্তেই ভারতীয়দের বাস সেখানেই এবার পালিত হতে চলেছে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫তম দিবস। এবার মার্কিন মুলুকে সাড়ম্বরে পালিত হবে ভারতের ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস। নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যারে উড়বে সবচেয়ে বড় জাতীয় পতাকা। গোটা দিনজুড়ে বিলবোর্ডে ফুটে উঠবে ভারতীয় তেরঙ্গা। এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিংও সেজে উঠবে গেরুয়া-সাদা-সবুজে।

নিউ ইয়র্কের টাইমস স্কোয়্যার বিশ্বের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থান। আমেরিকার অভিজাত এলাকাও বটে। গত বছর প্রথমবার সেখানে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেছিলেন। গড়েছিলেন ইতিহাস। পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি থাকবে প্যারেডের ব্যবস্থাও। নিউ ইয়র্ক, নিউ জার্সি ও কানেটিকাটের দ্য ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

সংগঠনটির তরফে জানানো হয়েছে, ২৫ ফুট উঁচুতে উড়বে ভারতীয় পতাকা। যার আয়তন হবে লম্বায় ৬ ফুট এবং চওড়ায় ১০ ফুট। নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনস্যুলার জেনারেল রণধীর জয়সওয়াল জাতীয় পতাকা উত্তোলন করবেন। তিন রঙের আলোয় সাজবে এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং। হাডসন নদীর উপর এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেদিনের অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটবে।

এ প্রসঙ্গে সংগঠনের তরফ থেকে চেয়ারম্যান অঙ্কুর বৈদ্য জানান, "এবার আমাদের স্বাধীনতা দিবসের সুবর্ণজয়ন্তী। ফলে আমরা চাইছিলাম এমন কিছু করতে যা স্মরণীয় হয়ে থাকবে। অনুষ্ঠানের অতিথি থাকবেন নিউইয়র্কের ভারতীয় দূতাবাসের কনসুল জেনারেল রনধীর জয়সওয়াল।" জানা গেছে, সমগ্র অনুষ্ঠানটির লাইভ স্ট্রিমিংয়েরও ব্যবস্থা করা হয়েছে। অর্থাৎ ঐ দিনের অনুষ্ঠানে গোটা আমেরিকার নজর থাকবে টাইমস স্কোয়্যারে।

ফেডারেশন অব ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের অনিল বনসল বলেন, "গত বছরের মতো এ বছরও নিউ ইয়র্ক সিটির টাইম স্কোয়্যারে জাতীয় পতাকা উত্তোলিত হবে।" সবমিলিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবার সাড়ম্বরে পালিত হবে ভারতীয় স্বাধীনতা দিবস।

উল্লেখ্য, ১৯৭০ সালে মার্কিন যুরাষ্টের তিনটি প্রদেশ নিউইয়র্ক, নিউজার্সি ও কানেক্টিকার ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের নিয়ে তৈরি হয়েছিল দ্যা ফেডারেশনার অফ ইন্ডিয়া। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ভারতীয়দের সবচেয়ে বড় সংগঠনগুলির মধ্যে একটি। সংগঠনের তরফে জানানো হয়েছে, এই প্রথমবার এরকম একটি আইকনিক জায়গায় ভারতের তেরঙ্গা নিজের শৌর্য তুলে ধরবে। তার আগে ১৪ আগস্ট রাতে এম্পায়ার স্টেটে ভারতের স্বাধীনতা দিবস উদযাপিত হবে। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

রাজ্যেগুলিতে স্কুল খুললে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখতে হবে, ঘোষণা হু-র প্রধান বিজ্ঞানীর

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্বজুড়ে চোখ রাঙাচ্ছে করোনার সবচেয়ে শক্তিশালী ডেল্টা প্রজাতি। টিকাকরণের গতি বাড়ানোর চেষ্টা করা সত্ত্বেও ডেল্টার কারণে হু হু করে ইতিমধ্যেই আবারও সংক্রমণ বাড়ছে কয়েকটি দেশে। এমন পরিস্থিতিতেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও কয়েকদিন আগে ঘোষণা করেছিলেন, পুজোর ছুটির পরেই একদিন অন্তর একদিন স্কুলে পড়ুয়ারা যাবে। স্বাভাবিকভাবেই একদিকে যেমন খুশি অভিভাবকেরা, অন্যদিকে ডেল্টার কারণে আতঙ্কিতও তাঁরা। এমন পরিস্থিতিতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রধান বিজ্ঞানী সৌম্য স্বামীনাথন ঘোষণা করলেন, পড়ুয়াদের জন্য স্কুল খোলা অত্যন্ত জরুরি। কিন্তু একইসঙ্গে সামাজিক দূরত্বও বজায় রাখতে হবে।

স্কুল খোলার পর করোনা পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে, কর্তৃপক্ষকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে। স্কুলের কিছু নিয়মের পরিবর্তন করাও জরুরি বলে তিনি জানিয়েছেন। একজায়গায় অনেকে জড়ো হয়ে প্রার্থনা সঙ্গীত গাওয়া, সামাজিক দূরত্ব বজায় না রেখে ক্লাস করা, এইগুলোর উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা জরুরি। সেই সঙ্গে মাস্ক এবং স্যানিটাইজার ব্যবহার করাও আবশ্যিক বলে জানিয়েছেন তিনি।

তাঁর কথায়, "করোনার তৃতীয় তরঙ্গে সবথেকে বেশি শিশুরাই আক্রান্ত হবে, এটা একেবারেই বিজ্ঞানসম্মত নয়। এখনও আরও অন্তত ছ''মাস বিশ্ব জুড়ে সকলকেই করোনার সুরক্ষাবিধি মেনে চলতে হবে।" তাছাড়াও স্কুলের শিক্ষক, শিক্ষিকা এবং কর্মীদের টিকাকরণ সম্পূর্ণ হওয়াও জরুরি বলে তিনি মন্তব্য করেছেন।

আফগানিস্তানে তালিবানের 'বদান্যতায়' মুক্ত হাজারের বেশি বন্দি

কাবুল, ১২ আগস্ট (হি. স.): বন্দুকের মুখে আফগানিস্তানের একের পর এক শহর দখল করছে তালিবান জঙ্গি সংগঠন। আর যেসব এলাকা তালিবানের দখল যাচ্ছে সেখানকার কারাগার থেকে বন্দিদের মুক্তি দিয়ে প্রশাসনিক পরিকাঠামো ভেঙে ফেলছে জঙ্গি সংগঠনটি। জানা গেছে ইতিমধ্যেই হাজারেরও বেশি বন্দিকে মুক্তি দিয়ে দিয়েছে তালিবান। যদিও এদের মধ্যে রয়েছে তাদের দলের লোকও।

জানা গেছে কুন্দুজ প্রদেশের জেল থেকে ৬৩০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়, যার মধ্যে ১৩ নারী ও তিন বিদেশি রয়েছেন। যার মধ্যে ১৮০ জন তালিবানের সদস্য। এদের মধ্যে আবার ১৫ জন ছিলেন তালিবানের গুরুত্বপূর্ণ নেতা, যাদের মৃত্যুদণ্ডের সাজা দেওয়ার আদেশ দিয়েছিল সরকার। কুন্দুজে খুনের দায়ে অভিযুক্ত দুই শতাধিক বন্দিকেও ছেড়ে দিয়েছে তালিবান। সেই সঙ্গে জারাঞ্জ শহরের কারাগার থেকেও ৩৫০ বন্দিকে মুক্তি দিয়েছে তালিবান, এর মধ্যে ৪০ জন তাদের দলের।

আফগান টোলো নিউজের তথ্যানুযায়ী, কুন্দুজ প্রদেশের কুন্দুজ শহর এবং নিমরোজ প্রদেশের জারাঞ্জ থেকে এসব বন্দিকে মুক্তি দেওয়া হয়। যেসব বন্দি মুক্তি পেয়েছেন, তাদের মধ্যে দুই শতাধিক তালিবান সদস্যও রয়েছে।

বুধবার আফগানিস্তানের কারা প্রশাসন অধিদফতরের কর্মকর্তারা জানান, গত কয়েক দিনে কারাগার থেকে হাজারেরও বেশি বন্দিকে মুক্ত করে দিয়েছে তালিবান। অবশ্য এসব জেল থেকে আগেই যারা জাতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এমন গুরুত্বপূর্ণ বন্দিকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

কারা প্রশাসন দফতরের পরিচালক সাফিউল্লাহ জালালজাই বলেন, বন্দিদের অধিকাংশই মাদক ব্যবসা, অপহরণ এবং ডাকাতির মত অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত ছিলেন।

ইতিমধ্যে আফগানিস্তানের ৯ প্রদেশের রাজধানীর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে তালেবান। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশে চলছে তীব্র লড়াই।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

আসারামের ছেলের দুই সপ্তাহের প্যারোলে স্থগিতাদেশ জারি করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : সুপ্রিম নির্দেশে স্থগিত হয়ে গেল আসারামের ছেলে নারায়ণ সাইয়ের প্যারোলে মুক্তি। সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচুড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চ ধর্ষণ মামলায় দোষী সাব্যস্ত নারায়ণ সাইয়ের দুই সপ্তাহের প্যারোল স্থগিত করেছে। গুজরাট হাইকোর্ট ধর্ষণ মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত নারায়ণ সাইকে দুই সপ্তাহের জন্য প্যারোলে মুক্তি দিয়েছিল। গুজরাট সরকার রাজ্য হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করেছিল। দুই বোনকে ধর্ষণের মামলায় সাজাপ্রাপ্ত নারায়ণ সাই ২০১৪ সাল থেকে সুরাট জেলে রয়েছেন। ২০১৩ সালে তার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল। ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সুরাট পুলিশ দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের অধীনে একটি বিশেষ আদালতে নারায়ণ সাঁইয়ের বিরুদ্ধে চার্জশিট পেশ করেছিল।

বিভিন্ন দাবীতে রাজ্যের একাধিক জায়গায় বামপন্থীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই/উদয়পুর, ১২ আগস্ট।। বৃহস্পতিবার সিপিআইএম খোয়াই মহকুমা কমিটির উদ্যোগে ১২ দফা দাবির ভিত্তিতে খোয়াই শহরে মিছিল করা হয়। ১২ দফা দাবি আদায়ের লক্ষ্যে খোয়াই শহরে সিপিআইএমের সাড়া জাগানো মিছিল সংঘটিত হয়েছে বৃহস্পতিবার। এদিন দুপুরে সিপিআইএম খোয়াই জেলা কার্যালয়ের সামনে থেকে মিছিল বের হয়ে মহারাজগঞ্জ বাজার, নৃপেন চক্রবর্তী এভিনিউ, হাসপাতাল চৌমুহনী, খোয়াই এয়ারপোর্ট রোড হয়ে, জিপ স্ট্যান্ড , খোয়াই শহর পরিক্রমা করে লালছড়া, শ্রীনাথ বিদ্যানিকেতন এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় জেলা কার্যালয় সামনে এসে মিছিল সমাপ্ত হয়।এদিনের মিছিলে কর্মী সমর্থকদের সাথে পায়ে পা মেলান প্রাক্তন সাংসদ জিতেন চৌধুরী, স্থানীয় বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, পদ্ম কুমার দেববর্মা সহ অন্যান্যরা।

মিছিলে অংশ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন ১২ দফা দাবিতে আজ থেকে রাজ্যজুড়ে আন্দোলন কর্মসূচি শুরু হয়েছে। তিনি বলেন এই ১২ দফা দাবি শুধু দাবিই নয়, বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরুদ্ধে চার্জশিট এবং ক্ষমতাচ্যুত করার লড়াই। নির্বাচনের আগে যেসব প্রতিশ্রুতি তারা দিয়েছিল কোন প্রতিশ্রুতি এখন পর্যন্ত পালন করেনি বলে তিনি অভিযোগ করেন। ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষকে প্রতারিত করে তারা ভোট আদায় করে ক্ষমতায় এসেছে বলেও তিনি অভিযোগ করেন। বিপ্লব দেবের নেতৃত্বাধীন সরকার সাড়ে তিন বছর অতিক্রম করলেও মানুষের আশা-আকাঙ্খা পূরণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ। তিনি আরো অভিযোগ করেন যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল সেই সব প্রতিশ্রুতি পালন করার বদলে বিপরীতমুখী কাজকর্ম করে চলেছে বর্তমান বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকার।

বিজেপির সব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের কারণে এবং কার্যকলাপের কারণে মানুষ দুঃখ কষ্টে জীবন যাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন। বিজেপির নেতৃত্বাধীন সরকারকে চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে প্রাক্তন সাংসদ জিতেন্দ্র চৌধুরী বলেন তাদের দেওয়া প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে তারা যেন পূরণ করে। অন্যথায় পরবর্তী নির্বাচনের জন্য প্রস্তুত থাকতেও তিনি আহ্বান জানিয়েছেন। রাজ্যের মানুষ প্রতিশ্রুতি খেলাপের যোগ্য জবাব দিতে প্রস্তুত বলে তিনি উল্লেখ করেন। সরকার পরিবর্তনের পর খোয়াই শহরে এটি সিপিএমের সবচেয়ে বড় মিছিল বলে দাবি করা হয়েছে।

এদিকে, জনগণের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে বৃহস্পতিবার কুমারঘাট মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন ও স্মারকলিপি প্রদান করেছে সিপিআইএম। ডেপুটেশন প্রদানের আগে এক মিছিল এলাকার বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। জনস্বার্থ সম্বলিত আটদফা দাবী নিয়ে কুমারঘাট মহকুমা শাসকের কাছে ডেপুটেশন প্রদান করেছে সিপিআইএম সোনাইমুড়ি অঞ্চল কমিটি।মূলত গ্রামীন রাস্তাঘাট সংস্কার করা,বিদ্যুৎ পরিষেবা নিয়মিত করা, এলাকায় পানীয় জলের ব্যবস্থা করা,কুমারঘাট-কৈলাশহরের পুরাতন রাস্তা সংস্কার করা,রেগার কাজে সঠিক মজুরি প্রদান ও ২০০ দিনের কাজের ব্যবস্থা করা,মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষনা অনুযায়ী করোনায় যাদের প্রাণহানী ঘটেছে তাদের দশ লক্ষ টাকা অনুদান প্রদান সংক্রান্ত দাবী পূরনের লক্ষে এদিন বামকর্মী সমর্থকেরা কুমারঘাটের নেতাজী চৌমুনি থেকে মিছিল করে মিলিত হয় কুমারঘাট মহকুমা শাসকের অফিসে।

সেখানে বামনেতৃত্বের এক প্রতিনিধি দল মহকুমা শাসকের উদ্দেশ্যে তুলে দেন দাবী সংক্রান্ত স্মারকলিপি। মিছিল ও ডেপুটেশনে নেতৃত্বে ছিলেন দলের কুমারঘাট মহকুমা কমিটির সদস্য সুশিতল দেবনাথ,অঞ্চল সম্পাদক অপূর্ব পাল সহ অন্যান্যরা।মিছিলকে কেন্দ্র করে দলীয় নেতা-কর্মী ও সমর্থকদের মধ্যে ব্যাপক উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। তবে মিছিলকে কেন্দ্র করে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনার খবর নেই।

অন্যদিকে, তিনটি কৃষি কালো আইন, চারটি শ্রম কোড ও ত্রিপুরায় গনতন্ত্র পুনরুদ্ধারের দাবিতে আজ সিপিএমের বাগমা অঞ্চল কমিটির উদ্যোগে এক মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয়েছে বাগমা অঞ্চল এলাকায়। বাগমা বাজার এলাকার বিভিন্ন রাজপথ পরিক্রমা করে সুদৃশ্য মিছিল এসে বাজার সভায় মিলিত হয়। এই বাজার সভায় বক্তারা ডাবল ইঞ্জিনের সরকার কর্তৃক নির্বাচনী ভিষন ডকুমেন্ট বাস্তবায়নের দাবি জানান। করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হলে রাজ্য সরকার কর্তৃক ঘোষিত দশ লক্ষ টাকা একজন করোনা আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু পরিবারও পায়নি বলে দাবি করেছেন , বছরে পঞ্চাশ হাজার চাকুরি সহ ভিষন ডকুমেন্টে উল্লিখিত বিষয় পূরণের দাবি জানান। পথ সভায় বক্তব্য রাখেন কৃষক সভার নেতা দিলীপ দত্ত, নারায়ণ ঘোষ ও আশীষ ঘোষ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

উত্তর জেলার সংখ্যালঘু মোর্চার কার্যকারীনি বৈঠক কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১২ আগস্ট।। আজ সকাল ১১ টায় উত্তর জেলার কদমতলা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হল বিজেপি উত্তর ত্রিপুরা জেলার জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার কার্যকারীনি বৈঠক।সমস্ত রাজ্য ব্যাপি বিজেপির সবকটি শাখা সংগঠন গুলোর এই কর্মসূচি চলছে।তারই অঙ্গ হিসাবে বিজেপির সংখ্যালঘু মোর্চার আজকের এই কার্যকারীনি বৈঠক।মুলত বিগত তিন মাস সংগঠন কি কি কাজ করলো।আগামী তিন মাস কিভাবে সংগঠনের নেতৃত্ব সহ কার্যকর্তারা কিভাবে কাজ করবে এবং সংগঠনকে কিভাবে আরো মজবুত ও শক্তিশালী করে তুলবে এই বিষয়গুলো নিয়ে এই কার্যকারীনি বৈঠক।এদিনকার এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সংখ্যালঘু মোর্চার রাজ্য নেতৃত্ব তথা ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসীমউদ্দীন।তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রভারি সজল আচার্য্য,সংখ্যালঘু উত্তর ত্রিপুরা জেলা প্রভারি নুরুল হক,জেলা মহিলা নেত্রী মলিনা লাথ,জেলা সংখ্যালঘু নেতৃত্ব আব্দুল মান্নান চৌধুরী সহ উত্তর জেলা সংখ্যালঘু মোর্চার সমস্ত পদাধিকারী গন।অনুষ্ঠানের শুরুতেই দলীয় পতাকা উত্তোলন করেন আব্দুল মান্নান চৌধুরী।তারপর অতিথি বরণ এবং পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে শুরু হয় কার্যকারীনি বৈঠক। আজকের কার্যকারীনি বৈঠকের প্রধান অতিথি তথা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিনকে এই কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, রাজ্যে মোট সাতটি মোর্চা সংগঠন রয়েছে। প্রত্যেকটির মোর্চার সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে বিশেষ আলোচনাসহ বিগত তিন মাসের রিপোর্ট কার্ড পেশ করবে সংগঠন।তাছাড়া আগামী তিন মাস সংগঠনকে আরও মজবুত ও শক্তিশালী করতে কি কি কাজ করতে হবে তার রণকৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি রাজ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের উত্থান নিয়ে দল কোনো চাপে রয়েছে কিনা এই বিষয়ে জিজ্ঞেস করলে প্রধান অতিথি জসিম উদ্দিন বলেন, এই দলটা নতুন নয়,তারা বিগত দিনে রাজ্যে এসে কোন প্রভাব ফেলতে পারেনি।উনাদের এজেন্সি বেশিদিন টিকে না এ রাজ্যে।রাজ্যে যারা আসছে তারা সারোদা,নারোদা কেলেঙ্কারির মূল নায়ক।তারা আসবে আবার ফিরে যাবে,তারা চাইছে এরাজ্যে এজেন্সি খোলার জন্য কিন্তু সেটা আর সম্ভব হবে না।পূর্বেও এ রাজ্যের মানুষ তাদেরকে তাড়িয়ে দিয়েছে এবারও দেবে। তাছাড়া প্রধান অতিথি সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে নিয়েও কটাক্ষ করেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

রাজ্যের স্বচ্ছ গ্রাম বাংমুনের পর স্বচ্ছ গ্রামে রুপ নিতে চলেছে যৈথাং এডিসি ভিলেজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১২ আগস্ট।। রাজ্যের স্বচ্ছ গ্রাম বাংমুনের পর স্বচ্ছ গ্রামে রুপ নিতে চলেছে যৈথাং এডিসি ভিলেজ।উত্তর জেলার বাগবাসা বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত যৈথাং এডিসি ভিলেজে ১৫০ পরিবার জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। তাদের জীবিকা নির্বাহের মূল উৎস জুম চাষ সুপারি সহ পাণের চাষ। প্রতিবছর উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে সারা বছরের জীবিকা নির্বাহ করে থাকেন ওই এলাকার জনগণ।যৈথাং এলাকার জনজাতি সম্প্রদায়ের পরিবারগুলি মূলত চাষবাসের উপরই নির্ভরশীল। তাছাড়া জনজাতি পরিবারগুলি যৈথাং এডিসি ভিলেজকে ত্রিপুরা রাজ্যের স্বীকৃতিপ্রাপ্ত স্বচ্ছ গ্রাম বাংমুনের ন্যায় গড়ে তুলতে প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছেন।প্রতিটি বাড়ির সামনে থেকে শুরু করে রাস্তার অলিগলিতে রয়েছে বাঁশ বেতের তৈরি বড় বড় ডাস্টবিন। গ্রামের সবকটি পরিবার বাড়িঘর ও রাস্তাঘাটের আবর্জনা সেই সকল বাঁশ-বেতের ডাস্টবিনে জমা করার পর গাড়ি যোগে অন্যত্র ফেলে দেন ওই এলাকার জনগণ। তাতে করে ওই এলাকায় বায়ুবাহিত রোগ সহ ডায়রিয়া, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি রোগের প্রাদুর্ভাব অনেকটাই কম।যদিও আজ পর্যন্ত যৈথাং এডিসি ভিলেজের স্বচ্ছতা প্রকাশ পায়নি তবুও স্বচ্ছ গ্রাম বাংমুনের মতো স্বচ্ছ আদর্শ গ্রাম তৈরীর অঙ্গীকার নিয়েছেন যৈথাং এডিসি ভিলেজের ১৫০ টি জনজাতি পরিবার। তাদের দাবি যৈথাং এডিসি ভিলেজকে স্বচ্ছ গ্রামের শিখরে নিয়ে যাবেন। তবে প্রশাসনের খানিকটা সহযোগিতা পেলে জনজাতি পরিবারগুলি উপকৃত হবেন বলে আশাবাদী।

আমবাসায় শৌচাগার নির্মাণে তালবাহান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ধলাই জেলার আম বাসায় টয়লেট নির্মাণের কাজ নিয়ে তালবাহানা ঘিরে জনমনে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। অর্ধ নির্মিত অবস্থায় রয়েছে টয়লেটের কাজ। বিগত ছয় মাস আগে শুরু হয়েছিল ডলুবাড়ি বাজারের টয়লেট এর কাজ। কিন্তু এখন অব্দি তা অর্ধনির্মিত হয়ে রয়েছে।

ধলাই জেলার বিভিন্ন স্থানে বেশ কয়েকটি টয়লেট নির্মাণ করার জন্য উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। কাজ শুরু হলেও দায়িত্বপ্রাপ্ত খামখেয়ালিপনার কারণে কাজগুলি সম্পন্ন হচ্ছে না।শুধু ডলু বাড়ি নয়। আমবাসা প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র,. আমাবাসা চান্দ্রাই পাড়া মাঠ সংলগ্ন, ডলু বাড়ি বাজার সহ এর তিনটি টয়লেটের কাজ অর্ধনির্মিত হয়ে রয়েছে। যার ফলে বিপাকে রয়েছে বাজারে আসা ক্রেতা বিক্রেতারা। টয়লেট গুলোর কাজ ৬ মাস আগে শুরু হলেও এখন অর্ধনির্মিত। এই টয়লেট গুলোতে আগাছা ভর্তি হয়ে রয়েছে। আগরতলার ওবাল প্রজেক্ট ইঞ্জিনিয়ার প্রাইভেট লিমিটেড এই কাজগুলো করাচ্ছে। এই ৩টি টয়লেট নির্মানে বরাদ্দ হয়েছে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকা। কিন্তু কাজ এখনো অর্ধনির্মিত রয়েছে। এ বিষয়ে ডলুবাড়ী বাজারের সেক্রেটারি মিন্টু রঞ্জন দাস জানান বিগত ছয় মাস ধরে এই কাজটি বন্ধ হয়ে রয়েছে। পুর পরিষদের ইঞ্জিনিয়ার এ কাজের তদারকিতে রয়েছেন।কিন্তু এখনও পর্যন্ত কাজটি সম্পন্ন হয়নি। ফলে ক্রেতা-বিক্রেতারা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন প্রতিদিন।অবিলম্বে টয়লেট নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য এলাকাবাসী এবং ব্যবসায়ীদের তরফ থেকে জানানো হয়েছে।

কর্তব্য পালন করতে গিয়ে আক্রান্ত টাউন সুপারভাইজার

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১২ আগস্ট।। নিজ কর্তব্য পালন করতে গিয়ে প্রকাশ্য দিবালোকে আক্রান্ত হলেন উদয়পুর পুরপরিষদের টাউন সুপার ভাইজার লিটন চক্রবর্তী।ঘটনার সূত্রপাত আজ দুপুরের পর উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড ঝুলন্ত সেতু সংলগ্ন এলাকায় একটি স্কুটি সরানোকে কেন্দ্র করে। লিটন চক্রবর্তী ঝুলন্ত সেতুর প্রবেশ পথে কে বা কারা একটি স্কুটি এমন ভাবে রেখে গেছেন যার ফলে পথ চলতি মানুষের যাতায়াতের অসুবিধা হচ্ছিলো।

পথচারীরা উদয়পুর পুরপরিষদে এই খবর দেওয়া মাত্র, উদয়পুর পুরপরিষদের পক্ষ থেকে টাউন সুপার ভাইজার লিটন চক্রবর্তীকে পাঠানো হয় ঘটনা তদন্ত করতে পুর সভার কর্মী লিটন এসে স্কুটিটি অন্যত্র সরানোর উদ্যোগ নেওয়া মাত্র কুখ্যাত বালি ও ফেনসিডিল মাফিয়া পান্নালাল দাস ও ফেনসিডিল কারবারি সজল দাস এলোপাথাড়ি লিটনের উপর কাঠের ফাইল নিয়ে হামলে পড়ে এবং লিটনের মাথা দিয়ে রক্ত ক্ষরণ হতে দেখে তাকে বাঁচানোর জন্য এগিয়ে আসলে অরিজিৎ দেব নামে যুব মোর্চার সাধারন সম্পাদককেও বেধরক মারধর করে।

ফলে দুজনই আহত হওয়ায় স্থানীয়রা প্রথমে দজনকেই ত্রিপুরেশ্বরীমহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়ে দেন , সেখান থেকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর টেপানিয়া স্থিত গোমতি জেলা হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রেরণ করা হয়। সুযোগ বুঝে আক্রমণকারী কুখ্যাত বালি ও ফেনসিডিল মাফিয়া পান্নালাল দাস ওফেনসিডিল কারবারি সজল দাস ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। খবর পেয়ে যুব মোর্চা এবং বিজেপির কর্মীরা জেলা হাসপাতালে ভীড় জমাতে থাকন। হাসপাতালে লিটনকে দেখতে আসেন পুরপরিষদের সিইও তথা উদয়পুর মহকুমা শাসক অনিরুদ্ধ রায়, প্রাক্তন পুরপিতা শীতল চন্দ্র মজুমদার, বিজেপির গোমতি জেলা কমিটির অফিস সম্পাদক ত্রিদিব দাস সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।এদিকে এই খবর পেয়ে যুব মোর্চার কর্মীরা পান্নালাল দাসের বাড়িতে জমায়েত হলে বিশাল পুলিশ বাহিনী পান্নালালের বাড়ি ঘেরাও করে রাখায় বড় ধরনের কোন বিপদ হয়নি।

অভিযুক্তরা পলাতক।আর কে পুর থানায় আক্রান্ত লিটন চক্রবর্তী একটি মামলা দায়ের করেন। আর কে পুর থানার নাম্বার ১২৫/২১। ধারা সংযুক্ত হয়- ৩৫৩,৩৩৩,৩০৭,৩৮৪ ও ৩৪ আই পি সি। ঘটনায় এলাকায় ছি:ছি: রব শোনা যায় এবং সংশ্লিষ্ট মহল থেকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করা হয়।

তৃষ্ণা অভয়ারণের সামনে হবে ফিট ইন্ডিয়া ফ্রীডম রান ২.০

আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ফিট ইন্ডিয়া ফ্রীডম রান ২.০ আগামীকাল রাজ্যের তৃষ্ণা অভয়ারণ্য থেকে শুরু হবে। এটি মূলত আজাদী কা অমৃত মহোৎসব এর অন্তর্গত কর্মসূচী।

কেন্দ্রীয় যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রী অনুরাগ সিং ঠাকুর দেশব্যাপী ফিট ইন্ডিয়া ফ্রীডম রান ২.০ এর সূচনা করবেন। মেজর ধ্যান চাঁদ নেশনাল স্টেডিয়াম, নয়াদিল্লী থেকে উদ্বোধন করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন যুব বিষয়ক এবং ক্রীড়া মন্তকের রাষ্ট্রমন্ত্রী নিশিথ প্রামানিক। রাজ্যের দক্ষিণ জেলার রাজনগরের তৃষ্ণা অভয়ারণের সামনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। নেহেরু যুব কেন্দ্র সংস্থানের তরফ থেকে রাজ্যের প্রতিটি জেলাতে প্রতি সপ্তাহে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে।

শ্রমিকের জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২আগস্ট।। সতীশ প্রসাদ কোম্পানির দাঁড়া নির্মীয়মান জোলাইবাড়ি থেকে বিলোনিয়া রাস্তার কাজে নিয়োজিত শ্রমিক জলে ডুবে মৃত্যু।মৃত্যু নিয়ে ধোঁয়াশা, খুন নাকি দুর্ঘটনা ধন্দের সৃষ্টি হয়। মৃতের নাম অভিষেক কুমার(৩২) বাড়ি বিহারে অরঙ্গাবাদ জেলার ক্লাব রোড নিবাসী। তবে সংস্থার কর্মীদের কাছ থেকে জানা গিয়েছে বিলোনিয়ার সারাসীমাতে অবস্থিত ওই সংস্থার জলের ট্যাঙ্কে পড়ে মৃত্যু হয়েছে অভিষেক কুমারের। এবং উনি ছিলেন সংস্থার সুপারভাইজার। মৃতদেহ বর্তমানে বিলোনিয়া হাসপাতলে। সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সংবাদকর্মীদের সাথে দুর্ব্যবহার জড়িয়ে পড়ে নির্মীয়মান কোম্পানির সদস্য শিভম কুমার। জানা যায় শিভম কুমারের আত্মীয় ছিল অভিষেক কুমার। এই দুর্ব্যবহার সন্দেহের জাল আরো গাড়ো করে তুলল।

গন্ডাছড়ায়

● **প্রথম পাতার পর**

জলে পড়ে শিশু মৃত্যুর ঘটনায় গোটা গন্ডাছড়া মহকুমা এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। মর্মান্তিক এই ঘটনায় রীতিমত অবাক হয়ে পড়েছেন শিশুটির মা।

রোডম্যাপ

● **প্রথম পাতার পর**

পশ্চিমবঙ্গের প্রেক্ষাপটে মনে করা হচ্ছে, তৃণমূল হঠাৎ করে সিপিআইএম এবং কংগ্রেসকে বাতিল করে প্রধান বিরোধী হয়ে উঠবে। দলীয় সূত্র নিশ্চিত করেছে যে বৈঠকে কেন্দ্রীয় নেতারা আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের জন্য একটি রোডম্যাপ তৈরি করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী আগামীকাল আগরতলায় ফিরে আসবেন।

হেফাজতে

● **প্রথম পাতার পর**

আবেদন জানিয়ে সোপর্দ করেছে। আদালত তাদের ১৬ আগস্ট পর্যন্ত জেল হেফাজতে পাঠিয়েছে। এ-বিষয়ে সরকার পক্ষের আইনজীবী সুবীর দাস জানান, আগামী সোমবার পুনরায় তাদেরকে আদালতে তোলা হবে। ওইদিন পূর্বে যে ৫ জন তৃণমূল কর্মীকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছিল তাদেরকেও আদালতে একইসঙ্গে তোলা হবে।

চাইল্ড লাইন

● **প্রথম পাতার পর**

করতে যাচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতে চাইল্ড লাইনের কর্মকর্তারা শান্তির বাজার আরক্ষা দপ্তরের কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে রাত্রিবেলায় বিয়ে বাড়িতে গিয়ে ঘটনার সত্যতা যাচাই করেন। উনারা সংবাদ মাধ্যমের সামনে জানান বিয়ে বাড়িতে গিয়ে নাবালিকার কোনো প্রকার খোঁজ পাননি। নাবালিকাকে উদ্ধারের ব্যাপারে বাড়ির লোকজন কোনো রকম সাহায্য করেননি। তবে নাবালিকা মেয়ের বিয়ের কথা চাইল্ড লাইনের সদস্যদের কাছে স্বীকার করেছেন ছেলের বাবা হিরালাল দাস। উনারা চাইল্ড লাইনের নিকট উনার ছেলেকে নাবালিকা মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দেবেন না বলে লিখিত দিয়েছেন। চাইল্ড লাইনের সদস্য ও আরক্ষা দপ্তরের কর্মীরা বাড়ির সকলকে সচেতন করেন কেউ যদি আইন অমান্য করে তাহলে বাল্য বিবাহের আইনে দোষীদের শাস্তি প্রদান করা হবে। ধারণা করা হচ্ছে পুলিশ ও চাইল্ড লাইনের কর্মীদের আঁচ পেয়ে নাবালিকা কন্যা ও যুবতী বাড়ি থেকে অন্যত্র পালিয়ে গেছে।এখন দেখার বিষয় বাল্য বিবাহরোধে ছেলের পিতা হিরালাল দাস ও উনার পরিবারের লোকজন কতটুকু ভূমিকা পালন করেন।

আইসিপির

● **প্রথম পাতার পর**

তিনি বলেন, ত্রিপুরার রুট ব্যবহার করার জন্য বহুবার বাংলাদেশকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। তারা বিভিন্ন সময়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছে। তাতে দেখা গেছে, ত্রিপুরার দিয়ে পণ্য পরিবহণে সময় কম লাগছে, সাথে খরচও কম হচ্ছে। তাঁর বক্তব্য, ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ট্রেনে ত্রিপুরায় পণ্য আসছে খুব সহজে। ত্রিপুরায় জিরানিয়া রেল স্টেশন থেকে ওই পণ্য ট্রাকে লোড করে বাংলাদেশ রপ্তানি করা হচ্ছে। তাঁর দাবি, আগরতলা আইসিপি থেকে ২০০ কিমি দুরত্বে বাংলাদেশের সমস্ত বড় শহর রয়েছে। ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং সিলেট অঞ্চল মাত্র ২০০ কিমি পথ পাড়ি দিলেও পণ্য পৌঁছে যাচ্ছে। তাই, বাংলাদেশ ত্রিপুরা দিয়ে পণ্য পরিবহণে উতাহ দেখিয়েছে।

তাঁর কথায়, ইতিপূর্বে বেনাপোল-পেট্রাপোল আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশ ভারত থেকে পণ্য আমদানি করেছে। কিন্ত, তাতে খরচও বেশি এবং সময় বেশি ব্যয় হচ্ছে। তাই, অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আগরতলা আইসিপি দিয়ে পণ্য পরিবহণে সায় দিয়েছে বাংলাদেশ। তাতে উপকৃত হবে ত্রিপুরা। তাঁর দাবি, জিরানিয়া থেকে পণ্য রপ্তানির জন্য ত্রিপুরার ট্রাক চালকরা রোজগার পাবেন। তাছাড়া, পণ্য উঠা-নামার জন্য এরাজ্যের শ্রমিকরা কাজ পাবেন। পাশাপাশি, ওই পরিবহণ বাণিজ্যের সাথে যুক্ত অন্যান্য-রাও রোজগারের সুযোগ পাবেন।

তিনি বলেন, আপাতত আগরতলা আইসিপি দিয়ে বাংলাদেশে ৪০ ধরণের পণ্য রপ্তানির অনুমতি রয়েছে। কিন্ত, বাংলাদেশ সরকারের কাছে সমস্ত ধরনের পণ্য রপ্তানির অনুমতি দেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে। তাঁর দাবি, খুব শীঘ্রই ভারত থেকে ত্রিপুরা দিয়ে বাংলাদেশ চাল এবং ডাল আমদানি করবে। কারণ, ইতিমধ্যে বেশ কয়েকজন রপ্তানিকারক আমাদের সাথে যোগাযোগ শুরু করেছে। তাতে স্পষ্ট, আগামীদিনে ত্রিপুরা থেকে রপ্তানি বাণিজ্য অনেক বৃদ্ধি পাবে।

ভগবান দাস

● **প্রথম পাতার পর**

তাতে, আমার বুকে এবং হাতে আঘাত লেগেছে। কিন্ত, আমার গাড়ির চালক মারাত্মকভাবে আঘাত পেয়েছেন। তাঁর মাথায়, বুকে এবং হাতে প্রচন্ড চোট লেগেছে। তাঁকে কুমারঘাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তিনি বলেন, উল্টো দিক থেকে প্রচন্ড গতিতে ওই গাড়িটি আসছে দেখে আমরা রাস্তার পাশে গাড়ি দাঁড় করেছিলাম। তারপরও ওই গাড়িটি আমাদের গাড়িতে সজোরে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছিল। কিন্ত, আমার নিরাপত্তা রক্ষীরা ছুটে গিয়ে গাড়ির চালককে আটক করতে সক্ষম হয়েছেন। খবর পেয়ে পুলিশ ছুটে এসে গাড়ি সহ চালককে আটক করে নিয়ে গেছে।

এদিন ভগবান বাবু দাবি করেন, ওই ঘটনার পেছনে তিনি ষড়যন্ত্রের আভাস পাচ্ছেন। কারণ, বেশ কিছু দিন ধরেই সমাজদ্রোহিরা সক্রিয় হয়ে উঠেছে। নানাভাবে আমাকে কোনঠাসা করার চক্রান্ত করছে। তাতেও সফলতা না পাওয়ায় আজ আমাকেই প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। তিনি বলেন, পাবিয়াছড়া সহ সমগ্র ঊনকোটি জেলায় বিরোধীরা জমি খুঁজে পাচ্ছেন না। তাই, এখন ষড়যন্ত্র শুরু করেছেন তাঁরা। তিনি জানান, প্রাণনাশের আশঙ্কায় পুলিশের দ্বারস্থ হচ্ছি। আজকেই থানায় মামলা করছি।

কৈলাসহর থানার পুলিশ জানিয়েছে, বিধায়কের গাড়ি দুর্ঘটনায় ফটিকরায় থানাধীন কৃষ্ণপুর এলাকার বাসিন্দা গাড়ি চালক রূপক মালাকার(২২)-কে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁর গাড়ি আটক করা হয়েছে। ওই ঘটনায় তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে।

রিতা দেবনাথ

● **প্রথম পাতার পর**

হয়েছিল।

এ বছর পুরস্কারপ্রাপকদের মধ্যে রয়েছেন ১৫ জন সিবিআই আধিকারিক, ১১ জন মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র পুলিশের, ১০ জন উত্তর প্রদেশ, ৯ জন কেরল ও রাজস্থান, ৮ জন তামিলনাড়ু পুলিশ, বিহারের ৭ জন। গুজরাট, কর্ণাটক ও দিল্লি পুলিশের ৬ জন, আসাম ও পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ৪ জন, ত্রিপুরা, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যান্ড, মণিপুর ও অরুনাচল প্রদেশ পুলিশের ১ জন আধিকারিক রয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের ৪ জন পুরস্কার প্রাপক হলেন সুদীপ কুমার দাস, কৌশিকব্রত মজুমদার, সুমন সাধুখাঁ এবং জিতেন্দ্র প্রসাদ। আসাম পুলিশের পুরস্কার-প্রাপকরা হলেন — বিবেকানন্দ দাস, ডঃ রশ্মী রেখা শর্মা, সুকুমার সিনহা এবং দীপঙ্কর গগৈ। ত্রিপুরা পুলিশের রীতা দেবনাথ এই পুরস্কার পেয়েছেন।

প্রতিমা ভৌমিক

● **প্রথম পাতার পর**

আসবেন। আগরতলা বিমান বন্দর থেকে তিনি মিছিল করে প্রদেশ কার্যালয়ে আসবেন। সেখানে তাঁকে মন্ত্রী, বিধায়ক ও বিজেপির পদাধিকারীরা শুভেচ্ছা জানাবেন। এরপর তিনি মুখ্যমন্ত্রী ও উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাত করবেন। সাক্ষাত শেষে তিনি পুণরায় বিমান বন্দরে যাবেন এবং হেলিকপ্টারে উত্তর ত্রিপুরা জেলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন।

কিশোর বাবুর কথায়, উত্তর ত্রিপুরা থেকে প্রতিমা ভৌমিক আশীর্বাদ যাত্রায় অংশ নেবেন। রাজ্যের প্রতিটি জেলায় তিনি সড়ক পথে যাবেন। কিশোর বর্মণ বলেন, ধর্মনগর থেকে সাব্রুম এবং সেখান থেকে সোনামুড়া হয়ে তিনি আগরতলায় ফিরে আসবেন। সকলের কাছ থেকেই তিনি আশীর্বাদ গ্রহণ করবেন। তাঁর ওই আশীর্বাদ যাত্রা উপলক্ষ্যে বিজেপি বিধায়ক গণ নিজ নিজ এলাকায় বিশেষ বন্দোবস্ত করবেন। এছাড়া, প্রদেশ কমিটির কয়েকজন কর্মকর্তা সর্বক্ষণ তাঁর সাথে থাকবেন। কিশোর বর্মণের কথায়, ওই আশীর্বাদ যাত্রাকে ঘিরে এখনই বিপুল উতাহ উদ্দীপনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

কারাদন্ডাদেশ

● **আটের পাতার পর**

উপর কাপড় নিয়ে পালিয়ে যায়।ঘটনা ২০১৮ সালের নভেম্বর মাসের ২৪ তারিখ শান্তির বাজার বাইপাস রোডে বি.এস.এফ ক্যাম্প সংলগ্ন এলাকায়।মহিলা আহত অবস্থায় মনপাথর পঞ্চায়েতে ছুটে যায়।

মন পাথর পঞ্চায়েতের কর্তৃপক্ষ মন পাথর পুলিশ ফাঁড়িতে মামলা করার জন্য বলেন মহিলাকে। মন পাথর থানার পুলিশ শান্তির বাজার থানায় নিয়ে আসে আহত অবস্থায় ধর্ষিতা মহিলাকে। সেখানে মহিলার জবানবন্দি রেকর্ড করার পর তদন্ত শুরু করে। অভিযুক্ত শিবশঙ্কর দেবনাথকে পুলিশ আটক করে। তদন্তের পর বিলোনিয়া দায়রা আদালতে চার্জশিট জমা দেয় পুলিশ। ১৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণের পর বিলোনিয়া দায়রা আদালতের বিচারক ৩৭৬ (১) জজ্ঞ্ঞ্ব ধারায় শিব শঙ্কর দেবনাথকে দোষী সাব্যস্ত করে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ ১০,০০০টাকা আর্থিক জরিমানা,অনাদায়ে ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

আইপিসির ৩৯২ ধারায় তিন বছরের জেল ৫০০০ টাকা জরিমানা সহ অনাদায়ে ৩ মাসের সশ্রম কারাদণ্ড ঘোষণা করেন বিলোনিয়া দায়রা আদালতের বিচারক আশুতোষ পান্ডে। সরকার পক্ষের মামলাটি পরিচালনা করেন পাবলিক প্রসিকিউটর আক্তার হোসেন মজুমদার।

যুবকের

● **প্রথম পাতার পর**

প্রত্যক্ষ করে পরিবারের লোকজনরা তড়িঘড়ি তাকে তেলিয়ামুড়া মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসে।

অখিল দেববর্মার শারীরিক অবস্থা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে কর্তব্যরত চিকিৎসক উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবি হাসপাতালে প্রেরণ করে দেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা যায় ,অখিল দেববর্মার শারীরিক অবস্থা সংকটজনক। এই ঘটনা ঘিরে গোটা দুস্কি এলাকার মানুষজনদের মধ্যে গুঞ্জন চলছে। এসিড খেয়ে যুবকের আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

খেলাধুলা

অলিম্পিকে ভালো ফলে বিশ্ব ডিসকাস থ্রোয়ের ক্রমতালিকায় ১০ নম্বরে কমলপ্রীত

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি. স.): এক বারে ২২ ধাপ এগিয়ে বিশ্ব ডিসকাস থ্রোয়ের ক্রমতালিকায় প্রথম দশে জায়গা করে নিলেন ভারতের অ্যাথলেটি কমলপ্রীত কউর। টোকিও অলিম্পিকে ভাল ফলের সুবাদে বর্তমানে বিশ্ব ডিসকাস থ্রোয়ের ক্রমতালিকায় ১০ নম্বরে জায়গা করে নিলেন তিনি।

সদ্য সমাপ্ত টোকিও অলিম্পিকে যোগ্যতা অর্জন পর্বে ৬৪ মিটার ডিসকাস থ্রো করে মূল পর্বে যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন তিনি। তবে ফাইনালে পৌঁছে সেই ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে না পেরে শেষ পর্যন্ত ষষ্ঠ স্থান দখল করেন তিনি। ফাইনালে ৬৩.৭০ মিটার ডিসকাস থ্রো করেছিলেন তিনি। মেডেল জিততে না পারলেও বিশ্ব অ্যাথলেটিকে নতুন কৃতিত্ব অর্জন করেন ভারতের মহিলা ডিসকাস থ্রোয়ার কমলপ্রীত কউর। সদ্য প্রকাশিত বিশ্ব ডিসকাস থ্রোয়ের ক্রমতালিকায় ২২ ধাপ উঠে গেলেন কমলপ্রীত কউর। বর্তমানে বিশ্ব ডিসকাস থ্রোয়ের ক্রমতালিকায় ১০ নম্বরে জায়গা করে নিলেন তিনি। যা ভারতকে বিশ্ব দরবারে গর্বিত করেছে।

তবে সব অ্যাথলিটদের মতোই কমলপ্রীতের সফরও খুব একটা সহজ ছিল না, কমলপ্রীত কউরের যাত্রা ছিল চড়াই উতরাইয়ে ভরা। ডিসকাস থ্রোয়িংয়ের বদলে কমলপ্রীতের হাতেখড়ি শট পাটার হিসাবে। স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়ার কোচের পরামর্শেই ডিসকাস থ্রোয়িংকে বেছে নিয়েছিলেন কমলপ্রীত। এরপরে ২০১৮ সালে এশিয়ান গেমসে যোগ্যতা অর্জন করতে ব্যর্থ হওয়ার পর ডিপ্রেসনে চলে গিয়েছিলেন পঞ্জাব কন্যা। তবে এর পরে হতাশাকে পিছনে ফেলে জাতীয় রেকর্ড গড়ে অলিম্পিক্সে নিজের জায়গা পাকা করেছিলেন কমলপ্রীত।

লর্ডস টেস্টে শতরান হাতছাড়া রোহিতের, ৬৯ বছরের রেকর্ড ভেঙে নয়া নজির রোহিত-রাহুল জুটির

লন্ডন, ১২ আগস্ট (হি.স.) : লর্ডস টেস্টে মেঘলা আবহাওয়ার ফায়দা তুলতে ব্যর্থ জো রুটের বোলাররা। আর সেই সুবাদেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দাদাগিরি দেখালেন রোহিত শর্মার। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, জয় শাহদের সামনেই রোহিতের ব্যাট থেকে এল স্মরণীয় ইনিংস। যোগ্য সঙ্গত দিলেন ফর্মে থাকা লোকেশ রাহুল। যদিও কেরিয়ারের অষ্টম তথা বিদেশে প্রথম টেস্ট শতরানের জন্য রোহিতের অপেক্ষা আরও বাড়ালেন জেমস অ্যান্ডারসন।

লর্ডসে এদিন রোহিত ও রাহুলের জুটি ভাঙল ৬৯ বছরের পুরানো রেকর্ড। ১৯৫২ সালে ভিনু মানকড় ও পঙ্কজ রায়ের ওপেনিং জুটিতে উঠেছিল ১০৬ রান। ম্যাচের ৩৬ ওভারে সেই রেকর্ডটি ভেঙে দেন রো-রা জুটি। লর্ডসে প্রথম ব্যাট করতে নেমে ২০০৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে অ্যালাস্টেয়ার কুক ও অ্যান্ড্রু স্ট্রসের ওপেনিং জুটিতে ওঠা ১১৪ রানই ছিল এতদিনের সর্বোচ্চ। সেটিও এদিন ভারতীয় ওপেনাররা ভেঙে দিলেন। ৪৩.৪ ওভারে জেমস অ্যান্ডারসনের বলে রোহিত বোল্ড হতেই ভারতের ওপেনিং জুটি ভাঙে ১২৬ রানে। এদিন টস জিতে ফিল্ডিং নিয়েছিলেন ইংল্যান্ড অধিনায়ক জো রুট। মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির কারণে টস ও খেলা শুরু হতে কিছুটা দেরিও হয়। লাঞ্চের আগেও বেশ কিছুক্ষণ খেলা বন্ধ থাকে বৃষ্টির কারণে। মধ্যাহ্নভোজের বিরতিতে ভারতের স্কোর ছিল ১৮.৪ ওভারে বিনা উইকেটে ৪৬ রান। রোহিত শর্মা ৩৫ ও লোকেশ রাহুল ১০ রানে অপরাজিত ছিলেন। ভারতের রান ১০০ পেরোয় ৩২.৫ ওভারে অর্থাত ১৯৮ বলে। এই সময় রোহিতের রান ছিল ৭৫, রাহুলের ১৬। দ্বিতীয় সেশনের জলপানের বিরতিতে ভারতের রান দাঁড়ায় ৩৬ ওভারে বিনা উইকেটে ১০৮।

মেয়রের কামড়ে পদক বদলাতে হল জাপানী অ্যাথলিটকে

টকিও, ১২ আগস্ট (হি. স.): আনন্দের চোটে জাপানের সফটবলে সোনাজয়ী মিউ গোতোর পদকটি কামড়ে ফেললেন তাঁর শহরের মেয়র তাকাশি কাওয়ামুরা।ফলে পদকটি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। যার জন্য সেই পদক বদলাতে হচ্ছে।

টোকিও অলিম্পিকে মহিলাদের সফট বলের ফাইনালে আমেরিকাকে হারিয়ে সোনা জেতে জাপান।সেই দলের সদস্য গোতো সোনার পদকটি দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলেন তাঁর শহর নাগোয়ার মেয়র তাকাশি কাওয়ামুরাকে। আনন্দের চোটে হঠাৎই পদকটি মুখে দিয়ে কামড়ে ফেলেন কাওয়ামুরা। পদকটি নষ্ট হয়ে যায়। এই ঘটনায় তীব্র সমালোচনার মুখে পড়েন কাওয়ামুরা। তিনি ক্ষমা চেয়ে নেন। কথা দেন, পদকটি বদলানোর জন্য যে টাকা খরচ হবে, তা তিনি দেবেন। অলিম্পিক্স কর্তারা পদক বদলে দেবেন বলে জানান।

এক বিবৃতিতে কাওয়ামুরা বলেন, 'নাগোয়ার মেয়র হিসেবে আমার যে ভূমিকা, সেটা ভুলে গিয়েছিলাম। অত্যন্ত অনুপযুক্ত একটা কাজ করেছি।'

এ বার ফেন্সিংয়ে জাপানের রুপোজয়ী ইউকি ওটা এই ঘটনার সমালোচনা করে টুইটারে লেখেন, 'এটা অ্যাথলিটদের অসম্মান করা। তা ছাড়া উনি কোভিড বিধি ভেঙেছেন। এর কোনও ব্যাখ্যা নেই আমার কাছে।'-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসে ভাসলেন লাভলিনা, গুয়াহাটি বিমানবন্দরে অসম-কন্যাকে লাল গালিচা দিয়ে স্বাগত স্বপার্ষদ মুখ্যমন্ত্রীর

গুয়াহাটি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : টোকিও অলিম্পিকে ব্রোঞ্জজয়ী অসম-কন্যা লাভলিনাকে স্বাগত জানাতে সকাল থেকেই গুয়াহাটির গোপীনাথ বরদলৈ বিমানবন্দরে বাঁধভাঙা জনতার ভিড়। ছিলেন বহু ভিভিআইপি। ঘড়ির কাঁটায় ঠিক ৯:১৫। অসম-তনয়া লাভলিনা বড়গোহাঁইকে নিয়ে রানওয়ে স্পর্শ করে উড়ান। রানওয়ের পাশেই ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী বিমল বরা, সংসদীয় পরিক্রমা মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন প্রমুখ কয়েকজন ভিভিআইপি। উড়ান থেকে নীচে নামার সঙ্গে সঙ্গে ফুলের তোড়া দিয়ে মাথায় ঝাঁপি পরিয়ে উষ্ণ স্বাগত-অভ্যর্থনা জানান মুখ্যমন্ত্রী ড় শর্মা। রানওয়ে থেকে তাঁকে লাউঞ্জ পর্যন্ত পৌঁছে দেন তাঁরা।

লাউঞ্জে অপেক্ষা করছিলেন বিজেপির প্রদেশ সভাপতি ভবেশ কলিতা, সাংগঠনিক সাধারণ সম্পাদক ফণীন্দ্রনাথ শর্মা, প্রদেশ বিজেপির মহিলা মোর্চার সভানেত্রী অপরাজিতা ভুইয়াঁরা। সেখানে সকলের আদরের লাভলিনাকে একে একে সংবর্ধনা জানান।

বাইরে ছোট একটি সুসজ্জিত মঞ্চ তৈরি করে রাখা ছিল। বিহু-চুচরি, ঢোল, পেঁপা বাজিয়ে মঞ্চে লাভলিনাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান তাঁর অনুগামী এবং ক্রীড়াপ্রেমীরা। বিমানবন্দর থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় পঞ্চতারকা হোটেল তাজ ভিভিন্তায়। এখানেও বহুজন তাঁকে সংবর্ধনা জানান। জনতার উচ্ছ্বাসে এক সময় আবেগিক হয়ে ওঠেন ব্রোঞ্জকন্যা।

সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে দু-চোখ বেয়ে জল বেরিয়ে আসে ২৪ বছরের লাভলিনা বড়গোহাঁইয়ের। আবেগের সঙ্গে বলেন, তাঁর জন্য রাজ্যের আপামর জনতা পূজা—হোম—যজ্ঞ ইত্যাদি নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছেন, তা তিনি সংবাদ মাধ্যমের বদান্যতায় জানতে পেরেছেন। অসমবাসীর অকুণ্ঠ আশীর্বাদেই তিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় এই পদক পেয়েছেন। তাঁকে রাজ্যবাসী এত স্নেহ করেন তা তিনি ভাবতেই পারেননি। তবে অলিম্পিকে স্বর্ণজয় করতে পারলে আরও সুখি হতেন। অবশ্য পরের বার প্যারিস অলিম্পিকে সোনা জয় করতে অক্লান্ত কসরত করবেন, অঙ্গীকার করেছেন লাভলিনা।

অলিম্পিকে পদক বিজয়ী অসম-কন্যা লাভলিনাকে স্বাগত জানাতে দু-দিন আগে থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তকে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। গুয়াহাটি মহানগরের প্রধান প্রধান সড়কে লাভলিনার ছবি সংবলিত বিশাল বিশাল ব্যানার, হোর্ডিং ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে।

এদিকে আজ বিকেল তিনটায় গুয়াহাটিতে শংকরদেব কলাক্ষেত্রের আন্তর্জাতিক মিলনায়তনে এক বিপুল সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে রাজ্য সরকার। সেখানে প্রধান অতিথি মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, সম্মানিত অতিথি ক্রীড়া ও যুবকল্যাণ মন্ত্রী বিমল বরা সহ বহুজন তাঁকে সংবর্ধনা জানাবেন। এর পর সন্ধ্যা ছয়টায় রাজভবনে রাজ্যপাল অধ্যাপক জগদীশ মুখি অভ্যর্থনা ও সংবর্ধনা জানাবেন লাভলিনাকে। সেখান থেকে যাবেন পঞ্চতারকা হোটেল রেডিসন ব্লুতে। রেডিসনে বহু আমন্ত্রিত ভিভিআইপির সঙ্গে নৈশ আহার করবেন লাভলিনা বড়গোহাঁই। আগামীকালই তাঁকে ফের দিল্লিতে চলে যেতে হবে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর আমন্ত্রণে লালকেল্লায় স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে। তবে ১৭ তারিখ প্রায় মাসখানেকের জন্য ফের আসবেন তিনি।

অন্যদিকে, তাঁদের মেয়ে লাভলিনাকে স্বাগত জানানোর জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তাঁর জন্মভিটে গোলাঘাট জেলার বড়পথারের বারমুখিয়া গ্রামের জনতা। কিন্তু সময় না থাকায় এ যাত্রায় তিনি স্বগৃহে যেতে পারবেন না। তাই তাঁর বাড়ি সহ গ্রামে বিষাদের ছায়া পড়েছে। গ্রামের মানুষ বলেন, তাঁরা বহু আয়োজন করেছিলেন। ১৭ তারিখ আসবেন। তখন প্রাণভরে তাঁদের মেয়েকে আদর-যত্ন করবেন তাঁরা, বলেছেন গ্রামে মানুষ। প্রসঙ্গত, গোলাঘাটের জেলাশাসকের তত্ত্বাবধানে নিরাপত্তা বলয়ে বাড়িতে থাকবেন লাভলিনা।

প্যারিসে দৈনিক ১৭ হাজার পাউন্ড হোটেল ভাড়া গুনছেন মেসি, নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ রামোসের

প্যারিস, ১২ আগস্ট (হি. স.): বার্সেলোনা ছেড়ে ফ্রান্সের জায়ান্ট দল পিএসজিতে যোগ দিয়েছেন লিওনেল মেসি। স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে উঠেছেন প্যারিসের লে রয়্যাল মনচিআও হোটেলে। যার দৈনিক ভাড়া ১৭ হাজার পাউন্ড করে। ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় সাড়ে ১৭ লক্ষ টাকা। যদিও মেসির এই হোটেলে থাকা পছন্দ নয় তার এক সময়ের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সার্জিও রামোসের। হোটেল ছেড়ে মেসিকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি।

২০০০ সালে ১৩ বছর বয়সে আর্জেন্টিনা থেকে বার্সেলোনায় এসেছিলেন লিওনেল মেসি। এরপর স্পেনের কাতালানে কাটিয়েছেন টানা ২১টি বছর। স্পেনের সেই শহরেই গড়ে তুলেছেন ঘর-বাড়ি ও গাড়ি কিন্তু চুক্তি নবায়ন না হওয়ায় এখন হুট করে বদলাতে হয়েছে প্রিয় সেই শহরকে। ফ্রান্সের জায়ান্ট দল পিএসজিতে যোগ দেওয়ায় প্রিয় বার্সেলোনা ছেড়ে মেসি এখন প্যারিসে। প্যারিসে কিছুই নেই মেসির। তাই নতুন বাড়ি খুঁজে পাওয়ার আগ পযর্ন প্যারিসের লে রয়্যাল মনচিআও হোটেলেই স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে থাকছেন মেসি। অবশ্য প্যারিসে মেসির বাড়ি খুঁজে দেওয়ার দায়িত্ব তার নতুন ক্লাব পিএসজির। প্যারিসের এই হোটেলটি বেশ বিখ্যাত। সব রকমের সুব্যবস্থা আছে সেখানে।২৩ মিটার লম্বা সুইমিং পুল, সিনেমা দেখার ব্যক্তিগত জায়গা ছাড়াও ছয়টি বিলাসবহুল রেস্টুরেন্ট রয়েছে এ হোটেলে। আর এর জন্য গুনতে হচ্ছে দৈনিক ১৭ হাজার পাউন্ড করে। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ১৭.৪৮ লক্ষ টাকার বেশি।

তবে যতই সুবিধা থাকুক স্ত্রী-সন্তানসহ মেসির এই হোটেলে থাকা পছন্দ নয় তার এক সময়ের অন্যতম প্রতিদ্বন্দ্বী সার্জিও রামোসের। হোটেল ছেড়ে মেসিকে নিজের বাড়িতে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন তিনি। রামোস বলেছেন, 'তুমি যদি হোটেলে না থেকে কোনো বাসায় থাকতে চাও, চাইলে আমার বাসায় থাকতে পারো।'

স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম এল পাইসের সাংবাদিক হুয়ান ইরিগোয়েন জানিয়েছেন, আগের শত্রুতা আর নেই মেসি-রামোসের মধ্যে। দুজনের প্রতিপক্ষ এখন এক। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলবেন তারা। রামোসের এই সৌজন্যবোধে সেটিই ফুটে উঠল।-হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

ম্যাচ পারিশ্রমিক বাড়ানোর দাবিতে বোর্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অধিনায়ক বাবর আজম-সহ চার ক্রিকেটারের

ইসলামাবাদ, ১২ আগস্ট (হি.স.) : পাকিস্তান বোর্ডের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করলেন অধিনায়ক বাবর আজম-সহ একাধিক ক্রিকেটার। ম্যাচ পারিশ্রমিক বাড়ানোর পক্ষে সওয়াল করেছেন তারা।

বাবর বাদে এই দাবি তোলা বাকি ক্রিকেটাররা হলেন উইকেটকিপার মহম্মদ রিজওয়ান, অলরাউন্ডার হাসান আলি এবং জোরে বোলার শাহিন শাহ আফ্রিদি। চারজনেই বোর্ডের কেন্দ্রীয় চুক্তির সর্বোচ্চ স্তরে রয়েছেন। টেস্ট, একদিনের ক্রিকেট এবং টি-২০, তিনটি ক্ষেত্রেই পারিশ্রমিক বাড়ানোর দাবি করেছেন তাঁরা। উল্লেখ্য, কেন্দ্রীয় চুক্তিতে "বি" এবং "সি" গ্রেডের ক্রিকেটারদের পারিশ্রমিক বাড়ানো হলেও "এ" গ্রেডের ক্ষেত্রে তা করা হয়নি। তাঁদের রিটেনারশিপ ফি বাড়ানো হয়েছে ২৫ শতাংশ। তবে এই বৃদ্ধিতে খুশি হতে পারেননি বাবররা। তাঁরা এর মধ্যেই বোর্ডের ডিরেক্টর জাকির খানের কাছে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ম্যাচ পারিশ্রমিক বাড়ানো হবে কি না, সে ব্যাপারে এখনও কোনও নিশ্চয়তা দেওয়া হয়নি। তবে ক্রিকেটাররা আশাবাদী যে বোর্ড তাঁদের কথা শুনবে।

প্যারিসে হু হু করে বিক্রি মেসির নতুন জার্সি

প্যারিস, ১২ আগস্ট (হি.স.) : প্যারিস সাঁ জাঁ-র ৩০ নম্বর জার্সি এখন গোটা ফুটবল বিশ্বে চর্চার বিষয়। সেই জার্সি মুহূর্তের মধ্যে বিক্রি শেষ। পিএসজি-র ৩০ নম্বর জার্সি বিক্রি হতে সময় লাগল মাত্র ৩০ মিনিট। এই জার্সি পড়ে মাঠে নামতে চলেছেন লিওনেল মেসি। মঙ্গলবার পিএসজি-র ওয়েব সাইটে মেসির জার্সি বিক্রির কথা ঘোষণা করা হয়।

প্যারিসে ইতিমধ্যেই মেসি কতটা জনপ্রিয়, তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল আর্জেন্টাইন তারকা প্যারিসে পা রাখার আগেই। এত কম সময়ে এত জার্সি বিক্রি হয়ে যাওয়ায় তা আরও একবার প্রমাণ হল। মেসির জার্সি বেশ চড়া দামেই বিক্রি করেছে পিএসজি। ভারতীয় মুদ্রায় ১৩ হাজার ৭৭৫ টাকা দাম ছিল এই জার্সির। তবে এখনও আন্তর্জাতিক বাজারে আসেনি মেসির জার্সি। করোনা ভাইরাসের কারণে এই সতর্কতা নিয়েছে প্যারিসের ক্লাব। হিন্দুস্থান সমাচার /সঞ্জয়

ফের লর্ডসের দর্শকাসনে সস্ত্রীক সৌরভ

লন্ডন, ১২ আগস্ট (হি.স.) : লর্ডসে দ্বিতীয় টেস্টের প্রথমদিনেই দর্শকাসনে দেখা গেল ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের সভাপতি তথা প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে। সঙ্গে ছিলেন স্ত্রী ডোনাও। সৌরভের ছবি তুলে ডোনা নেটমাধ্যমে পোস্ট করেন। বোর্ড সচিব জয় শাহও হাজির ছিলেন স্টেডিয়ামে। বৃহস্পতিবার লর্ডসে জো রুটের নেতৃত্বাধীন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় টেস্ট খেলতে নেমেছে ভারত। প্রথম দিনের খেলা শুরু হওয়ার কিছুক্ষণ পরেই বোর্ড সভাপতি সৌরভকে বসে থাকতে দেখা যায়। তখন তিনি কথা বলছিলেন প্রাক্তন ইংল্যান্ডের ক্রিকেটার তথা ধারাভাষ্যকার জিওফ্রে বয়কটের সঙ্গে। কিছুক্ষণ পরেই জয় শাহকেও দেখা যায়। তিনি আড্ডা জমিয়েছিলেন ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের মুখ্য কর্তা টম হ্যারিসনের সঙ্গে। প্রথম দিন লর্ডসে আরও অনেক বিখ্যাত ব্যক্তিত্বকে হাজির থাকতে দেখা গিয়েছে। বৃহস্পতিবার ম্যাচের আগে থেকেই বৃষ্টি এসে বাধা দেয়। ফলে নির্ধারিত সময়ের থেকে ১৫ মিনিট দেরিতে টস হয়। টসে হেরে যান বিরাট কোহলী। ভারত ব্যাট করতে নামে। তারপরেও বৃষ্টি নামায় আগেই মধ্যাহ্নভোজের বিরতি নিয়ে নেওয়া হয়।

১৪ ধাপ এগিয়ে জ্যাভলিন থ্রো-র বিশ্ব ক্রমতালিকায় দু'নম্বরে উঠে এলেন নীরজ

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি. স.): এক লাফে ১৪ ধাপ উঠে এলেন সোনার ছেলে নীরজ চোপড়া। জ্যাভলিন থ্রো-র বিশ্ব ক্রমতালিকায় ১৬ নম্বর থেকে এক লাফে থেকে দু' নম্বরে উঠে এলেন তিনি। এক নম্বরে রয়েছেন জার্মানির জোহানাস ভেট।

টোকিও অলিম্পিকে দ্বিতীয় থ্রোতে ৮৭.৫৮ মিটার জ্যাভলিন ছুড়ে সোনা জিতে নেন নীরজ। অলিম্পিকের ইতিহাসে প্রথম ভারতীয় হিসেবে তিনি অ্যাথলেটিকে সোনা জিতেছেন। অলিম্পিকে এই সাফল্যের সুবাদে পর জ্যাভলিন থ্রো-র বিশ্ব ক্রমতালিকায় দু' নম্বরে উঠে এলেন তিনি। অলিম্পিকের আগে প্রথম দশের বাইরে ছিলেন নীরজ। ১৬ নম্বর থেকে এক লাফে ১৪ ধাপ উঠে এলেন।

নীরজের সামনে রয়েছেন জার্মানির জোহানাস ভেট। তাঁর ১৩৯৬ পয়েন্ট। আর নীরজের পয়েন্ট ১৩১৫। পয়েন্টের ব্যবধান খুব বেশি নয়। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে পারলে এক নম্বরে পৌঁছে যেতে পারেন নীরজও। পোলান্ডের মার্সিন ক্রুকউস্কি রয়েছেন তিন নম্বরে। তাঁর পয়েন্ট ১৩০২। তালিকায় চার নম্বরে রয়েছেন চেক প্রজাতন্ত্রের জাকুব ভাদলেচ। ১২৯৮ পয়েন্ট পেয়েছেন তিনি। -হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি

উন্নত মুদ্রণ

সাদা, কালো, রঙিন

নতুন ধারায়

রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস

জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন

প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১

ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪

ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

The Executive Engineer, Agartala Division No.III, PWD(R&B), Agartala invites e- tender vide PNIeT No. 10/EE/Divn.III/PWD(R&B)/2021-2022, Dated **10th August, 2021** for the work detailed below:-

1/ [DNIeT No. CE(Buildings)/PWD/DNIT /ACE/Project Unit/25/2021-22]

[Estimated Cost Rs. 2,42,59,046.85] , [EMD Rs. 2,42,590.00] [Completion Time: 09(nine) month]

Bid documents can be seen in the **website http://tripuratenders.gov.in** w.e.f. **11th Auguast to 26th August, 2021** and last date of downloading & bidding for bids is **26th August, 2021** up to **3:00pm.**

NOTE:

NO NEGOTIATION WILL BE CONDUCTED WITH THE LOWEST BIDDER

For and on behalf of the Governor of Tripura
(Er. L.Goswiami)
Designation: Executive Engineer
Division No-III, PWD(R&B),
Agartala, West Tripura

ICA-C-1733/2021-22

The Executive Engineer, Mechanical Division (R&B), Agartala, West Tripura Tripura invites e-tender against Press NieT NO; 28 /EE/PNIe-T/MECH-DIVN/AGT/2021-22 Dated: 10/08/2021.

Name of work:-Providing,installation and commissioning of 1.5/2.0 TR Split Type High Wall Air Conditioning Machines for the two court rooms, two officer's chambers and computer server room of newly constructed Amarpur Sub-Divisional Court under the District & Session Judge, Gomati Tripura, Udaipur.

With Estimated cost : Rs. 7,54,110.00, Earnest Money : Rs. 7,541.00, Time of Completion:- 02(two) Months.

Last Date of bidding for bids : Date: 31st day of August, Year,2021 up to 15.00 Hrs.

Bid opening date : Date: 31st day of August, Year, 2021 at 15.30 Hrs

For more details kindly visit: **https://tripuratenders.gov.in**

Executive Engineer
Mechanical Division
Agartala, West Tripura

ICA-C-1740/2021-22

বৃহস্পতিবার বিভিন্ন দাবীতে এসএফআই এবং টিএসইউর উদ্যোগে ধরণা আন্দোলন আগরতলায়। ছবি নিজস্ব।

তহশীলদারের মর্জিমাফিক অফিসে আসা যাওয়ায় চরম হয়রানির শিকার জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। মুখ্যমন্ত্রীর সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে হেরমা তহশীলদার। দুপুর গড়িয়ে যাওয়ার পরও তহশিল অফিস এর দরজা খুলেনি। জরুরী প্রয়োজনে এসে মানুষ তহশিল অফিস খোলা না থাকায় ব্যর্থ মনোরথে ফিরে যেতে বাধ্য হচ্ছে। তাতে ক্ষোভে ফুঁসছেন সাধারণ মানুষ। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন প্রতিটি সরকারি দপ্তরে সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে হবে। যাতে করে নাগরিকদের অসুবিধে না হয়। প্রতিটি নাগরিক যাতে প্রতিটি সরকারি অফিসে গিয়ে সঠিকভাবে পরিষেবা পায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই সিদ্ধান্তকে বুড়ো আঙ্গুল দেখাচ্ছে চরিলাম আর ডি ব্লকের অন্তর্গত রংমালা এডিসি ভিলেজ কমিটি এলাকায় হেরমা তহশীল। হেরমা তহশীল নির্দিষ্ট সময়ে খোলা হয় না। কোন কোন দিন একেবারেই বন্ধ থাকে তহশীল। হেরমা তহশিল অফিস সরকারি সময় অনুযায়ী খোলা হচ্ছে না। যার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে জনগণ এসে প্রায় সময় ফিরে যায়। তহশীল বন্ধ থাকে। বুধবার দিনও বন্ধ ছিল তহশীল অফিস। বৃহস্পতিবার দিন বুদ্ধ রানী দেববর্মা নামে এক উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রী সকাল দশটা থেকে সাড়ে বারোটা পর্যন্ত কাঠফাটা রোদের মধ্যে হেরমা তহশিল অফিস এর সামনে বসে থাকে। এই উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছাত্রী এস টি সার্টিফিকেট পড়ানোর জন্য আসে। কলেজে এডমিশন এর জন্য এই সার্টিফিকেট প্রয়োজন। দুই দিন ধরে ঘুরছে। তহশীল খোলা পাচ্ছেন না। এই ছাত্রীর বাড়ি হেরমা তহশীল থেকে প্রায় ৭ কিলোমিটার ভিতরে রামনগর এলাকায়। এই ছাত্রীটি হেঁটে হেঁটে আসছে দুইদিন ধরে হেরমা তহশীলে। প্রায় সময় এই অফিস নিয়মিত খোলা হয় না বলে এলাকাবাসী অভিযোগ করেছেন। তহসিল অফিস এর সামনে সাইনবোর্ড রয়েছে। কিন্তু কিসের সাইনবোর্ড বুঝা যাচ্ছেনা। সাইনবোর্ডে লেখা গুলো মুছে গিয়েছে। তহশিলদার বাবুর সময় নেই একটি সাইনবোর্ড বানাবার জন্য। এই তহশীলটি বিশালগড় মহকুমা শাসকের জুরিডিকসনের মধ্যে। সরকারি অফিস যদি এভাবে দিনের পর দিন নির্দিষ্ট সময়ে খোলা না হয় তাহলে জনসাধারণকে যে কি পরিমান দুর্ভোগে পোহাতে হয় তা হয়তো বা মহকুমা শাসক এবং জেলাশাসক জানেন না। এমনটাই অভিযোগ করেছে এলাকাবাসী। যদি তারা জানতেন তাহলে নিশ্চয়ই ব্যবস্থা গ্রহণ করতেন। এলাকাবাসী চাইছে এই তহশীল যাতে নির্দিষ্ট সময়ে খোলা হয় ,জনগণকে যাতে এসে ফিরে যেতে না হয়। না হলে যে কোন সময় এই তহসিল অফিস এর বিরুদ্ধে জনগণ আন্দোলন সংগঠিত করবে এমনটাই জানিয়েছে এলাকাবাসী।

৬ দিনে আক্রান্ত ৩০১ শিশু! তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করল কর্ণাটক স্বাস্থ্য দফতর

বেঙ্গালুরু, ১২ আগস্ট (হি. স.): করোনার তৃতীয় ঢেউয়ের আশঙ্কায় সতর্কতা জারি করল কর্ণাটক স্বাস্থ্য দফতর। গত ছয় দিনে বেঙ্গালুরুতে করোনায় আক্রান্ত ৩০১জন শিশু-কিশোর। এভাবে কমবয়সিদের করোনায় আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় জোরাল হচ্ছে তৃতীয় ঢেউয়ে শিশুদের আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কা। যার জেরে সতর্কতা জারি করল কর্ণাটক স্বাস্থ্য দফতর।

গত ছয়দিনে বেঙ্গালুরুতে করোনায় আক্রান্ত কমবয়সিদের মধ্যে ০-৯ বছর বয়সিদের সংখ্যা ১২৭ জন। পাশাপাশি ১০-১৯ বছর বয়সিদের সংখ্যা ১৭৪ জন। সব মিলিয়ে আক্রান্ত ৩০১ জন। একসঙ্গে এতজন কমবয়সিদের আক্রান্ত হওয়ার ঘটনা কর্ণাটকে এই প্রথম ঘটল। গত ছয়দিনের এই পরিসংখ্যান রীতিমত ভয় ধরাচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবেই নড়েচড়ে বসেছে প্রশাসন। একসঙ্গে একজন শিশুর আক্রান্ত হওয়ার ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে স্বাস্থ্য দফতর সতর্কতা জারি করে জানিয়েছে, সাবধান না হলে পরিস্থিতি দ্রুত খারাপ হতে পারে।

করোনার তৃতীয় ঢেউ আছড়ে পড়লে শিশুরা বেশি আক্রান্ত হবে, এমন কথা শোনা গিয়েছে গত কয়েক মাসে। এদিকে সেপ্টেম্বর থেকেই শিশুদের টিকাকরণ শুরু হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বেঙ্গালুরুর ঘটনায় 'সিঁদুরে মেঘ' দেখছেন বিশেষজ্ঞরা।

কোনও কোনও বিশেষজ্ঞের মতে, যেহেতু এখনও শিশুদের মধ্যে এখনও করোনা টিকাকরণ শুরু হয়নি তাই তাদের আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও এইমস থেকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা জানিয়ে দিয়েছে, শিশুদের শরীরে যে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা রয়েছে তা করোনাকে রুখে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সুতরাং শিশুদের শরীরে সেভাবে সংক্রমণ ছড়াতে পারবে না করোনা ভাইরাস।

ভারতে ক্রমেই ঊর্ধমুখী করোনা সংক্রমণ, ২৪ ঘন্টায় মৃত্যু ৪৯০

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): ভারতে ফের ঊর্ধমুখী দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা, মৃত্যুর সংখ্যা ৫০০-র কাছাকাছিই রয়েছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় ভারতে নতুন করে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন ৪১ হাজার ১৯৫ জন, এই সময়ে কোভিডে মৃত্যু হয়েছে ৪৯০ জনের। বুধবার সারাদিনে ভারতে সুস্থ হয়েছেন ৩৯,০৬৯ জন, ফলে ভারতে এই মুহূর্তে সুস্থতার হার ৯৭.৪৫ শতাংশ। ভারতে এই মুহূর্তে মোট চিকিৎসাধীন করোনা-রোগীর সংখ্যা ৩,৮৭,৯৮৭ জন, বিগত ২৪ ঘন্টায় রোগীর সংখ্যা বেড়েছে ১,৬৩৬ জন। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে কোভিড টেস্টের সংখ্যা ২১,২৪,৯৫৩।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ভারতে নতুন করে ৪১,১৯৫ জন সংক্রমিত হওয়ার পর দেশে মোট করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে হল ৩ কোটি ২০ লক্ষ ৭৭ হাজার ৭০৬ জন। ভারতে ৫২.৩৬-কোটির গণ্ডি ছাড়িয়ে গেল কোভিড-টিকাকরণ, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত মোট ৫২,৩৬,৭১,০১৯ জনকে ভ্যাকসিন দেওয়া হয়েছে। বিগত ২৪ ঘন্টায় (বুধবার সারাদিনে) টিকা দেওয়া হয়েছে ৪৪,১৯,৬২৭ জনকে। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত ২৪ ঘন্টায় ৪৯০ জনের মৃত্যুর পর ভারতে কোভিড-১৯ ভাইরাসে মৃতের সংখ্যা বেড়ে হল ৪,২৯,৬৬৯ জন (১.৩৪ শতাংশ)।

ভারতে সুস্থতার সংখ্যা ফের বাড়ল, বুধবার সারা দিনে ভারতে করোনা-মুক্ত হয়েছেন ৩৯,০৬৯ জন। ফলে বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৩,১২,৬০,০৫০ জন করোনা-রোগী, শতাংশের নিরিখে ৯৭.৪৫ শতাংশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট ৫২ কোটি ৩৬ লক্ষ ৭১ হাজার ০১৯ জনকে করোনা-টিকা দেওয়া হয়েছে।

ধর্ষণের দায়ে এক ব্যক্তিকে দশ বছরের কারাদন্ডাদেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১২ আগস্ট।। দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়ায় তেত্রিশ বছরের মহিলাকে ধর্ষণের দায়ে এক অভিযুক্তকে ১০ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড সহ দশহাজার টাকা জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে আদালত দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার বিলোনিয়া দায়রা জজ আদালত বৃহস্পতিবার ধর্ষণ মামলায় অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে সশ্রম কারাদণ্ড ও আর্থিক জরিমানার নির্দেশ দিয়েছে।

সাজা প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম শিব শঙ্কর দেবনাথ। পেশায় গাড়িচালক। বাড়ি শান্তিরবাজার মহকুমার রাজাপুর শচীন্দ্র গারো কলোনি এলাকায়। ঘটনার বিবরণে জানা যায়,শান্তিরবাজার মহকুমার পতিছড়ি মুড়াসিং পাড়ার রাস পূর্ণিমা মেলায় ৩৩ বছরের মহিলা কাপড়ের ব্যবসা সেরে সকাল বেলা বাড়ির উদ্দেশ্যে যাওয়ার জন্য শিবশংকর দেবনাথের গাড়িতে উঠেন।

সাথে আরো যাত্রীরাও ছিল। যাত্রীরা যে যার জায়গায় নেমে যাওয়ার পর গাড়ি চালক শিবশঙ্কর দেবনাথ মহিলাকে একা থাকার সুযোগ নিয়ে একটি নির্জন স্থানে গাড়ি দাঁড় করিয়ে মহিলাকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণ করার পর গাড়ির চালক শিবশঙ্কর দেবনাথ ধর্ষিতা মহিলাকে গাড়ি থেকে ধাক্কা মেরে রাস্তায় ফেলে দেয়। পাশাপাশি মেলাতে বিক্রি করতে নিয়ে আসা প্রায় ৫০,০০০ টাকার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংসদে বলতে দেওয়া হচ্ছেনা বিরোধীদের গণতন্ত্রের হত্যা বললেন রাহুল গান্ধী

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.): কেন্দ্রের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ আনলেন কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধী। বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধী অভিযোগ করেছেন, সংসদে বলতে দেওয়া হচ্ছে না বিরোধীদের, এটা গণতন্ত্রের হত্যা। সংসদে যেহেতু বলতে দেওয়া হচ্ছে না, তাই সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হলেন রাহুল-সহ বিরোধীরা। কেন্দ্রের তিনটি কৃষি আইন বাতিলের দাবিতে বৃহস্পতিবার সকালে সংসদ থেকে বিজয় চক পর্যন্ত মিছিল করে যান বিরোধী নেতারা। ওই মিছিলে রাহুল গান্ধী, মল্লিকার্জুন খাড়গে, সঞ্জয় রাউত-সহ অন্যান্য বিরোধী নেতারা ছিলেন।

বিজয় চকে পৌঁছনোর পর রাহুল গান্ধী বলেছেন, 'সংসদে বলতে দেওয়া হচ্ছে না বিরোধীদের, তাই আপনাদের (সংবাদ মাধ্যম) সঙ্গে কথা বলতে আমরা এসেছি। এটা গণতন্ত্রের হত্যা।' রাহুল আরও বলেছেন, 'সংসদের অধিবেশন শেষ। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষ জানেন সংসদে কোনও অধিবেশন হয়নি। দেশের ৬০ শতাংশ মানুষের কণ্ঠস্বর পদদলিত করা হয়েছে।'

শিবসেনার রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় রাউত বলেছেন, 'সংসদে নিজেদের মতামত উপস্থাপনের সুযোগই পায়নি বিরোধীরা। মহিলা সাংসদের প্রতি বুধবারের ঘটনা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। মনে হচ্ছিল আমরা পাকিস্তানের সীমান্তে দাঁড়িয়ে আছি।'

মানিকভান্ডারে অগ্নিকান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআইএম পার্টি অফিস পরিদর্শন করলেন মানিক সরকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। ধলাই জেলার কমলপুরের মানিক ভান্ডারে অগ্নি কান্ডে ক্ষতিগ্রস্ত সিপিআইএম পার্টি অফিস পরিদর্শন করলেন বিরোধী দলনেতা মানিক সরকার।বিরোধী দল নেতা মানিক সরকারের মানিক ভান্ডার সিপিআইএম পার্টি অফিস পরিদর্শন কালে সাথে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম পার্টি সম্পাদক গৌতম দাশ, বিধায়ক তপন চক্রবর্তী, বিধায়ক ভানু লাল সাহা, বিধায়ক রতন ভৌমিক সহ কমলপুর সিপিআইএম মহকুমা কমিটির সম্পাদক অঞ্জন দাস, নেতা প্রান কুমার দাস সহ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ। বৃহস্পতিবার বিরোধী দল নেতা মানিক সরকারের নেতৃত্বে সিপিআইএম রাজ্যে সম্পাদক ও বিধায়কদ্বয় কমলপুর মানিক ভান্ডার পার্টি অফিস পুড়ে যাওয়া কক্ষ গুলি ঘুরে দেখেন। উল্লেখ্য, গত ৭ আগস্ট রাত সাড়ে দশটা নাগাদ কতিপয় দুষ্কৃতকারী পেট্রোল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয় পার্টি অফিসে। অফিসের একতল ও দ্বিতল ভবন থেকে দাউ দাউ করে আগুনের লেলিহান শিখা দেখতে পেয়ে মানিক ভান্ডার বাজারের বাসিন্দারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। খবর দেওয়া হয় কমলপুর অগ্নিনির্বাপক বাহিনীর কর্মীদের। বহু চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। জানা যায়, পার্টি অফিসের কাগজপত্র, আসবাবপত্র সহ অন্যান্য জিনিসপত্র পুড়ে ছাই হয়ে যায়। বিরোধী দল নেতা মানিক সরকার পার্টি অফিস পরিদর্শনের পর বলেন, যারা পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে তাদের দোষ দিচ্ছি না। তারা মায়ের কোল থেকে ক্রিমিনাল হয়ে জন্মায় নি। তাদের নানা প্রলোভন দেখিয়ে ক্রিমিনাল বানানো হচ্ছে। আমাদের বন্ধুরা যদি একটু বুঝিয়ে বলেন আমার মাথা ফাটিয়ে তোমার কি লাভ হবে। বিরোধী দল নেতা আরও বলেন, বাইক বাহিনীর সংখ্যা কমছে। যারা আক্রমন করছে তাদের সংখ্যা কমছে। আমাদের বক্তব্য বুঝিয়ে যদি ওদের কাছে তুলে ধরতে পারি অবশ্যই তারা আমাদের কাছে আসতে বাধ্য হবে। কি হবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে। তিনি বলেন, সন্ত্রাস করে, আক্রমন করে, রক্ত ঝড়িয়ে দমানো যাবে না। ওরা রক্ত বীজের বংশধর। শহীদদের রক্ত ঝড়লে সেই রক্ত থেকে আরেকটি শহীদ জন্ম হয়,, এরপর বিরোধী দল নেতা চলে যান দুষ্কৃতকারীদের দ্বারা আক্রান্ত দিলীপ দেববর্মার কমলপুরের শান্তিরবাজারের বাড়িতে। সেখানে গিয়ে আক্রান্ত দিলীপ দেববর্মার শরীরের খোঁজ খবর নেন বিরোধী দলনেতা।

কোভিডের মধ্যে নির্বাচন কীভাবে সম্ভব, মতামত জানতে চাইল কমিশন

নয়াদিল্লি, ১২ আগস্ট (হি.স.) : বাংলায় সাত কেন্দ্রের উপনির্বাচন বাকি রয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভবানীপুরের ভোটও। আগামী বছরের গোড়ার দিকে রয়েছে পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোট। তার আগে নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলির কাছে জানতে চাইল, এই কোভিড পরিস্থিতিতে কী ভাবে হবে নির্বাচন ও উপনির্বাচন।

আগামী ৩০ আগস্টের মধ্যে সমস্ত দলগুলিকে এই ব্যাপারে মতামত জানাতে বলেছে কমিশন। বলা হয়েছে, প্যানডেমিক পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন ভোট পরিচালনা করেছে। যে সমস্ত গাইডলাইন বা নির্দেশিকাগুলি নির্বাচন কমিশন জারি করেছে তা নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলির মতামত কী তা জানতে চেয়ে চিঠি দিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কয়েকদিন আগেই পার্থ চটোপাধ্যায়, সুব্রত মুখোপাধ্যায়রা সিইও দফতরে গিয়ে অবিলম্বে বাংলার সাত কেন্দ্রের বিধানসভা উপনির্বাচনের দাবি জানিয়েছিলেন।

আর যদি সব ঠিক হয় তবে আগস্টের শেষে বিজ্ঞপ্তি জারি হতে পারে। রাজ্যের যে সকল কেন্দ্রে নির্বাচন রয়েছে ইতিমধ্যেই সেই সব জায়গার সামগ্রিক করোনা পরিস্থিতি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করেছে কমিশন। ঝুঁকি এড়াতে কেন্দ্র ও রাজ্যের স্বাস্থ্য দফতরের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রাখছেন কমিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তারা। এদিকে ভোটের জন্য ইতিমধ্যেই ইভিএম-ভিভিপ্যাটের প্রাথমিক পর্যায়ের পরীক্ষা-নিরীক্ষাও শেষ হয়ে গিয়েছে। সাধারণত ইভিএম-ভিভিপ্যাটের "ফার্স লেভেল চেকিং"-এর পর থেকেই নির্বাচনের ঢাকে কাঠি পড়ে।

সূত্রের খবর, রাজ্যের যে সব কেন্দ্রে (ভবানীপুর, খড়দহ, গোসাবা, শান্তিপুর, জঙ্গিপুর, সামশেরগঞ্জ, দিনহাটা) নির্বাচন বাকি ইতিমধ্যেই সেসব জায়গার সামগ্রিক করোনা পরিস্থিতি যাচাই করেছে কমিশন। নির্বাচন করানো নিয়ে এবার নূনতম ঝুঁকি রাখতে নারাজ কমিশন কর্তারা।

কুমারঘাট থেকে কৈলাসহর যাওয়ার মূল সড়কের অবস্থা বেহাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১২ আগস্ট।। কুমারঘাট থেকে কৈলাশহর যাবার মূল সড়কের অবস্থা খুবই বেহাল।জাতীয় সড়ক পরিনত হয়েছে চাষের জমিতে।বর্ষার মরসুমে প্রায়ই বন্ধ থাকে সড়কে যান চলাচল। যেসব সাধারন পথচারী এবং যানবাহন রাস্তা দিয়ে চলাচল করছে তাও জীবনের ঝুকি নিয়ে চলাচল করে। তাই রাস্তা অবরোধ করে অভিনব কায়দায় প্রতিবাদ দেখালো গ্রামবাসী।

কুমারঘাটের সোনাইমুড়ি হয়ে কৈলাশহর পৌছেছে ২০৮ নং জাতীয় সড়ক। সতিশ প্রসাদ নামে একটি বেসরকারী রাস্তা নির্মান সংস্থা সংশ্লিষ্ট জায়গায় অস্থায়ী ক্যাম্প করে সড়ক সংস্কারের কাজে হাত লাগিয়েছে।কাজের ফলে রাস্তার পাশে থাকা জল নিষ্কাশনের ড্রেন বন্ধ হয়ে বর্তমানে জাতীয় সড়কে বৃষ্টির জল জমে কর্দমাক্ত বেশ কয়েকশো মিটার রাস্তা।জল কাদায় একাকার হয়ে রাস্তা পরিনত হয়েছে ধান চাষ উপযোগী জমিতে।এতে ঐ রাস্তায় এক প্রকার বন্ধ যান চলাচল।রাস্তার বেহাল দশায় বিকল্প সড়ক ঘুরে চলতে হচ্ছে যানবাহন।এর প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে গ্রামের একাংশ জনতা।

রাস্তায় ধানের চারা রোপন করে আন্দোলন দেখায় স্থানীয় মানুষ।আন্দোলনকারীদের বক্তব্য কতৃপক্ষকে বহুবার জানিয়েও কোনো কাজ না হওয়াতে তাদের এই আন্দোলন।এদিকে আন্দোলনের পরই নড়েচড়ে বসে নির্মান সংস্থার কর্মীরা।অবরোধের খবর পেয়েই তরিঘড়ি রাস্তা সংস্কারের কাজে হাত লাগায় তারা।সংস্থায় কর্মরত জনৈক ব্যাক্তিও স্বীকার করলেন রাস্তার পাশে জল নিষ্কাশনের ড্রেন না থাকাতেই এই সমস্যার সৃষ্টি।অবশ্য গ্রামের একাংশ বাসিন্দাদের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দায় এড়ানোর চেষ্টা করলেন নির্মান সংস্থার ঐ কর্মী।

রাস্তা নির্মান সংস্থার দায়িত্বজ্ঞানহীন কাজের ফলেই যে এদিন অবরোধে সামিল হতে হলো গ্রামবাসীদের তা একপ্রকার স্পষ্ট।

কদমতলায় বিস্তর পরিমাণ বিলেতি মদ উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ১২ আগস্ট।। উত্তর জেলার গোয়েন্দা শাখার কর্মী এবং কদমতলা থানার পুলিশের যৌথ অভিযানে বিপুল পরিমাণ বিলাতি মদ উদ্ধার করলো কদমতলা থানার পুলিশ।গতকাল গোপন খবরের ভিত্তিতে উত্তর জেলার গোয়েন্দা শাখার কর্মীরা এবং কদমতলা থানার পুলিশ লালছড়া ও নতুন বাজার মূল সড়কের উপর উৎপেতে বসে ছিল।সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত ঘনিয়ে আসার সাথে সাথে নতুনবাজার এলাকায় টি আর ০৫-৪৬৩৮ নাম্বারের একটি স্কুটি করে বিলেতি মদ নিয়ে আসছিল এক ব্যক্তি। পুলিশ তাকে দেখেই দাওয়া করলে চালক স্কুটি ফেলে চলে যায়।কদমতলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে স্কুটি সহ বিলাতি গুলি থানায় নিয়ে আসে। ২৬০ বোতল বিলাতী মদ উদ্ধার করতে সক্ষম হয় কদমতলা থানার পুলিশ। যার আনুমানিক বাজার মূল্য ৪০ হাজার টাকা হবে বলে জানান ওসি কৃষ্ণধন সরকার। উনি আরো জানান,কদমতলা থানার পুলিশ একটি মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।

বন্যহাতির তাণ্ডবে রীতিমতো দিশেহারা কৃষ্ণপুর সহ পার্শবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগণ

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১২ আগস্ট।। বন্যহাতির তাণ্ডবে রীতিমতো দিশেহারা কৃষ্ণপুর সহ পার্শবর্তী এলাকায় বসবাসকারী জনগণ। রাত জেগে পাহারা দিয়ে হাতির তাণ্ডব থেকে রক্ষা পাচ্ছেনা গ্রামবাসীরা। বন্য দাঁতাল হাতির তাণ্ডব থেকে এলাকাবাসীদের রক্ষা করার জন্য বনকর্মীরা অভিনব উদ্যোগ নিল। কিন্তু এতে কতটা নিস্তার পাবে এলাকাবাসী এটাই এখন দেখার ব্যাপার। কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে কৃষ্ণপুর, মধ্য কৃষ্ণপুর, বালু ছড়া, কপালি টিলা সহ কৃষিপ্রধান এলাকাগুলিতে বন্য হাতির দল রাতের অন্ধকারে তাণ্ডব চালিয়ে কৃষি জমি নষ্ট করে দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বন্যহাতি গুলিকে তাড়ানোর কাজে বনকর্মীরা ব্যস্ত থাকতে হয় দিন রাতে। এরপরেও বন্যহাতির তাণ্ডব কিছুতেই ঠেকাতে পারছে না বনকর্মীরা। ফলে এলাকাবাসীদের রাত জেগে পাহারা দিতে হয় নিত্যদিন। যদিও বনকর্মীরা বাজি পটকা ফাটিয়ে হাতি দাঁড়িয়ে থাকে। এবার বনকর্মীরা মরিচ মিশ্রিত মশাল ব্যবহার করছে হাতি তাড়ানোর কাজে। এ ব্যাপারে এক বনকর্মী জানায়, মশাল তৈরি করার উপকরণ গুলি হল বাঁশ, আস্ত শুকনা লঙ্কা (মরিচ), চটের বস্তা, গুণা এবং কেরোসিন। তিনি জানান একটি মরিচ মিশ্রিত মশাল তৈরি করতে ৭০০/৮০০ গ্রাম আস্ত শুকনা মরিচ প্রয়োজন। মরিচগুলো বাঁশের সাথে রেখে চটের বস্তা দিয়ে মুড়িয়ে কেরোসিন দিয়ে ভেজানো হয়। পরে সেই মশাল জ্বালিয়ে হাতির দিকে ফেলা হয়। প্রচন্ড ধোয়া এবং তীব্র মরিচ মিশ্রিত দুর্গন্ধে এলাকায় হাতি প্রবেশ করে না। এই উদ্যোগকে কাজে লাগাচ্ছে বন কর্মীরা। কিন্তু তাতে কতটা সুফল পাওয়া যায় সেটাএখন দেখার ব্যাপার।

ভুক্তভোগীরা জানিয়েছেন হাতির তাণ্ডবে ওইসব এলাকায় মানুষ অতিষ্ঠ। রাতে ঘুমাতে পারছেন না। জমিতে ফসল ফলিয়ে করে তোলা যাচ্ছে না। চরম নিরাপত্তাহীনতায় দিন কাটাতে হচ্ছে তাদেরকে।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।